A

BRIEF SURVEY

OF THE

ENGLISH CONSTITUTION,

IN THREE PARTS.

BY

RAJKUMAR SARBADHIKARI.

AND

Revised by

BABOO RAMAPRASAD ROY.
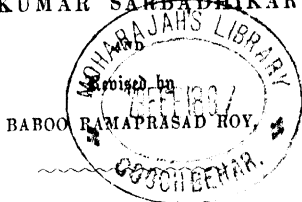
ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরাজকুমার সর্ব্বাধিকারি প্রণীত।

শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় সংশোধিত।

Calcutta:

THE PRESIDENCY PRESS.

1862.

Appointed by the Senate

OF THE

CALCUTTA UNIVERSITY

FOR

THE EXAMINATIONS

OF

1863.

Part I. For Entrance.
Part II. For First Examination in Arts.
Part III. For B. A. Examination.

উয়িলিয়ম্, এস্, সিটন্ কার সাহেব

মহোদয় সমীপেষু

সাদরসম্ভাষণম্

রাজপুরুষগণের মধ্যে আপনি বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে এবং বঙ্গদেশবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে, আপনি একান্ত যত্ন, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব আপনার উদ্দেশেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি উৎসর্গীকৃত হইল। ভারতবর্ষবাসীদিগের জগদীশ্বরের নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা এই, যেন আপনার মত সকল রাজপুরুষেরাই এ দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, ভারতভূমির মঙ্গল বিধানে সঙ্কল্প করেন।

প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজি পর্য্যন্ত এদেশস্থ অনেকেই ইংলণ্ডের বল, বীর্য্য, সাহস, পরাক্রম, সমৃদ্ধি, মাহাত্ম্য ও শাসন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে কিছু মাত্র জানেন না; অধিক কি ইংরেজেরা কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছেন, ইহাও অনেকে বিদিত নহেন। এই সকল অবগত না থাকায় মধ্যে মধ্যে নানা অনর্থ ঘটিয়া

থাকে। এই সকল বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ না জানিয়াই বিদ্রোহীদিগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, ভারতবর্ষস্থ ইংরেজদিগকে দূর করিয়া দিলেই তাহারা কৃতকার্য্য হইবে। তাহাদের এই রূপ ভ্রম না থাকিলে কত শত বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা ছিল।

আমাদের দেশের অজ্ঞানান্ধ লোকদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবার নিমিত্তই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি সঙ্কল্পিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী ঘটিত অন্যান্য বিষয় প্রচারিত হইবে।

আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী আমার পরামর্শানুসারে এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। এক্ষণে গ্রন্থ খানি সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রচারিত হইলে, এবং ইহাতে সাধারণের উপকার দর্শিলে, আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হয়।

কলিকাতা,
২০শে জুন, ১৮৬১। } শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।

শুদ্ধিপত্র।

পৃ । পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১ । ১২	পীড়িত।	পীড়িত
৭৯ । ১	ইহার	ইহারা
৮৪ । ৪	‘বিধান	‘বিধান’
৯৮ । ১৭	কুইন্স্ বেঞ্চ্ নামক	কুইন্স্ বেঞ্চ্ ও কমন্ প্লিস্ নামক
১০২ । ৫	অপরাধে	অপরাধ
১৩৪ । ১২	জননী; কজন	জনক, জননী ;
১৪০ । ১	স্বত্বঘাতকের	স্বত্বঘাতে
১৪৪ । ১৩	সেই সমুদায়ের	সেই সমুদায় স্বত্ব বিষয়ক অপকারের
১৪৬ । ১৬	প্রকাশ	প্রচার
১৪৬ । ১৭	হানি হয়, ও	হানি হয়, অথবা হানি হইবার, কিংবা

১৪৭ । ১৫	করিলে কর,	করিলে, এবং খর তাহাতে বাস্তবিক কোন হানি না হইলে,
১৫৮ । ১৩	তাহাতে	তাহাকে
১৫৯ । ১৪	নিহ্ববাপহার	নিহ্নুবাপহার
১৬৪ । ১২	কমন্ প্লিস্	কুইন্স্ বেঞ্চ্
১৭৪ । ৭	সেই খানে	সুতানটী রক্ষিত করিবার নিমিত্ত
১৭৪ । ১১	কলিকাতার	সেণ্ট্ পিটর্সবর্গ ভিন্ন কলিকাতার
১৯৫ । ৫	বরুক	করুক

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

শিষ্য।—আর্য্য! দুর্জ্জয় ইংরেজ জাতি ক্রমে ক্রমে সমুদায় পৃথিবী জয় করিতেছে। শুনিয়াছি, পৃথিবীর এমন স্থানই নাই যেখানে ইংরেজদের নাম কর্ণগোচর হয় না। পৃথিবীস্থ সকল জাতিই ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলে। ইহাদের প্রতাপ ভারতবর্ষের সকল স্থানেই ব্যাপিয়াছে। আপনিই আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন, যে পৃথিবীর আদি অবধি আজি পর্য্যন্ত অনেক জাতিই আপনাদের দেশকে অগ্রগণ্য করিয়াছিল, কিন্তু কেহই ইংরেজদের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। ইহারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? কিরূপে ইহাদের এত সমৃদ্ধি হইল

ইহাদের স্বদেশের শাসন-প্রণালী কিরূপ? এই সকল কথা বিশেষ করিয়া জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার মানস পূর্ণ করুন।

গুরু।—ইংরেজদের দেশের বিবরণ ও শাসন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয় জানিতে তুমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছ। কত শতবার তুমি আমার নিকটে তোমার কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু নানা কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে তোমার কৌতুক নিবৃত্তি করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে তাহা নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই রূপ তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ে আমার নিকট হইতে যাহা কিছু শুনিবে, তাহাতে তোমার কৌতুক শান্ত হইবে না, বরং অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সে যাহা হউক, তোমার কি কি জানিতে ইচ্ছা হয়, এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা কর।

শিষ্য।—ইংরেজারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? ইহা প্রথমে বলুন।

গুরু।—তোমার বিদিত আছে, পৃথিবীর স্থলভাগ পাঁচ মহাখণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে ইউরোপ এক মহাখণ্ড। তুমি ইহাও জান যে ঐ মহাখণ্ড ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে উত্তর পশ্চিমদিকে স্থিত; এবং তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশ আছে!

ডেন্মার্ক, যাহাকে এদেশে ডিনামারের দেশ বলে।

বেল্‌জিয়ম্।

হলণ্ড, যাহাকে এদেশে ওলন্দাজের দেশ বলে।

প্রশিয়া।

স্পেন্ ও পোর্টুগেল।

ফ্রান্স, যাহাকে এদেশে ফরাসীসদের দেশ কহে।

সুইট্‌সর্লণ্ড, এখানে অনেক পর্ব্বত; ইহাকে পর্ব্বতের দেশ বলিলেই হয়।

জর্ম্মনি, যাহাকে সামান্যত জর্ম্মনদেশ বলে।

অষ্ট্রিয়া।

রুসিয়া।

ইটেলী, এদেশেই রুম নগর।

তুরুস্ক।

গ্রীস।

ইহাদের মধ্যে রুসিয়া, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং প্রশিয়া এই চারিটী সকলের প্রধান। ইউরোপের পরিমাণফল ৪০ লক্ষ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ২৫ কোটি। ইহার মধ্যে রুসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড়; রুসিয়া ইউরোপের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য।—কই, ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের নাম করিলেন না?

গুরু।—যদিও ইংলণ্ড ইউরোপের দেশ বলিয়া পরিগণিত, তথাপি ইউরোপের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই, এ কথা বলিলে বলা যায়। এক সমুদ্রশাখা তাহাকে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম কোণে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের গর্ব্ভে ব্রিটিস্ দ্বীপপুঞ্জ নামে কতকগুলি দ্বীপ আছে। সেই সমুদায় দ্বীপ এক রাজার অধিকারভুক্ত। সেই রাজার

রাজ্যকে গ্রেট্‌ব্রিটন্‌ ও আয়র্লণ্ডের সংযুক্ত রাজ্য, অথবা সংক্ষেপে ব্রিটিস সাম্রাজ্য কহে, এ রাজ্যকেই আমাদের দেশের লোকেরা সচরাচর 'বিলাত' বলিয়া থাকে।

একটী সমুদ্র শাখা আয়র্লণ্ডকে ব্রিটন দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ব্রিটন দ্বীপটী পূর্ব্বোক্ত সমুদায় দ্বীপ অপেক্ষা বৃহৎ। ব্রিটন তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স। ইহার মধ্যে স্কট্‌লণ্ড সর্ব্বোত্তর। স্কটলণ্ডের সকল স্থানের ভূমি এক রূপ নহে, তাহাদের আকারের অনেক ভেদ আছে। এই নিমিত্ত স্কট্‌লণ্ড দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, উন্নত ও নিম্ন অঞ্চল। মধ্য ভাগ, পশ্চিম ভাগ, এবং উত্তর-পশ্চিম ভাগকে উন্নত অঞ্চল কহে। উন্নত অঞ্চ-লের ভূমি অতিশয় বন্ধুর এবং পর্ব্বতময়। বঙ্গ-দেশের লোক এবং রজপূত প্রভৃতি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থ লোক, ইহাদের যেরূপ প্রভেদ, স্কট্‌লণ্ডের উন্নত অঞ্চলের লোক এবং নিম্ন অঞ্চ-লের লোক, তাহাদেরও সেই রূপ প্রভেদ। কলি-কাতায় স্কট্‌লণ্ড দেশীয় যে সকল সৈন্য দেখিয়াছ

যাহাকে সামান্য ভাষায় লেঙটা পল্টন বলে তাহারা এই অঞ্চলের লোক। স্কট্লণ্ডে অসঙ্খ্য হ্রদ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি দেখিতে অতি রমণীয়। স্কট্লণ্ডের ভূমি অধিক উর্ব্বর নয়। কিন্তু সেখানকার কৃষকেরা কৃষি কর্ম্মে অতিশয় নিপুণ। পরন্তু ভূমি অধিক উর্ব্বরা নয় বলিয়া তাহাদের সেই নৈপুণ্যে অধিক ফল দেখে না। স্কটলণ্ডে ইংলণ্ড অপেক্ষা শীত অধিক। ইংরেজেরা যেমন সর্ব্ব বিষয়ে নিপুণ, স্কটেরা ইংলণ্ডবাসীদের অপেক্ষা কিছুই কম নয়। পূর্ব্ব-কালে ইংরেজদের ও স্কটদের অতিশয় বিরোধ ছিল, ইহাদের পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। সাপে ও নেউলে যেমন, স্কটে ও ইংরেজে সেই রূপ ভাব ছিল। উভয় পক্ষে কত শত রক্তময় সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। এখন কিন্তু ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ডের বড় সদ্ভাব। ষষ্ঠ জেম্‌সনামে স্কট্ল-ণ্ডের এক জন রাজা মাতৃকুল সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজ্য পাইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্রী মহারাণী য়্যান্ খ্রিশুখ্রীষ্টের জন্মের ১৭০৭ বৎসর পরে ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ড মিলিত করেন। সেই অবধি

এখানে আর স্বতন্ত্র রাজা নাই। কিন্তু রাজা স্বতন্ত্র নয় বলিয়া তুমি ইহা মনে করিয়া রাখিও না, যে ইংলণ্ডের ও স্কট্‌লণ্ডের আইন এক। স্কট্‌লণ্ডের অনেক আইন ইংণ্ডের আইন হইতে ভিন্ন। স্কট্‌লণ্ডের পূর্ব্ব রাজাদের রাজধানী এডিন্‌বরা নগরে ছিল।

স্কট্‌লণ্ডের দক্ষিণে ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের অধিবাসী দিগকেই ইংরেজ বলে, এবং ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়েল্‌স। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও ওয়েল্‌স এই তিনের মধ্যে ইংলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বড়, স্কট্‌লণ্ড ইংলণ্ড অপেক্ষা ছোট, ওয়েল্‌স আবার স্কট্‌লণ্ড অপেক্ষা ছোট। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ ইংলণ্ড নামেই পরিচিত। তাহাদের পরস্পর অধিক প্রভেদ নাই। ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড অপূর্ব্ব স্থানে স্থাপিত। চতুর্দ্দিকে সমুদ্র, মধ্যস্থলে ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড। ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরস্থ ভূমি, করাতের ধারের ন্যায় আঁকা বাঁকা বা দন্তুর। এই সকল স্থানে অসঙ্খ্য বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পরিমাণ ফল ৫৮,০০০ বর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,৮০,০০,০০০।

ইংলণ্ডের অবস্থান দেখিয়া বিবেচনা করিলে হঠাৎ বোধ হয়, যে এখানে শীতাতপ অতিশয় প্রবল। কিন্তু চতুর্দ্দিকে সমুদ্র বেষ্টিত বলিয়া এখানে শীত, অথবা গ্রীষ্ম অধিক নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা এখানে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব।

ইংলণ্ডের নিম্নতল ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। আবাদ করিলে তাহাতে বিবিধ শস্য উৎপন্ন হই-বার সম্ভাবনা; কিন্তু গো মেষ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু চরিবে বলিয়া ইংলণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক জমিতে চাষ করা হয় না। গ্রেট্ ব্রিটন, ইংলণ্ড স্কট্‌লণ্ড ও ওয়েল্‌স এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগ আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। সেই সমুদয় ক্ষুদ্রভাগকে এক এক কাউণ্টি বা শায়র কহে। যাহাকে এদেশে জিলা, পরগণা বা কিশমত বলিয়া থাকে, সায়র তাহারই প্রতিরূপ। ইংলণ্ড চল্লিশ, ওয়েল্‌স বার, এবং স্কট্‌লণ্ড তেত্রিশ শায়রে বিভক্ত।

শিষ্য।—ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও ওয়েল্‌স দেশের বিবরণ শুনিলাম। আয়র্লণ্ডের উল্লেখ মাত্র করি-

য়াছেন। কই আয়র্লণ্ডের কথা কিছু বলিলেন না?

গুরু।—তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক সমুদ্র শাখা আয়র্লণ্ডকে গ্রেটব্রিটন হইতে বিভিন্ন করিতেছে। আয়র্লণ্ডের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এখানে অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মে। কিন্তু এখানে কৃষিকর্ম্মের তাদৃশ শৃঙ্খলা নাই। ইংরেজদের আহার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ যে রূপ ইহাদেরও সেই রূপ।

পূর্ব্বে আয়র্লণ্ড এক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কিন্তু এখন পরাজিত হইয়া ইংলণ্ডের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। এখানকার রাজা ও ইংলণ্ডের রাজা দুই ভিন্ন নয়। আয়র্লণ্ডে লার্ড লেফ্‌টনেণ্ট নামে ইংলণ্ডেশ্বরীর একজন প্রতিনিধি অবস্থিতি করেন।

আমাদের দেশে অন্ন যেরূপ প্রধান ভক্ষ্য দ্রব্য আয়র্লণ্ডে আলু সেই রূপ। আয়র্লণ্ড দেশের লোককে আইরিশ বলে। আইরিশেরা ভাত অথবা রুটি নাখাইয়া আলু খায়।

আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্‌লিন্।

শিষ্য।—মহাশয় স্কট্‌লণ্ডের পূর্ব্ব রাজধানী এডিন্‌বরা, এবং আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্‌লিন্ বলিলেন। ইংলণ্ডের রাজধানীর কথা বলেন নাই। ইংলণ্ডের রাজধানীর নাম কি?

গুরু।—লণ্ডন ইংলণ্ডের রাজধানী।* যেমন কলিকাতা ভাগীরথীতীরে অবস্থিত, লণ্ডন সেই রূপ টেম্‌স নামক নদীর উভয় তীরে স্থাপিত। লণ্ডন প্রকাণ্ড সহর।

লণ্ডন দীর্ঘে প্রায় আট মাইল ও প্রস্থে ছয়। পরিমাণ ফল প্রায় ৩৫ বর্গ মাইল। ইহাতে ১৪ হাজার ষ্ট্রীট্ বা বড় বড় রাজপথ আছে। ২৫ লক্ষ লোক লণ্ডনে বাস করে। লণ্ডন ভিন্ন ইংলণ্ডে নিম্ন-লিখিত কয়েকটী প্রধান নগর আছে। লিবরপুল, ব্রিষ্টল, ম্যানচেষ্টর, বর্-মিঙ্‌হাম, লীড্‌স, প্লিমথ্, নরউইচ্, সেফিল্‌ড নটিঙহাম, ইয়র্ক, পোর্টস্মথ্। ইহার মধ্যে কোন নগরেই ৫০ হাজার অপেক্ষা কম লোকের বাস নাই।

ম্যান্‌চেষ্টরে সমুদয় তুলার কর্ম্ম হয়; লীড্‌সে পশমের কাজ হয়; বরমিংহামে লৌহাদি নির্ম্মিত

সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়; সেফিল্‌ডে ছুরী কাঁচী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; নটিংহামে জরি প্রভৃতির কাজ হয়; নরউইচে তুলা পশম আদি মিশ্রিত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়; লিবরপুল এবং ব্রিষ্টল ইহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্দর। প্লিমথ্ ও পোর্টস্মথ এই দুই স্থানে প্রায় সমুদয় জাহাজ থাকে।

শিষ্য।—মহাশয় যাহা যাহা বলিলেন, আমি সমুদয় মনোযোগ করিয়া শুনিয়াছি, ওবিষয়ে আমার কৌতুক নিবৃত্তি হইয়াছে। এখন এই কথা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি প্রতিদিন গঙ্গাতে অসংখ্য জাহাজ দেখিতে পাই। শুনিয়াছি ইহার মধ্যে অনেক বাণিজ্য জাহাজ। ইংরেজদের বাণিজ্য কি অতিশয় বিস্তৃত?

গুরু।—শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যে কেহই ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারে নাই। পৃথিবীর এমন স্থানই নাই, যেখানে ইংরেজ বণিক্‌দের গতিবিধি নাই। সমুদ্রের সর্ব্ব স্থানেই ইহাদের বাণিজ্য জাহাজ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের বহির্বাণিজ্য যেরূপ বহু বিস্তৃত, অন্তর্বাণিজ্যও সেই রূপ। বাণিজ্যে ইহাদের কিরূপ সমৃদ্ধি

হইয়াছে শুনিলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। বৎসরে বৎসরে ইহাদের দেশে প্রায় ১৮৭ কোটি টাকার সামগ্রী আমদানি, এবং ১২২ কোটি টাকার সামগ্রী রপ্তানি হয়। কমবেশ ৩৭,৮০০ বাণিজ্যপোত ইহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে এবং অন্যূন ২,৮৮,০০০ জন লোক জাহাজে নিযুক্ত আছে। কেবল বাণিজ্য হইতেই ইংরেজদের এত সমৃদ্ধি একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

শিষ্য।—মহাশয়, ইহাদের বাণিজ্যের কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ইহারা যেরূপ বলশালী, সেইরূপ কর্ম্মদক্ষ। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছে, যে পৃথিবীর কোন জাতি কোন কালেই ইহাদের অপেক্ষা অধিক বাণিজ্য-প্রিয় হয় নাই, এবং বাণিজ্য হইতেই আপনাদের এরূপ ঐশ্বর্য্য করিয়া তুলে নাই। ভারতবর্ষবাসিদিগের তো কথাই নাই। আমাদিগের পিতামহেরা আমাদিগকে সমুদ্রযাত্রা-স্বীকার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বলিতে পারি

না, ইহাতে তাঁহাদের কি অভিপ্রায় ছিল। ইং-রেজেরাই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই শ্লোক-খণ্ডের যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়াছেন। হায়! কত কালে আমরা উহাদের মত বাণিজ্যপ্রিয় হইব, এবং সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণ হইয়া উহাদের মত আপনাদের দেশকে প্রধান বলিয়া গণ্য করিব।

আর্য্য! উহাদের কথা যত শুনিতেছি, ততই আমার কৌতুক বৃদ্ধি হইতেছে। উহাদের দেশে বিদ্যাচর্চ্চা কি রূপ, জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়।

গুরু।—ভারতবর্ষে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা হয় এবং ইংলণ্ডে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা হয়, এই দুই তুলনা করিয়া দেখিলে শরীরে আর জ্ঞান থাকে না। ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোকেই বিদ্যার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই মূর্খ হইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ডে অধি-কাংশ লোক আপনাদের পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্য সমধিক যত্ন পায়, আমাদের দেশে অনেকেই বিদ্যাকে বহুমূল্য জ্ঞান করেন না, এবং সেই নিমিত্ত আপনাদের সন্তানগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্য চেষ্টা পান না।

ইংলণ্ডের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু মাত্র সাহায্য না লইয়া অসঙ্খ্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে; আমাদের দেশে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে যাহা কিছু আছে সকলি প্রায় গবর্ণমেণ্টের। দূর কর, ওকথায় আর কাজ নাই, ওসব কথা মনে করিলে কেবল আপনার মনে আপনি কষ্ট দেওয়া হয়।

ইংলণ্ডে কি ধনবান্ কি দরিদ্র, কি মধ্যাবস্থ, সকলেরই বিদ্যা শিক্ষার উপায় আছে। দেশের লোকদিগকে বিদ্যা দান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যত চেষ্টা পান, দেশের লোকেরা তাহা অপেক্ষা অধিক যত্ন পায়। ইংলণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণ। প্রতি পল্লীতেই এক একটী বিদ্যালয় আছে, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

ইংলণ্ডে বিদ্যালয় সমূহের এবং ছাত্রবর্গের সঙ্খ্যা শুনিলে তুমি একেবারে চকিত হইবে। শুদ্ধ ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অন্তর্গত কালেজ সকল বাদ দিলেও, ৭১,১০১ বিদ্যালয় দৃষ্টি গোচর হয়; এবং ন্যূনাধিক ১ কোটি ৮০

লক্ষ অধিবাসীর মধ্য হইতে ৪৬ লক্ষ ব্যক্তি ঐ সমস্ত পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করে। ইংলণ্ড স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ডে জগন্মান্য পাঁচটী প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানে যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানের লোকেরাই তাঁহাদের গৌরব করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে বড় বড় পণ্ডিত আছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের এমন শাখা প্রশাখাই নাই, যাহাতে ইংরেজ পণ্ডিতেরা হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা আপনাদের গ্রন্থাকারে যে সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তত দিন তাহারাও থাকিবে।

শিষ্য।—আর্য্য! এখানে আপনাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ড স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড এই তিন লইয়া ব্রিটন সাম্রাজ্য। এই তিনের কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা আছে, না তিনেরই এক ভাষা? এই তিনেরই ভাষাকে কি ইংরেজী ভাষা বলে, না কেবল ইংলণ্ডের ভাষাকেই ইংরেজী কহে?

গুরু।—ইংলণ্ড দেশের ভাষাকেই ইংরেজী কহে; এবং ব্রিটন সাম্রাজ্যের সমুদয় পুস্তক ইংরেজী ভাষায় লিখিত। কিন্তু স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও ওয়েল্‌সের অনেকেই সচরাচর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, তাহা প্রচলিত ইংরেজী ভাষা নহে, তাহাদিগকে এক এক স্বতন্ত্র ভাষ বলিলে বলা যায়। যদিও সেই সব ভাষা ইংরাজী হইতে অধিক বিভিন্ন নয়, তথাপি এই তিন দেশবাসী কোন ব্যক্তি কথা কহিলে সে কোন্‌ দেশের লোক ইহা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট বুঝা যায়।

শিষ্য।—আর্য্য! যাহা যাহা আপনার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতিশয় আগ্রহ সহকারে সেই সমুদয় শ্রবণ করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে সমধিক প্রয়াস পাইয়াছি। এখন ইংরেজদের স্বদেশের শাসন-প্রণালী জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন!

গুরু।—ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী জানিতে গেলে, ইংলণ্ডের পূর্ব্বগত বৃত্তান্ত সকলও জানা অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু সেই সকল বলিতে

গেলে অনেক সময় লাগিবে, অতএব ইংলণ্ডের ইতিহাস ঘটিত দুই চারিটী সার কথা বলিয়া দিব।

প্রথমে সেল্‌ট নামে এক জাতি ইংলণ্ডে বাস করে। যিশুখ্রীষ্টের জন্মের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী রুম দেশের প্রধান সেনাপতি যুলিয়স্ সিজর রুম দেশের সেনাগণ সমভি-ব্যাহারে ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। এই সময়ে ইংলণ্ড দেশবাসীরা অতিশয় অসভ্য ছিল। তখন ইহারা উলঙ্গ থাকিত; কেহ বা পশুচর্ম্ম পরিধান করিত, এবং সকলেই সর্ব্বদা আপনাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিত। তখন ইহারা লাঠী বর্ষা প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। ইংলণ্ডে তখন পৌত্তলিকতা অতিশয় প্রবল ছিল। ইংলণ্ডের অনেক স্থান জয় করিয়া যিশুখ্রীষ্ট জন্মের ৪৪৮ বৎসর পরে (বা সঙ্ক্ষেপে ৪৪৮ খ্রীঅব্দে) রুম দেশীয়েরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যায়। রুম দেশীয়েরা প্রস্থান করিলে পর, জর্ম্মন দেশের উত্তর হইতে স্যাক্সন নামে এক জাতি আসিয়া, ক্রমে ক্রমে সমুদয় ইংলণ্ড

জয় করিয়া সাতটী ক্ষুদ্র রাজ্য ইহাতে স্থাপন করিল। কালক্রমে স্যাক্সন অধিপতি এগ্‌বর্ট ৮২৮ খ্রীঅব্দে সেই সাতটী রাজ্যকে সংযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। স্যাক্সন রাজ্যের জরা উপস্থিত হইলে, দিনামারেরা ইংলণ্ডে আসিয়া অনেক সংগ্রাম জয় করিয়া বহুকষ্টে ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিল। কিন্তু স্যাক্সনেরা দিনামারদিগকে তাড়াইয়া দিয়া পুনর্ব্বার আপনারা রাজত্ব করিতে লাগিল। ১০৬৬ খ্রী অব্দ পর্য্যন্ত স্যাক্সনদিগের রাজত্ব ছিল। ঐ বৎসর ফ্রান্স দেশের অন্তর্গত নরমেণ্ডী দেশের অধিপতি, 'বিজেতা' উপাধি ধারী উইলিরম্ হেষ্টিংস ক্ষেত্রের যুদ্ধে স্যাক্সন দিগকে পরাভূত করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হন। এবং কিছু কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এক্ষণে যে সব ইংরেজ দেখিতে পাও তাহাদের শরীরে পূর্ব্বকথিত স্যাক্সন, দিনামার, এবং নর্ম্মান্‌দিগের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। বাস্তবিক এক্ষণকার ইংরেজ জাতি এবং রোমীয়দিগের

অধিকার সময়ের ইংরেজ জাতি এক নহে। এক্ষণকার ইংরেজ জাতি এক বিমিশ্র জাতি। স্যাক্সন, দিনামার এবং নরমানেরা মিশ্রিত হইয়া এই জাতি উৎপন্ন করিয়াছে।

ইংলণ্ড বিজয়ের পর নিম্ন লিখিত শাসন-প্রণালী ঘটিত কয়েকটী প্রধান প্রধান ঘটনা হইয়াছিল। ১২০০ খ্রী শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড দেশে উলিয়ম রাজার বংশোদ্ভব উইলিয়ম্ হইতে সপ্তম রাজা জন নামে এক জন অতি দুরন্ত ভূপতি হন। তিনি অতিশয় প্রজা পীড়ন করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। তাঁহার যাহা স্বেচ্ছা হইত তিনি তাহাই করিতেন। তাঁহার অধিকার সময়ে প্রজাদিগের ধন প্রাণ মান কিছুই রক্ষা হইত না। প্রজারা তাঁহার আচরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এই দৌরাত্ম্য নিবারণের নিমিত্ত ইংলণ্ড দেশের সমুদয় সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ তাঁহার বিপক্ষে এক ষড়্‌যন্ত্র করিল, এবং রণিমিড্ নামক স্থানে ১২১৫ খ্রী অব্দের ১৯ এ জুন তারিখে জন্‌কে ধরিয়া মাগ্নাচার্টা নামক এক সনন্দ পত্রে

জানের স্বাক্ষর করিয়া লইল। সেই অবধি জান্ ও তাঁহার পর যে সকল রাজা হইয়াছেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাজত্ব করিতে পারেন না। এই মহাসনন্দ পত্র খানি ইংরেজদের স্বাধীনতার মূল স্বরূপ। ইংরেজেরা ইহাকে স্মরণ করিলে আনন্দে গদ্গদ হয়।

শিষ্য।—মহাশয়, আমি আপনার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। জন্ দেশের রাজা ছিলেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। আপনি যে সনন্দ পত্রের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধি-কারিগণের মানের লাঘব হইয়াছিল। তাহা হইলে, তিনি প্রজাদের কথায় সম্মত হইলেন কেন, এবং কেনই বা আপনার লাঘব স্বীকার করিয়া ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

গুরু।—বহুকাল অবধি ইংরেজদের দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে, যে প্রজাদের সম্মতি না হইলে, রাজা প্রজার উপর কর নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না। রাজা যত কেন দুর্দান্ত হউন না—যত কেন দৌরাত্ম্য করুন না—তিনি

কখনই এই রীতি অতিক্রম করিতে পারেন না—সুতরাং অন্ততঃ কর আদায়ের সময়, বা টাকার প্রয়োজন হইলে, রাজাকে প্রজাগণের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিতে হইত, এবং তাহাদের অনুমতি লইয়া রাজস্ব আদায় করিতে হইত। জনের টাকার বড় প্রয়োজন ছিল তিনি অতিশয় ব্যসনাসক্ত ছিলেন, এবং মিছা সংগ্রামে লিপ্ত হইতেন, সুতরাং টাকা না হইলে তাঁহার কোন মতেই চলিত না। তিনি যত কেন উপদ্রব করুন না, প্রজাগণের সাহায্য না লইয়া তাঁহার এক পা চলিবার ক্ষমতা ছিল না কিন্তু প্রজাগণ তাঁহার দৌরাত্ম্যে অতিশয় পীড়িতা ও বিরক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি জন্ পূর্ব্বকথিত মাগ্‌নাচার্টা নামক মহাসনন্দ পত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহারা কোন মতে তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ করিবে না। জন্ অনেক কৌশল করিলেন, তাহারা কিছুতেই সম্মত হইল না। অধিকন্তু প্রজারা আবার সমরের উদ্যোগ করিতে লাগিল। জন্ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন, ও তখন অন্য কোন উপায়

না দেখিয়া তাহাদের কথায় সম্মত না হইয়া আর কি করেন। অগত্যা নতশির হইয়া ম্যাগ্না-চার্টাতে দস্তখত করিলেন।

বৎস! তোমার মুখভঙ্গী দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, যে আমি যাহা বলিলাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। এখন ইংরেজদের ইহা দ্বারা কি লাভ হইল তাহা বলি শুন।

জন্ মাগ্নাচার্টায় স্বাক্ষর করিলেন, এবং রাজভাণ্ডার ধনে পরিপূর্ণ করিলেন। কিন্তু মাগ্নাচার্টা অনুসারে কার্য্য করিতে তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কোনমতেই সম্মত নন। উপায় পাইলে তাঁহারা ম্যাগ্নাচার্টার নিয়ম সকল ভঙ্গ করিতে কোন মতেই ক্রুটি করিতেন না। পরে অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর ব্রীটনসাম্রাজ্যবাসী লোকেরা নিম্ন লিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং ইংরেজদের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগের ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের পুত্রেরা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে তাহা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে।

ব্রীটন সাম্রাজ্যের সমুদায় প্রজা যে দিন অবধি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই দিন অবধিই স্বাধীন। কি রাজা কি প্রজা কেহই তাহাকে গোলামের ন্যায় বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আইন অনুসারে বিচার না করিয়া কেহই তাহার জীবন নাশ করিতে পারিবেন না। কেহই তাহাকে দেশবহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না, বাসস্থান পরিত্যাগ করাইতে পারিবেন না, কারারুদ্ধ করিতে পারিবেন না। স্বদেশের মধ্যে যে খানে ইচ্ছা হয় সেই খানেই প্রজারা বাস করিতে পারিবে, এবং যখন ইচ্ছা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে। বিচারালয়ের আজ্ঞা না হইলে কেহই অন্য ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবরাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। যখন ইচ্ছা প্রজারা রাজাকে, ও যেখানে আইন সমুদায় প্রস্তুত হয় পার্লেমেণ্ট নামক সেই মহাসভাতে যে বিষয়ের ইচ্ছা হয় সেই বিষয়ের দরখাস্ত করিতে পারিবে। প্রজা যত ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহার কোন অন্যায় বোধ হইলে, এবং সেই অন্যায় নিরাকরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে, বিচারপতিদিগকে তাহার

বিচার করিতেই হইবে। ইংলণ্ডদেশে হেবিয়স্ কর্পস্ নামে এক আইন্ প্রচারিত আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন ব্যক্তিই এমন কি রাজাও কাহাকেও বিচার না করিয়া কারাগারে রুদ্ধ রাখিতে পারিবেন না। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার বিচার করিতেই হইবে। ইংলণ্ডে এই এক নিয়ম আছে, যে কোন প্রজা কোন দোষ করিলে তাহার সদৃশ লোকেরা জুরি বা পঞ্চায়েৎ হইয়া তাহার বিচার করিবে।

বিল্ অব্ রাইট্স্ বা "অধিকার পত্র" নামে আর এক আইন প্রচারিত হয়, তাহাতে প্রজাগণের ও পার্লেমেণ্ট মহাসভার কি কি ক্ষমতা তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, পার্লেমেণ্টের অনুমতি না হইলে রাজা আপন স্বেচ্ছায় প্রচলিত কোন আইনের কার্য্য রোধ করিতে পারিবেন না। পার্লেমেণ্টের সম্মতি না হইলে, রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারিবেন না; এবং যত দিন ও যেরূপে পার্লেমেণ্ট কর আদায় করিতে বলিবে, তত দিন ও সেই রূপে কর আদায় করিবেন, ইহার অধিক আর পারিবেন না।

প্রজাগণের বিশেষ ক্ষমতা আছে যে,যে বিষয়ে ইচ্ছা রাজার নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবে; এইরূপ আবেদন করিয়াছে বলিয়া কেহ প্রজাকে কোন কথা বলিতে পারিবেন না। এই রূপ আবেদনের জন্যে প্রজাকে কারারুদ্ধ বা তাহার তাড়না করিলে আইন বিরুদ্ধ কাজ করা যাইবে।

পার্লেমেণ্টের সম্মতি না হইলে, শান্তির সময়ে, রাজা স্বদেশে যুদ্ধ সময়ের মত সৈন্য রাখিতে পারিবেন না।

প্রজারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রতিনিধি স্বরূপে পার্লেমেণ্টে পাঠাইয়া দিবে; কেহই তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না।

পার্লেমেণ্টগৃহে বিচারের সময় কেহ কাহার কুৎসা করিলে অন্য বিচারালয়ে তাহার বিচার হইবে না।

বিচারপতি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যেরূপ ইচ্ছা জামিন চাহিতে পারিবেন না; কাহারও অপরিমিত জরিমানা করিতে পারিবেন না; এবং কাহাকেও যে রূপ ইচ্ছা নিষ্ঠুর দণ্ড দিতে পারিবেন না।

যেরূপ আইন সেই অনুসারে জুরিদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, এবং আইন অনুসারে তাহাদের বিদায় দিতে হইবে। রাজদ্রোহের জন্যে দণ্ড করিতে হইলে, পৈতৃক ভূস্বামী বা আয়মাদারদিগকে 'জুরি' হইতে হইবে।

কোন ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইবার পূর্ব্বে রাজা তাহার বিষয় কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, এবং প্রচলিত আইন সকলের যে যে অংশ পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, তাহার পরিবর্ত্তনের জন্যে রাজা পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিতে বিলম্ব করিতে পারিবেন না।

বিল্ অব্ রাইট্স্ অনুসারে প্রজারা এই এই এবং অন্যান্য অধিকার প্রাপ্ত হয়। মাগ্না-চার্টা, হেবিয়স্ করপস্ এবং বিল্ অব্ রাইট্স্ এই তিনটী ইংরেজদের স্বাধীনতার মূল স্বরূপ।

প্রজাগণের আরও কতকগুলি বহু মূল্য স্বত্ব আছে।

যে কোন ব্যক্তি যে ধর্ম্ম ইচ্ছা সেই ধর্ম্মই আশ্রয় করিতে পারিবে।

সম্বাদ পত্রপ্রচারকেরা আপন আপন সম্বাদ পত্রে সকল বিষয়ের কথাই উল্লেখ করিয়া তাহার দোষাদোষ বিবেচনা করিতে পারিবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কোন কথাই বলিতে পারিবেন না। কিন্তু সম্বাদ পত্র প্রচারকেরা কাহারও মিথ্যাপবাদ করিতে পারিবেন না। তাহা করিলে আইন অনুসারে মিথ্যাপবাদকের দণ্ড হইবে।

শিষ্য।—মহাশয় যাহা বলিলেন সমুদয় অবধান পূর্ব্বক শুনিয়াছি। কিন্তু আমার অনেক সংশয় উপস্থিত হইতেছে। বার বার মহাশয় পার্লেমেণ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পার্লেমেণ্ট কি? তাহা আমি কিছুই জানি না। মহাশয়ের কথা শুনিয়া বোধ হইল, পার্লেমেণ্টের অসাধারণ ক্ষমতা। পার্লেমেণ্টই যেন দেশের রাজা। প্রকৃত রাজার কথা কই কিছুই বলিলেন না। রাজার বিষয় ও পার্লেমেণ্টের বিষয় শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। শাসন-প্রণালীর কথাও কিছু বলেন নাই। এই সকল কথা বলিয়া আমার মানস পূর্ণ করুন।

গুরু।—ক্রমে ক্রমে সমুদয় বলিতেছি। ইংরেজদের শাসন-প্রণালী অতি চমৎকার। একথা মিথ্যা নয়, যে এখানে রাজারও ক্ষমতা নাই, প্রজারও ক্ষমতা নাই, রাজারও ক্ষমতা আছে, প্রজারও ক্ষমতা আছে। আপাততঃ এই দুই বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এ অতি যথার্থ কথা।

শিষ্য।—আর্য্য! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রাজ্যে রাজার ক্ষমতা নাই, সে আবার কি? রাজার রাজ্যে প্রজার ক্ষমতা আছে, তাই বা আবার কি? রাজাকে লইয়াই রাজ্য। তিনি পিতা স্বরূপ, প্রজাগণ তাঁহার পুত্রস্বরূপ। পিতার পুত্রের উপর সম্পূর্ণ অধিকার। পিতা সর্ব্বদাই পুত্রের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া থাকেন; পুত্রের তাহাতে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। পিতা যাহা বলি-বেন পুত্র তাহাই করিবে। পিতা যদি দুরন্ত হন, তাহা হইলেও পুত্রের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি যাহা বলিবেন তাহা অন্যায় হইলেও তাহাকে তাহাই করিতে হইবে; তাহা না করিলে পুত্রের

কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হয় না। মহাশয়! আমি শুনি-
য়াছি, পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতার মস্তক
ছেদন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা রাজাকে
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "মহতী দেবতা হ্যেষা
নররূপেণ তিষ্ঠতি" ; রাজা দেবতা, ইনি মনুষ্য
আকার ধারণ করিয়া মহীতলে অবস্থিতি করিতে-
ছেন। ইংরেজেরা সেই রাজার মান্য করে না
কোন দেশেই তো এই রূপ নাই। মুসলমান বাদ-
সাহের যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে পারিতেন।
তিনি মনে করিলে কাহাকেও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী
করিয়া দিতে পারিতেন, মনে করিলে কাহাকেও
বা দীন দরিদ্র করিতে পারিতেন। আমার সং
স্কার আছে, রাজাই দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।
তাঁহার রাজ্যে অন্য কাহারও অধিকার নাই।
কই, চিনের দেশেও তো এই রূপ নাই। হিন্দু
রাজাদের সময়ে তো ভারতবর্ষেও এরূপ ছিল
না। এক্ষণেও ভারতবর্ষে যে সকল স্বদেশীয়
রাজা আছেন, তাঁহাদের রাজ্যেও তো এই রূপ
নাই। ইংরেজদের দেশে এক নূতন ধারা দেখিতে
পাই। বোধ হয় উহাদের দেশ বড় অরাজক।

গুরু।—অত উতলা হইও না। আমি যাহা বলি, মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার ভ্রম দূর হইবে। আদ্যোপান্ত সমুদয় শুনিয়া যদি কিছু সংশয় থাকে বলিও, বুঝাইয়া দিব।

ইংলণ্ডে রাজা, প্রজা ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ একবাক্য হইয়া আইন প্রস্তুত করেন। এক-বাক্য না হইলে কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয় না।

রাজা ও পার্লেমেন্টের কথা এক এক করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহা হইলে ইংরেজদের শাসন-প্রণালী কি রূপ অদ্ভুত, তাহা বুঝিতে পারিবে।

ইংলণ্ড দেশে রাজপদ পুরুষানুক্রমিক, অর্থাৎ সিংহাসনস্থ রাজার মৃত্যু হইলে রাজার উত্তরাধি-কারিগণ তাঁহার সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজার পুত্র ও কন্যা দুই থাকিলে, কন্যা রাজ্য না পাইয়া পুত্র রাজ্য পাইবেন, এবং একাধিক পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসন অধিকার করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপত্যশূন্য হইয়া লোকা-ন্তর গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ, রাজ্য পাইবেন।

ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিতে ভগিনীরা রাজত্ব পাইবেন না। জ্যেষ্ঠ কন্যার কনিষ্ঠ অপেক্ষা সিংহাসনে অধিক স্বত্ব। সিংহাসনস্থ কোন রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার খুড়া, ভাইপো, ভাই, প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার পুত্র না থাকিলে, কন্যাই রাজত্ব পাইবেন। এক্ষণে মহারাণী বিক্টোরিয়া নামে এক জন স্ত্রী রাজত্ব করিতেছেন। ইনি ইহাঁর পিতৃব্যের সিংহাসন পাইয়াছেন। ইহাঁর পিতৃব্যের পুত্র কন্যা প্রভৃতি ইহাঁ অপেক্ষা অধিক স্বত্বযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন না। সেই নিমিত্তেই ইনি রাজত্ব পাইয়াছেন।

মহারাণী ও তাঁহার মন্ত্রিগিণ আইন অনুসারে কার্য্য হইল কিনা, তাহারই সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট নামে এক মহা সভা আছে, সেই খানেই সমুদয় আইন প্রস্তুত হয়। পার্লেমেণ্টের কথা পরে বলিতেছি, ইংলণ্ডে রাজার কি কি ক্ষমতা তাহা প্রথমে বলি।

তোমার বিদিত আছে, খ্রীষ্টানধর্ম্ম দুই প্রধান

সম্প্রদায়েবিভক্ত। রোমান্ কাথলিক্ ও প্রটেষ্টাণ্ট্। হিন্দুধর্ম্মের শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি যে রূপ সম্প্রদায় আছে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মেও সেই রূপ। ইংলণ্ডের রাজাকে প্রটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্মাবলম্বী হইতেই হইবে।

যদি রাজা অথবা মহারাণী, অথবা তাঁহাদের পরে যিনি রাজ্য পাইবেন, সেই যুবরাজ রাজকুমার, বা রাজকুমারী, রোমান্ কাথলিক্ ধর্ম্মাবলম্বী কাহাকেও বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই দিন অবধি তাঁহার সিংহাসনে স্বত্ব রহিত হইল।

সিংহাসনস্থ রাজার কতকগুলি বহুমূল্য স্বত্ব আছে। সিংহাসনস্থ রাজা বা মহারাণীর শরীর পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য; কেহই তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। যদি স্পষ্ট করিয়া লেখা না থাকে, তাহা হইলে পর্লেমেণ্টের কোন আইনই তাঁহাকে স্পর্শিবে না। তিনি যে কোন কার্য্য করিবেন, কাহারও নিকটে তাহার নিমিত্ত দায়ী হইবেন না। রাজ্যস্থ কোন বিচারালয়ই সিংহাসনস্থ রাজার বিচার করিয়া দণ্ড করিতে পারিবে না। তিনি সকল দণ্ডার্হ দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডমুক্ত ও ক্ষমা করিতে পারেন। তিনি সম্মানের আকর,

তিনি যাহাকে ইচ্ছা সম্ভ্রান্ত পদবী দিতে পারেন। তিনি গুণের পুরস্কারকর্ত্তা। তাঁহার অনুমতি না হইলে তাঁহার রাজ্যস্থ কোন প্রজা বিদেশস্থ রাজার দত্ত উপাধি বা পুরস্কার ধারণ করিতে পারে না। সেনাপতিত্ব প্রভৃতির সনন্দ তিনিই দান করিতে পারেন। পার্লেমেণ্ট সভার আহ্বান করা অথবা তাহার ভঙ্গ করা তাঁহারই ক্ষমতা। তিনি রাজ্যের উত্তমাঙ্গ স্বরূপ। তিনি সৈন্য সামন্তেরও কর্ত্তা, যুদ্ধতরী সকলেরও কর্ত্তা। তিনিই বিদেশস্থ রাজদূতদিগকে গ্রহণ করেন; ও স্বদেশস্থ দূতগণকে অন্য রাজ্যে প্রেরণ করেন। বিদেশস্থ রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করণে, তাহাদিগের সহিত সন্ধিবিধানে এবং স্বদেশে শান্তি দানে তাঁহারই ক্ষমতা! টাঁক্‌শাল স্থাপন করিয়া প্রজাগণের জন্যে টাকা প্রস্তুত করিবার অধিকার তাঁহারই আছে। পার্লেমেণ্টের দুই নিম্ন লিখিত সমাজে আইন বলিয়া যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি সম্মতি দান না করিলে তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু কোন বিষয় আইন বলিয়া নিবদ্ধ হইবে কি না, ইহার

বিচার যখন পার্লেমেণ্টে উপস্থিত হয়, তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহার পক্ষে যাহা কিছু বলিতে হয়, বলিয়া থাকেন।

এই গুলি এবং অন্য অন্য কতকগুলি বিষয়ে রাজার বিশেষ অধিকার আছে। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী অনুসারে, রাজা স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহার মন্ত্রিগণ সমুদয় রাজ-কার্য্য করেন। মন্ত্রিগণ রাজার রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যের দায়ী; পার্লেমেণ্টের নিকটে তাঁহাদিগকে তাহার জবাবদিহি করিতে হয়। রাজা মন্ত্রিগণের বিনা পরামর্শে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। পার্লেমেণ্ট বিপক্ষ হইলে মন্ত্রীরা এক পা চলিতে পারেন না। মন্ত্রিগণের স্বত্তা পার্লেমেণ্টের উপর নির্ভর করে। রাজা আপনার মন্ত্রিগণকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু পার্লেমেণ্টের নিম্ন লিখিত দ্বিতীয় সমাজের সহিত ঐক্য ও কৌশল না রাখিলে মন্ত্রীরা মন্ত্রিপদ রাখিতে পারেন না। কিন্তু রাজার যে যে বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাহাতে যদি পার্লেমেণ্ট বা মন্ত্রিগণ হস্তক্ষেপ করেন, তাহা

হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত ও উপস্থিত পার্লেমেণ্ট সভা ভঙ্গ করিয়া আর এক পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিতে পারেন। যদি রাজা ও রাজমন্ত্রিগণ দেশের মঙ্গলের উদ্দেশে কোন কার্য্য করিতে উদ্যত হন, এবং পার্লেমেণ্ট তাহাতে বিপক্ষতাচরণ করে, তাহা হইলে রাজা পার্লমেণ্টের উপস্থিত সভ্যদিগকে বিদায় দিয়া দেশস্থ লোক সকলকে আদেশ করিতে পারেন, যে তাহারা অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের প্রতিনিধি পদে বরণ করে। তাহাতেও পার্লেমেণ্টের এই প্রকার নূতন আহূত সভ্য সকল রাজার মনোনীত না হইলে তিনি অন্য পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিতে পারেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং কাহাকে পার্লেমেণ্টের সভ্য নিযুক্ত করিতে পারেন না। সুতরাং পার্লেমেণ্টে প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। যদি ভূপতি ও তাঁহার অমাত্যগণ তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করেন, তাহা হইলে তাহারা রাজ্যে টাকা আদি যাহা কিছু সরবরাহ করিতে হয় সমুদয় বন্ধ করিয়া দিয়া কুমন্ত্রীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারে। এইরূপে

রাজার ও প্রজাগণের মধ্য কেহই অন্যের স্বত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। সেই জন্যই ইংরেজেরা পৃথিবীর সমুদয় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন হইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহন করিতেছে; এবং এই জন্যই ইংরেজদের এত বীর্য্য, এত প্রতাপ, এত আদর এবং এত গৌরব।

রাজ্যে যে সকল কর আদায় হয় তাহা রাজ-ভাণ্ডারে জমা হয়, যে খানে যে খরচ হয় রাজা তাহা খরচ করেন। রাজা নিজখরচের জন্য ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পান।

দেশের রাজার নামে বিচারপতি প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরা নিযুক্ত হয়। মন্ত্রিগণ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত রাজার নিকটে অনুরোধ করিলে রাজা তাহাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করেন।

রাজার যে যে ক্ষমতা তাহা তোমাকে বলি-লাম। এক্ষণে রাজপরিবারের কথা কিছু বলিব।

রাজার সহধর্ম্মিণী অথবা মহারাণীর স্বামীর রাজ্যের শাসন বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই। অন্য অন্য লোক যে রূপ প্রজা, তিনিও সেই রূপ; অন্য অন্য লোক যেরূপ রাজকর্ম্মচারিপদে

নিযুক্ত হইতে পারে, তিনিও সেই রূপ রাজ-কর্ম্ম করিতে পারেন। কিন্তু সিংহাসনস্থ রাজার মহিষীর কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে।

ইংলণ্ড দেশে বিবাহিত সধবা স্ত্রীলোক কাহারও নামে নালিশ করিতে পারে না, এবং অন্য কেহও তাহার নামে নালিশ করিতে পারে না। কিন্তু অবিবাহিত কুমারীগণ আপনারা অন্যের নামে নালিশ করিতে পারে, এবং অন্য লোকেও তাহাদের নামে নালিশ করিতে পারে। রাজমহিষীর এই এক বিশেষ ক্ষমতা আছে, যে তিনি অবিবাহিত স্ত্রীর ন্যায় অন্যের নামে নালিশ করিতে পারেন, এবং অন্য লোকেও তাঁহার নামে নালিশ করিতে পারে। এই জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র উকীল আছে।

ইংলণ্ডে বিবাহিত সধবা স্ত্রী ভূমির দান ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে না। কিন্তু তিনি তাহা পারেন। তিনি আপনার বিষয়ের উইল করিতে পারেন, এবং তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে স্থাবর অস্থাবরাদি কোন বিষয় লেখা পড়া করিয়া লইতে পারেন; আর কোন বিবাহিত সধবা স্ত্রী তাহা

পারে না। রাজার ন্যায় তাঁহার শরীরও অলঙ্ঘ্য। তাঁহার পরিবারস্থ লোক স্বতন্ত্র এবং তাঁহার সমুদয় স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী আছে।

রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজার অব্যবহিত উত্তরাধিকারী যুবরাজ; তাঁহাকে "প্রিন্স অব্ ওয়েল্স" বলে। তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শরীরকেও কেহলঙ্ঘন করিতে পারে না। যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ "প্রিন্স অব্ ওয়েল্স" বলিয়া খ্যাত হন।

রাজার জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রধান রাজকুমারী; তাঁহার শরীরকেও কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। তাঁহার ভ্রাতাগণের ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের অবর্ত্তমানে তিনিই মহারাণী নামে খ্যাত হন।

রাজপরিবারের অন্য কাহারও কিছু বিশেষ ক্ষমতা নাই। রাজ্যের অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণ অপেক্ষা রাজার পুত্রগণের মান অধিক।

"রাজপরিবারের বিবাহ আইন" নামে যে এক আইন প্রচারিত হয় তাহার মর্ম্ম এই যে, রাজমোহর ও দস্তখৎ যুক্ত রাজার সম্মতিপত্র না

পাইলে রাজপরিবারের কেহই বিবাহ করিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাদের বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক, তাঁহারা যদি পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক নিবারিত না হন, তবে রাজা অথবা পার্লেমেণ্টর অনুমতি না লইয়াঁও বিবাহ করিতে পারিবেন। যদি পার্লেমেণ্টের অনভিমতে রাজপরিবারের কোন ব্যক্তি বিবাহ করেন, তাহা হইলে যাহারা সেই বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিবে, তাহাদের পর্য্যন্ত দণ্ড হইবে। যে সকল রাজ কন্যার বিদেশস্থ রাজ পরিবারে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের সন্তানগণের সহিত ঐ আইনের সম্পর্ক নাই।

শিষ্য।—রাজার কি কি বিশেষ ক্ষমতা তাহা শুনিলাম। কিন্তু রাজা আইন প্রস্তুত করিতে পারেন না। পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভায় আইন সমুদায় প্রস্তুত হয়; রাজা কেবল আইন অনুসারে কার্য্য হইল কি না তাহারই তত্ত্বাবধারণ করেন; এই সকল কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। রাজার অসাধারণ ক্ষমতা এই যে আমার সংস্কার ছিল, তাহার সমুদায়ই বিপরীত দেখিতে পাই। ইংলণ্ডে রাজা আবার স্বয়ং

কোন কার্য্য করিতে পারেন না; মন্ত্রিরাই সমুদয় রাজকার্য্য করে। তবে মন্ত্রিদিগকে রাজা না বলিয়া প্রকৃত রাজাকে রাজা বলিবার প্রয়োজন কি, ইহা বুঝা আমার বুদ্ধির অসাধ্য। সে যাহা হউক, অগ্রে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করি, পরে যাহা আমার বক্তব্য আছে বলিব। মহাশয়! এখন পার্লেমেণ্টের বিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভায় সমুদায় আইন প্রস্তুত হয়। পার্লেমেণ্ট দুই সমাজে বিভক্ত। সম্ভ্রান্ত-সমাজ ও প্রাকৃত-সমাজ। শেষোক্ত সমাজের কথা পরে বলিব, এখন সম্ভ্রান্ত-সমাজের কথা কিছু বলি।

স্মরণ করিয়া দেখ, আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ডের এখন আর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট নাই; স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভা এখন স্কট্‌লণ্ড, আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ড এই তিনের জন্যেই আইন প্রস্তুত করে।

সম্ভ্রান্ত-সমাজে ও প্রাকৃত-সমাজে এই তিন দেশের প্রতিনিধিগণ উপবেশন করেন। উক্ত দেশত্রয় সংযুক্ত হইবার পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডে ও স্কট্‌লণ্ডে এক্ এক স্বতন্ত্র পার্লেমেণ্ট ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাহাদের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীরা ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টে সম্ভ্রান্ত সভায় উপবেশন করে, এবং সামান্য লোকদিগের প্রতিনিধিগণ প্রাকৃত-সভায় উপবেশন করে।

তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কাহাকেও সম্ভ্রান্ত পদবী দিতে রাজারই ক্ষমতা; আর কাহারও নাই। তিনি মনে করিলে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্ভ্রান্ত করিতে পারেন। ইংলণ্ডে তিনি অসংখ্য সম্ভ্রান্ত সৃজন করিতে পারেন; স্কট্‌লণ্ডে ও আয়র্লণ্ডে কিন্তু সেরূপ নহে।

এস্থলে তোমার একটী ভ্রম সংশোধন করিয়া দি। ইংলণ্ডে যাহাদের টাকা আছে, তাহারাই সম্ভ্রান্ত নয়। রাজা যাহাকে সম্ভ্রান্ত করিবেন, তিনিই সম্ভ্রান্ত। আমাদের দেশেও যেমন টাকা থাকিলেই 'রাজা' পদবী পায় না, সেই রূপ ইংলণ্ডেও টাকা থাকিলেই সম্ভ্রান্ত হয় না।

পার্লেমেণ্টের সম্ভ্রান্ত-সমাজে ইংলণ্ডের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ, ও প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত যাজকগণ এবং স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রেরিত কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও যাজকগণ আসন গ্রহণ করেন। ৩০ জন সম্ভ্রান্ত যাজক এবং ৪০৭ জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী সমুদায়ে ৪৩৭ জন সম্ভ্রান্ত এই সভার সভ্য। ইংরাজীতে এ সমাজকে "হাউস্ অব্ লর্ডস্" বলে। এই সমাজের সভাপতিকে ইংরেজীতে,ইহার "স্পিকর্" কহে। "লর্ড চ্যান্সলর্" অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান মোহর রক্ষক ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজার প্রধান অমাত্য,এই সভার সভাপতি বা স্পিকর্। এই সমাজে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কোন বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া তাহার নিষ্পত্তি করেন।

কোন বিষয়ে সম্মতি বা অসম্মতি দান করিতে হইলে সম্ভ্রান্তগণ হয় স্বয়ং আসিয়া সম্মতি দেন; তাহা না হইলে আপন আপন সম্মতি বা অসম্মতি সূচক পত্র পাঠাইয়া দেন।

এই অবসরে তোমাকে সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ ঘটিত দুই চারিটী কথা বলিয়া দি।

সম্ভ্রান্তগণ যখন ইচ্ছা দেশের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন; এবং আপনার বক্তব্য বিষয় বলিতে পারেন। যে সকল আইন কেবল সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীদিগকে স্পর্শে, তাহার নিষ্পত্তি সম্ভ্রান্ত সভাতেই হয় আর কোথাও হয় না। সম্ভ্রান্তদিগের উপাধি ঘটিত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, রাজা সম্ভ্রান্ত-সমাজের সভ্যদিগকে তাহার নিষ্পত্তির ভার দেন। ঋণের জন্য কেহ সম্ভ্রান্তদিগকে কারাবদ্ধ করিতে পারে না। কোন এক জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী রাজদ্রোহ ও উৎকট অপরাধ প্রভৃতি কোন গর্হিত কর্ম্ম করিলে এই সমাজেই তাহার দণ্ড হয়। তাবৎ মকদ্দমার শেষ আপিল্ এই সম্ভ্রান্ত সমাজেই হয়।

সম্ভ্রান্ত-সমাজের কথা বলিলাম। এখন প্রাকৃত-সমাজের কথা বলি শুন। প্রাকৃত সমাজকে ইংরাজীতে "হাউস্ অব্ কমন্স্" বলে। এই সমাজে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও যাজক ভিন্ন অন্যান্য প্রজাগণের প্রতিনিধিরা উপবেশন করেন। প্রাকৃত সমাজই

রাজ্যের প্রধান অঙ্গ। এই সমাজের অসাধারণ ক্ষমতা। রাজস্ব ঘটিত যত কিছু আইন এই সমাজে প্রস্তুত হয়। প্রজাগণের উপর কর-নির্দ্ধারণ ইহারা না করিলে আর কেহই করিতে পারে না। যদি এই সভা রাজার মুখস্বরূপ মন্ত্রিগণের রাজকার্য্য ঘটিত আচরণে অসন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইহারা রাজ্যে টাকা আদি যাহা কিছু সর্‌বরাহ করিতে হয় সমুদয় বন্ধ করিয়া দিতে পারে। রাজা, রাজমন্ত্রিগণ, ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ সমুদয়কেই ইহাদের ভয় করিয়া চলিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রেরিত ৫০০, স্কট্‌লণ্ডের প্রেরিত ৫৩, এবং আয়র্লণ্ডের প্রেরিত ১০৫ সমুদয়ে ৬৫৮ জন প্রজাগণের প্রতিনিধি, এই সমাজের সভ্য। প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময় নির্দ্ধারিত আছে। সেই সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক কাউণ্টি বা শায়ের এবং গ্রাম বা নগর নিবাসী লোকেরা আপনাদিগের প্রতিনিধি বাছিয়া লয়। সকল প্রজারই কিন্তু প্রতিনিধি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা নাই। যাহাদের নির্দ্ধারিত স্থাবর অস্থাবরাদি বিষয় আছে, তাহা-

রাই প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে আপনা দের সম্মতি প্রকাশ করিতে পারে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রতিনিধি বাছিবার সময় মহা গোলযোগ হইত; এবং যে যে স্থানের প্রতিনিধি আবশ্যক, সে বিষয়েও অনেক গোল ছিল। ১৮৩২ সালে "রিফর্‌ম্‌ বিল্‌" অর্থাৎ সংস্কারপত্র নামে এক আইন প্রচারিত হইয়া অনেক গোল কমিয়া গিয়াছে।

আমি তোমাকে এই মাত্র বলিয়াছি যে, সকল লোক প্রতিনিধি বাছিয়া লইতে পারে না। যাহাদের বৎসরে অন্ততঃ ২০০ টাকা উপস্বত্বের পৈতৃক ভূমি আছে, তাহারা অন্য অন্য লোকদিগকে প্রতিনিধিত্বে বরণ করিতে পারে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌ এ নামক বিশেষ উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহাদের কিছু মাত্র বিষয় না থাকিলেও তাঁহারা বরণ করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন ও আরও কাহার কাহারও প্রতিনিধি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু উপরি উক্ত গুণ থাকিলেও নিম লিখিত ব্যক্তিগণ বরয়িতা (যাঁহারা প্রতিনিধি বাছিয়া লন) হইতে পারেন না।

যাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে কম, তিনি বরয়িতা হইতে পারেন না। যিনি মিথ্যা শপথ করেন, প্রমাণ হইয়াছে, যিনি বিদেশী, যিনি শুল্ক বা মাসুল আদি আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত আছেন, যিনি ডাকঘরেঁর অথবা পুলিশ সংক্রান্ত কর্ম্মচারী, যিনি সম্ভ্রান্ত ভূস্বামি পদস্থ, এবং যিনি ঘুশ লন প্রমাণ হইয়াছে, তাঁহারা বরয়িতা হইতে পারেন না।

সকল ব্যক্তিই প্রতিনিধি রূপে মনোনীত হইতে পারেন। কিন্তু নিম্ন লিখিত কয়েকটী দোষের মধ্যে একটী দোষ থাকিলেও কোন ব্যক্তিই প্রতি-নিধিত্বে মনোনীত হইতে পারে না। বিদেশী, পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক, যাজক বা পাদরী, উৎকট ফৌজদারি মকদ্দমায় অপরাধী, রাজবিরুদ্ধ আচরণকারী, ঘুশখোর, যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারি-গণের উপর প্রতিনিধিদিগকে পার্লেমেণ্টে পাঠা-ইয়া দিবার ভার আছে, যাহারা রাজস্ব আদায় করে, যাহারা রাজ সরকারে পেন্সন পায়, এবং যাহারা গবর্ণমেণ্টে রসদ যোগায়, এই সকল লোক প্রতিনিধি হইতে পারে না।

রাজা পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিবেন, স্থির হইলে "লর্ড চ্যান্সলর্" অর্থাৎ প্রধান রাজ মোহর রক্ষক ও প্রধান রাজকর্ম্মচারী, প্রতিনিধি সমাবেশ করিবার নিমিত্ত পরওয়ানা বাহির করেন। সেই পরওয়ানা পূর্ব্বোক্ত কাউণ্টির শরিফ অর্থাৎ কাউণ্টিস্থ প্রধান কর্ম্মচারীর নিকটে যায়, এবং শরিফ অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারিগণের নিকটে পাঠাইয়া দেন। শরিফ যেখানে কাউণ্টির প্রতিনিধিগণ মনোনীত হইবে সেই খানে গিয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। প্রতিনিধি মনোনীত হইবার সময়ে নির্দ্ধারিত স্থান হইতে সমুদয় সৈন্য বহিষ্কৃত হইবে। ঘুশ প্রভৃতি দিয়া প্রতিনিধি মনোনীত হইবার উপায় নাই। প্রতিনিধি মনোনীত হইলে শরিফ তাহাদিগকে পার্লেমেণ্টে পাঠাইয়া দেন।

সাত বৎসরের মধ্যে রাজা যদি পার্লেমেণ্ট মহাসভা ভঙ্গ না করেন, তাহা হইলে সভ্যেরা সাত বৎসর পর্য্যন্ত আপানাদের সভ্যপদ রাখিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা অধিক আর পারেন না।

কাহারা সম্ভ্রান্ত ও প্রাকৃত সভার সভ্য তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে কিরূপে আইন প্রস্তুত হয় তাহা বলি শুন।

তোমাকে বলিয়াছি সম্ভ্রান্ত সভায় এক জন সভাপতি আছেন। প্রাকৃত সভাতেও সেই রূপ সভাপতি আছেন। প্রাকৃত সভার সভ্যেরা আপনাদের মধ্যহইতে আপনাদের সভাপতি বাছিয়া লয়, এবং রাজা তাহাতে সম্মতি দেন। সম্ভ্রান্ত সভার সভাপতি, কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আপনার সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন; প্রাকৃত সভার সভাপতি তাহা পারেন না; কেবল যে সময়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং সভাস্থ সমুদয় লোক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনাদের সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করে, এবং দুই দলের লোক সমান হয়, সেই সময়েই কেবল তিনি আপনাকে সম্মতিদাতা বা অসম্মতি দাতা বলিতে পারেন।

প্রতি সমাজেই বিবেচ্য বিষয়ে সভ্যদিগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়; এবং সম্মতি দাতাদের অপেক্ষা অসম্মতি দাতাদের সঙ্খ্যা অধিক হইলে

সে বিষয়ের কথা আর উথাপিত হয় না। কিন্তু যদি অসম্মতি দাতাদের সঙ্খ্যা কম হয়, তাহা হইলে তাহা আইন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কোন আইন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহার পাণ্ডু-লেখ্য প্রস্তুত হয়। যদি প্রাকৃত সমাজের কোন সভ্য সেই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে প্রাকৃত সমাজে তাহা প্রথম বার সকলের সমক্ষে পঠীত হয়। যদি সম্ভ্রান্ত সভার কোন সভ্য সেই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে তাহা সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রথমবার পঠিত হয়। প্রথম বার পাঠ হইবার পর যদি অধিকাংশ লোক তাহাতে অসম্মতি দেন, তাহা হইলে আর তাহার কথা উথাপিত হয় না। তাহা না হইলে আবার দ্বিতীয় বার পঠিত হয়, সেবারও যদি তাহাতে অধিকাংশ লোকের সম্মতি হয়, তাহা হইলে এক কমিটী নিযুক্ত হয়, এবং তাহাতে সেই বিবেচ্য বিষয়ের আন্দোলন হয়। কমিটিস্থ অধিকাংশ লোক তাহাতে সম্মতি দিলে সর্ব্ব-সমক্ষে তাহা তৃতীয় বার পঠিত হয়। সে বার যদি অধিকাংশ লোকের তাহাতে মত হয়, তাহা হইলে সে সমাজে তাহা

আইন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরে তাহা অপর সমাজে প্রেরিত হয়। সেখানেও আবার ঐ রূপ সমুদয় হয়। তাহাতে সভার মত হইলে, ঐ পাণ্ডুলেখ্য রাজার সম্মতির নিমিত্ত প্রেরিত হয়। রাজা সম্মতি দান করিলে, তাহা আইন বলিয়া প্রচারিত হয়।

এক পার্লেমেণ্ট সাত বৎসরের ঊর্দ্ধ আর অধিক দিন থাকিতে পারে না। এরূপ মনে করিও না, যে এই সাত বৎসর কাল বরাবর পার্লেমেণ্ট সভাগৃহে অবস্থিতি করে। মধ্যে মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়। আবার কতক দিন পরে সেই পার্লে-মেণ্টের সভ্যেরা ভূপতিকর্ত্তৃক আহূত হইয়া একত্রে উপবেশন করেন।

তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে রাজা সম্ভ্রান্তদিগের সভায় আসন গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত পার্লেমেণ্টসভা ভঙ্গের এবং অন্য পার্লেমেণ্টসভ্যগণের একত্রীকরণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত আছে।

রাজ্যের এই তিন প্রধান অঙ্গ ; সম্ভ্রান্ত সভা, প্রাকৃত সভা ও রাজা। তোমার মনে দৃঢ় রূপে

অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, যে এই তিন একবাক্য না হইলে কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয় না।

শিষ্য।—আর্য্য! আমি আদ্যোপান্ত শুনিয়াছি; ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী যে কিরূপ চমৎকার তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি। রাজশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য প্রজার মঙ্গল। আইন প্রস্তুত করণের ভার এবং আইন অনুসারে কার্য্য হইল কি না, তাহার তত্ত্বাবধারণ, এই দুই ভার এক জনের উপর থাকিলে সেই উদ্দেশ্য সাধনের অনেক ব্যাঘাত সম্ভাবনা; কারণ যে ব্যক্তির উপর এই দুই ভার আছে, তিনি যদি অতি নিষ্ঠুর হন, তাহা হইলে তিনি নিষ্ঠুর আইন প্রস্তুত করিবেন, প্রজার মঙ্গলের উপর কিছু মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না, এবং তাহাদের ভাল হউক বা মন্দ হউক সেই সকল আইন অনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিবেন না; কিন্তু ইংলণ্ডে আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; প্রজারা অনুমতি না দিলে কোন আইনই প্রচারিত হয় না।

ফলে তিন প্রকার শাসন-প্রণালী সম্ভব। রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, এবং সম্ভ্রান্ততন্ত্র। রাজতন্ত্রে রাজা যথেষ্টাচার হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, কেহই তাঁহাকে বারণ করিতে পারে না। সাধারণতন্ত্রে প্রজাগণ একত্র হইয়া আপনাদের মঙ্গল বিধান করে; তাহাদের এক জন নির্দ্দিষ্ট প্রধান নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, এবং সম্ভ্রান্ততন্ত্রে সম্ভ্রান্তগণ একত্র হইয়া রাজ্যশাসন করেন। এই তিন শাসন প্রণালীতে অনেক দোষও আছে, অনেক গুণও আছে। উল্লিখিত প্রত্যেক তন্ত্রের লোকেরা কেবল আপনাদিগের পক্ষ টানিতে পারে, এবং অন্য সকলকে উৎসন্ন দিতে পারে। ইংলণ্ডে কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইংলণ্ডে তিনই আছে, তিনই নাই। এখানে উপরি উক্ত তিন শাসন-প্রণালীর যে সকল গুণ আছে, তাহা রক্ষিত হইয়াছে, এবং দোষ সকলের খণ্ডন হইয়াছে। কারণ তিনের ঐকমত্য না হইলে কোন কার্য্যেরই নিষ্পত্তি হয় না। আর ইংলণ্ডে রাজা যেমন হউন না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; তিনি যদি অতি বিচক্ষণ ও দয়ালু হন, তাহা

হইলে সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল, দুরাত্মা হইলে কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু তাঁহার কোন ক্ষমতাই নাই। সকল লোকেরই স্বভাবতঃ রাজাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে, ইংলণ্ডে তাহাও স্বচ্ছন্দে হইতে পারে। ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা নাই একথাও বলা যায় না, যেহেতু তিনি আইন সকলের রক্ষক; এ কিছু সামান্য ভার নয়। মহাশয়! ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী যে অতি অদ্ভুত ইহা আমার এত ক্ষণে উপলব্ধি হইয়াছে। মহাশয়! এক্ষণে আমার একটী কথার স্মরণ হইতেছে। রাজমন্ত্রিগণের যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার এই সংস্কার হইয়াছে, যে তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা। মন্ত্রী কয় জন আছেন? এক জন কি দুই জন?

গুরু।—মন্ত্রী এক জন নহে। মন্ত্রী অনেক; রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন অমাত্য নিযুক্ত আছেন। সকলেই আপন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন; অন্যের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। মন্ত্রিগণ যথাসাধ্য রাজার উপকার করিবেন এই শপথ করিয়া আপনাদের পদ গ্রহণ করেন।

রাজার "প্রিবি কৌন্সিল" নামে আপনার এক সভা আছে। রাজা যত ইচ্ছা তাহার মেম্বর বা সভ্য নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং যত দিন ইচ্ছা তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাজার রাজকার্য্য ঘটিত আচরণের জবাবদিহি মন্ত্রিগণ-কে পার্লেমেণ্টের নিকট করিতে হয়। ভারতবর্ষ প্রভৃতি ইংলণ্ডের যে সকল বিদেশস্থ অধিকার আছে তাহার আপীল এই কৌন্সিলে হয়। প্রিবি কৌন্সিলের সভ্যদিগের রাইট্ অনরেবল এই এক উপাধি আছে। এক্ষণে ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষের প্রধান কর্ম্মচারীরা এই কৌন্সিল ভুক্ত। মন্ত্রিগণ তিন বৎসর কাল রাজ দরবারে থাকিলে, তাঁহারা যত দিন জীবিত থাকিবেন তত দিন ২০,০০০ হাজার টাকা পেন্সন পাইবেন।

ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণের অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহা-দিগকে দেশের রাজা বলিলেই হয়। তাঁহারা বিশেষ উপযুক্ত ও কর্ম্মদক্ষ না হইলে কখন রাজকার্য্য করিতে পারেন না। ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণ অপেক্ষা বিচক্ষণ লোক পাওয়া অতি দুর্লভ। বড় বড় নীতিবিশারদ কার্য্যধুরন্ধরেরা মন্ত্রিপদ

পান। তাহাদের কি রূপ বিদ্যা বুদ্ধি তাহা পার্লেমেণ্টে প্রকাশ পায়। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পার্লেমেণ্টে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা টের পাওয়া যায়। মন্ত্রিগণ বিচক্ষণ লোক না হইলে এক দণ্ড রাজ্য চলে না।

শিষ্য।—মন্ত্রিগণের কথা শুনিলাম। প্রত্যেক কাউণ্টিতে আইন অনুসারে কি রূপে কার্য্য হয় তাহা শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু।—আইন অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক কাউণ্টিতে এক জন লেফ্‌টনেণ্ট, এক জন শরিফ এই দুই জন নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে লেফ্‌টনেণ্ট সাহেব যুদ্ধ বিষয়ক যাহা কিছু তাহারই তত্ত্বাবধারণ করেন। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আর আর রাজকর্ম্মচারীও নিযুক্ত আছে। প্রত্যেক কাউণ্টিবাসী লোকদের উপর, আইন অনুসারে আপন আপন শাসন করিবার ভার অর্পিত আছে। তাহারা আপনারা রাজকর্ম্মচারীদিগকে বাছিয়া লয়, এবং

তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত রাজার সম্মতি চাহিয়া পাঠায়।

ইংলণ্ডে এক সুন্দর আইন আছে, দরিদ্রগণ যাহাতে প্রতিপালিত হয় এরূপ এক উপায় করা আছে।

শিষ্য।—মহাশয়! ইংলণ্ডে কত টাকা কর আদায় হয়?

গুরু।—ইংলণ্ডে ৬৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। তাহার দুই তৃতীয়াংশ প্রায় সামগ্রীর মাসুল হইতে আদায় হয়। অবশিষ্ট টাকা ষ্ট্যাম্প, ডাকঘর, ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌স প্রভৃতি নানাবিধ ট্যাক্‌স হইতে উৎপন্ন হয়।

শিষ্য।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের যেরূপ ঋণ আছে ইংলণ্ডেও কি সেই রূপ আছে?

গুরু।—ইংলেণ্ডের যত ঋণ এত আর কোন দেশের নাই। ইংলণ্ডে ৮০০ কোটি টাকা ঋণ আছে। কিন্তু ইংরেজেরা উহার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। তাহারা বলে, যে এত ঋণ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের এত সমৃদ্ধি। আমাদের যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংগ্রাম

করিতে হইয়াছে, টাকা না ধার করিলে আমরা কোন মতেই সেই সকল সংগ্রাম চালাইতে পারিতাম না। অতএব আমাদের যে ঋণ আছে তাহা শত্রু নয়, তাহা মিত্র। ভারতবর্ষে যে রূপ গবর্ণমেণ্টের কাগজ আছে, যাহাকে সচরাচর কোম্পানীর কাগজ বলিয়া থাকে, সেই রূপ ইংলণ্ডেও কন্সল্ নামে কাগজ আছে।

শিষ্য।—আর্য্য! ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্টের কত টাকা খরচ হয়?

গুরু।—কত টাকা রাজার নিজ খরচের জন্য দিতে হয়, তাহা বলিয়াছি। ইংলণ্ডের যে ধার আছে তাহার সুদ প্রায় ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিতে হয়; ইহার অধিক হইবেক ন্যূন নয়। যুদ্ধ জাহাজ, স্থল সৈন্য, বারুদ, গোলা গুলী, বিদ্যালয়, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক টাকা ব্যয় হয়। বিচারালয়, পেন্সন, রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রভৃতি বিষয়ে কিছু অধিক টাকা ব্যয় হয় না।

শিষ্য।—ইংরেজদের স্বদেশ ও বিদেশ রক্ষার্থ কত সৈন্য আছে।

গুরু।—তোমার বিদিত আছে—আমার বলা পুনরুক্তিমাত্র—যে ইংরেজেরা যেমন বলবান্, সাহসী ও তেজস্বী, তেমনি পরিশ্রমদক্ষ অধ্যবসায় পূর্ণ, বুদ্ধিমান্, কার্য্যনিপুণ ও সংগ্রাম পণ্ডিত। ইহাদের যেরূপ সৈন্য, পৃথিবীতে অতি অল্প জাতির এরূপ সাহসী সৈন্য আছে। ইংলণ্ডের স্বদেশে ও বিদেশে ২ লক্ষ ২০ হাজার স্থলসৈন্য আছে, তাহাদের জন্যে ১১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইংলণ্ডে ৪৪৩ যুদ্ধ জাহাজ আছে, তাহাতে ৪৪ হাজার ৩৮০ জন জলসৈন্য কার্য্য করে, এবং এই সমুদয়ে ৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

বৎস! এই সব দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডের কত প্রতাপ ও কত ক্ষমতা তাহা বুঝিয়া রাখ।

শিষ্য।—আমাদের দেশাধিপতিদের দেশে কি রূপে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিলাম। আর্য্য! ইহাঁদের শাসন-প্রণালীগত অনুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, আমি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করিতেছি। মনের মালিন্য দূর হইতেছে, এবং চিত্তস্থিত কুসংস্কার সমূহ

মার্জিত হইতেছে। আমি এত দিন ইংরেজ-দিগকে উদ্ধত, চপলমতি, দুরাচার, নৃশংস, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য মনে করিতাম। ইহারা যে এত বুদ্ধি ধরে, ইহা আমি এক বার স্বপ্নেও মনে করি নাই। ভাবিতাম, ইহাদের স্বদেশে সৌরাজ্যের নাম মাত্র নাই। মনে হইত, ইহারা চিরন্তন নীতিমার্গের অনুসরণ করে না। ইহারা যে ভ্রান্তিক্রমেও যুক্তিদেবীর হস্তমোচন করে না, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিতাম না। সত্য বটে, আমি অনেকের নিকটে ইহাঁদের প্রশংসা বাদ শুনিয়াছিলাম। অনেকে বাষ্পপোতে, বাষ্পশকটে ও অন্যান্য বহুবিধ যন্ত্রে ইহাঁদের অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময় পরিপূর্ণ হইতেন, এবং আদর ও বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ইহাঁদের গুণানুবাদ করিতেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতাম না। তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভ্রমান্ধ জ্ঞান করিতাম। আমি মনে করিতাম যে, ইংরেজেরা ফরাসী প্রভৃতি সর্ব্বলোকমাননীয় ইয়ুরোপদেশস্থ অন্যান্য পরাক্রমশালী জাতিদের নিকট হইতে এই সকল

যন্ত্র ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে; এবং এই যন্ত্র সকল আপনাদের বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদিগকে কেবল প্রতারিত করিতেছে। কিন্তু মহাশয়ের প্রসাদে ইহাদের রাজ্যরচনা বীক্ষণ করিয়া আর সে জ্ঞান নাই। এখন মনে হইতেছে ইহাদের সকলি সম্ভব।

উঃ! ইহাঁদের তন্ত্রসংস্থা কি অদ্ভুত। বোধ হয়, বিশ্বরাজ্যের দুর্ব্বোধ নির্ম্মাণকৌশল, এবং সেই অপরিমেয় জ্ঞানরাশি জগদ্বিধাতার সৃষ্টি রচনা নিরীক্ষণ করিয়া ইহাঁরা আপনাদের রাজ্য রচনাতে তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বরাজ্যে যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই সামঞ্জস্য দেখিতে পাই; সকল পদার্থেরি স্বাতন্ত্র্য বিহিত হইয়াছে; কেহ কাহারও অধীন নহে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। আপাততঃ বিবেচনা করিলে কেহ কাহারও উপর নির্ভর করিতেছে না বোধ হয় বটে, কিন্তু সকল পদার্থেরি আবার পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ আছে। ইহার মধ্যে একটীকেও স্বস্থান ভ্রষ্ট কর, অমনি বিশ্বসংস্থা বিলোড়িত হইবে

এবং সমুদয় জগতী-পদার্থ বিধ্বংসিত হইবে। ইংরেজদের রাজ্যসংস্থিতিও সেই রূপ। রাজা, প্রকৃতিবর্গ, এবং সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ, ইহাদের কখন পরস্পারের সহিত পরস্পরের সজ্বট্টন হয় না; ইহারা পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ নহে, অথচ কেমন সুন্দর রূপে একতান হইয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলবিধান করে, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করে, এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতিদের চক্ষে ধূলিপ্রদান করিয়া আপনাদের মাহাত্ম্য বিস্তার করে। বিশ্বরাজ্যে মানুষ অবধি অতি কীটাণুকীট পর্য্যন্ত কেহই নিরাশ্রয় নহে। সর্ব্ব-নিয়ন্তা জগৎ-পাতা সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন, সকলের প্রতিই তাঁহার সমান অনুগ্রহ। ইংরেজ-দের রাজ্যেও সেইরূপ দেখিতে পাই। আপনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে ঐশ্বর্য্যশালী, মনোহরমূর্ত্তি, পূর্ণযৌবন, এবং দিগ্দিগন্তকীর্ত্তি সম্ভ্রান্তগণেরও যেরূপ স্বাতন্ত্র্য আছে; জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণকলেবর, জরাগ্রস্ত, গলিতযৌবন, এক জন দরিদ্রেরও সেইরূপ স্বাতন্ত্র্য আছে। কোন ব্যক্তিই অন্যের অধিকার গ্রহণ করিতে পারে না। এক জন ক্ষুদ্র

প্রাণী, ও এক জন অতুলসম্পত্তিশালী মহামান্য ব্যক্তি, দেশপ্রচলিত বিধি সকলের নিকটে ইহারা দুই জনেই সমান। বাঃ! ইংরেজেরাই যথার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ইহারাই যথার্থ সুখী, ইহারাই সার্থকজন্মা। আর্য্য! আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। মহাশয়ের অনুগ্রহে সমুদয় অন্ধকার দূর হইয়াছে; কেবল মহাশয়ের প্রসাদে আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে। আপনার নিকটে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি অতঃপর মহাশয়ের সাহায্য লইয়া ইহাদের শাসন-প্রণালী সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে জানিব, নানা পুস্তক পাঠ করিব, আমাদের দেশের অন্ধতমসাবৃত লোকদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিব, ইহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিব, এবং ইহাদের কিরূপ সমৃদ্ধি, কি রূপ পরাক্রম কিরূপ সাহস, ও কিরূপ জ্ঞান, তাহা বুঝাইয়া দিব। কিন্তু আর্য্য! আমাদের কথোপকথন এখনি শেষ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। রমণীয় বস্তুকে যত সতৃষ্ণ নয়নে দেখা যায়, তত আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়;

যত দেখা যায় কিছুতেই আর তৃপ্তি হয় না। আহ্লাদবিমোহিত হইয়া আমি যে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিলাম, মহাশয় তাহাতে ক্রোধ করিবেন না। আপনাকে আর আমি অধিক কষ্ট দিব না। আর একটী মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিব। পার্লে-মেণ্টে কিরূপে আইন সমুদয় প্রস্তুত হয়, তাহা শুনিয়াছি। কিন্তু কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডে সুবিচার দান করা হয়, তাহার কিছুই বলেন নাই। যদি আমার ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইয়া না থাকেন, যদি কষ্ট না হয়, তবে আমার এই কৌতূহলটী শান্তি করিয়া কৃতার্থ করুন। আমি আপনার কৃত উপকার কোন কালেই বিস্মৃত হইব না। আপনি আমাকে এক নূতন চক্ষু দিয়াছেন।

গুরু।—বৎস! আমি তোমার বাক্য শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার যে ইংরেজ-দের রাজ্যরচনাগত নৈপুণ্য বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে। তোমার বালকতাসুলভ হর্ষ দেখিয়া আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। সন্তুষ্ট চিত্তে তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার

উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। সহস্র সহস্র অগাধবুদ্ধি, ব্যবহারশাস্ত্রবিশারদ, পণ্ডিতেরা দুরবগাহ অর্থশাস্ত্রের স্বয়ং অর্থ-সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত, ও অন্যান্য লোকদিগকে তাহার অর্থ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত, আপনাদের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। যদি ইংলণ্ড-দেশের শাসন-প্রণালী জানিতে এইরূপ ঔৎসুক্য থাকে, তাহা হইলে আর এক দিন সেই বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। এখন কেবল কোন্ কোন্ স্থানে বিচার বিতরণ হয়, এবং সেই সেই স্থান কি কি নামে পরিচিত, এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

পার্লেমেণ্ট যাহাকে আইন বলিয়া নিবদ্ধ করিলেন, তাহাই দেশের প্রচলিত আইন। সেই অনুসারে সমুদয় ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয়। সেই সমুদয় আইন, দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। দেওয়ানী আইন, এবং ফৌজদারী আইন; দেওয়ানী আইন সকল, স্থাবর অস্থাবরাদি রিক্থ এবং

টাকা কড়ি প্রভৃতির মকদ্দমায় হস্ত ক্ষেপ করে। ফৌজদারী আইন সমূহ, মার পিট প্রভৃতি অপরাধ এবং অন্যান্য উৎকট অপরাধের তত্ত্বাবধারণ করে। দেওয়ানী মকদ্দমায় দুই অথবা বহু সঙ্খ্যক প্রজা, বাদী প্রতিবাদী রূপে বিচারালয় সমূহের বিচারপতিদের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। ফৌজদারী মকদ্দমায় কিন্তু সেরূপ নহে। শেষোক্ত ব্যবহার সকলে সিংহাসনস্থ রাজা এক পক্ষ, এবং অপরাধী ব্যক্তিগণ অন্য পক্ষ। পাছে কোন অন্যায় হয়, এই আশঙ্কায় দেশস্থ রাজাই সেই মকদ্দমা সকলের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজা স্বহস্তে সেই মকদ্দমা সমূহের ভার লন বলিয়া, তুমি ইহা মনে করিয়া রাখিও না, যে রাজা ধর্ম্মাধিকরণে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মকদ্দমা করেন। উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত উত্তম উত্তম বিধিবিৎ পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা রাজার হইয়া বিচারপতিদের নিকটে বিচার প্রার্থনা করেন, এবং ঐ মকদ্দমা সংক্রান্ত যে যে কার্য্য করিতে হয়, তাহাও করিয়া থাকেন।

যে স্থানে পার্লেমেণ্ট-নির্দ্ধারিত আইন অনু-

সারে ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয়, তাহাকেই ধর্ম্মাধিকরণ বা বিচারগৃহ বলে। যাঁহারা সেই সব বিচার করেন, তাঁহাদিগকে বিচারপতি বা প্রাড্‌বিবাক কহে। দেশস্থ রাজাই এই সকল বিচারালয়ের কর্ত্তা; পার্লেমেণ্ট এই ধর্ম্মাধিকরণ সমুদয়ের কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিতে পারে না।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা সমুদায়ের বিচারের নিমিত্ত বিচারগৃহ সকল নির্দ্ধারিত আছে, এবং ঐ সকল বিচারালয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিচারপতি নিযুক্ত আছেন। যত দিন বাঁচিবেন, তত দিন তাঁহারা আপনাদের পাড়্‌বিবাক পদ রাখিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যদি কোন অন্যায় আচরণ করেন, তাহা হইলে পার্লেমেণ্টের দুই সমাজ রাজার নিকটে আবেদন করিলে, এবং তাঁহাদের সেই দোষ সপ্রমাণ হইলে তাঁহারা পদচ্যুত হইতে পারেন। ইহা ব্যতীত আর কেহই তাঁহাদিগকে পদভ্রষ্ট করিতে পারে না।

বৎসরে দুইবার, শরৎকালে এবং বসন্ত কালে, উল্লিখিত বিচারপতিগণ নির্দ্ধারিত বিচারগৃহ

সকল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে সুবিচার বিতরণ করিবার নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

দেওয়ানী মকদ্দমা সকলে বাদী ও প্রতিবাদিগণ যদি ইচ্ছা হয় স্বয়ং আসিয়া মকদ্দমার সমুদয় কার্য্য করিতে পারেন; নতুবা উকীল ও কৌন্সিলি দ্বারা মকদ্দমা ঘটিত যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা করেন। কিন্তু উকীল ও কৌন্সিলি দ্বারা সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করাই রীতি।

কেবল বিচারপতিরাই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন না। তাঁহাকে কতকগুলি উদাসীন মধ্যস্থ ব্যক্তির সাহায্য লইতে হয়। তাঁহাদিগকে 'জুরি' বলে।

মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে, বিচারপতিরা যে আজ্ঞা প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করাইবার ভার, সরিফ্ বা দণ্ডনায়কের উপর অর্পিত আছে।

দেওয়ানী আইন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিলে; এখন ফৌজদারি আইন সম্বন্ধি দুই এক কথা বলিয়া বিরত হইব।

ফৌজদারি আইন সম্বন্ধি কোন বিষয় শুনিবার পূর্ব্বে, ফৌজদারি আইন সকল কিরূপ বিষয়ের ভার গ্রহণ করে, তাহা জানা আবশ্যক। উল্লিখিত আইন সমুদয় অপরাধ সমূহের দণ্ডবিধান করে। কিন্তু অপরাধ কাহাকে বলে, তাহারও তত্ত্বাবধারণ করা উচিত। প্রচলিত আইন সমূহের প্রতিকূলে যে কোন কার্য্য বিহিত হয়, তাহাই "অপরাধ" পদবাচ্য।

অপরাধ সকল অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। এখন সে সকল উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

অপরাধি ব্যক্তির দণ্ডবিধানের নিমিত্ত যাহা কিছু ব্যয়ের আবশ্যক, সে সকল রাজভাণ্ডার হইতে খরচ হয়।

"আমি আইন জানি নাই বলিয়া, এই দোষ করিয়াছি; এই কর্ম্ম করিলে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করা হইবে, ইহা জানিয়া আমি এ দোষের কর্ম্ম করি নাই" এই বলিয়া বিহিত অপরাধের নিরূপিত দণ্ড হইতে কেহ মুক্তি পায় না। সকলকেই প্রচলিত আইন জানিতেই হইবে; না জানিয়া দোষ করিলেও সমুচিত দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

কিন্তু সাত বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন শিশু বিধি-বিহিত কোন অপরাধ করিলে তাহার সে অপরাধ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না; এবং চতুর্দ্দশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক যদি কোন বালক কোন অপরাধ করে, এবং তাহার তখন পর্য্যন্তও ন্যায় অন্যায়ের বিচারশক্তি জন্মে নাই বলিয়া প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাহারও অব্যাজে দণ্ডমুক্তি হইবে। নির্ব্বুদ্ধি, জড়বুদ্ধি, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং পরাধীন, প্রভুকর্ত্তৃক অপরাধ-প্রেরিত ব্যক্তিগণ কোন অপরাধ করিলে, তাহারা আইন অনুসারে দোষী নহে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি সুরাপান করিয়া হতজ্ঞান হয়, এবং সেই অবস্থায় কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সঙ্ক্ষেপে যাহা কিছু বলা যায়, তাহা বলিলাম।

বৎস! এই খানেই আজি আমাদের কথোপ-কথন শেষ করা যাউক।

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

দ্বিতীয় ভাগ।

বিধান-সংহিতা।

শিষ্য।—আর্য্য! আপনি বলিয়াছিলেন যে অবকাশ পাইলে ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীর অন্তর্ভূত বিধান-সংহিতার সার ভাগ আমাকে বুঝাইয়া দিবেন। ইংলণ্ড দেশে কি কি আইন প্রচলিত, এবং সেই সেই আইনের মর্ম্ম কিরূপ, তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন, বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে জন্যে মহাশয়ের আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী শুনিবার সময়ে আমি মহাশয়কে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছি। সেই জন্যে আমি আপনকার নিকটে অতিশয় লজ্জিত আছি।

আমারও আর তাদৃশ ঔৎসুক্য নাই। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীর বিষয় শুনিতে শুনিতে আমি যেরূপ আহ্লাদে বিমোহিত হইয়াছিলাম এখন আর সেরূপ নাই। সেরূপ আকাঙ্ক্ষা ও সেরূপ আগ্রহ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে আর আমার ইচ্ছা হইতেছে না। আমি মহাশয়ের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবধি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলাম। এত দিন আমি বিজ্ঞানশাস্ত্রের শাখা প্রশাখায় সঞ্চরণ করিতে করিতে অপরিমেয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি। কোন দিন নিশীথসময়ে জগৎ কৌমুদীবিকসিতা হইলে, নভোমণ্ডল নক্ষত্ররাজিবিভূষিত হইলে, জগতীস্থ চেতন পদার্থমাত্রে সুষুপ্ত ও নিঃশব্দ হইলে, এবং বসুন্ধরা এক অনির্ব্বচনীয় রমণীয় শোভা ধারণ করিলে, আমি একাকী দূরবীক্ষণ হস্তে, কোন উচ্চস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্মণ্ডলী পরিবৃত গগনমণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম; নিশানাথ কিরূপে আপন কক্ষায় মৃদুমন্দ গমনে পরিভ্রমণ করিতে-

ছিলেন, তাহা পরিবীক্ষণ করিয়াছিলাম; জগদী-শ্বরের অপরিমেয় সৃষ্টিকৌশল নিরীক্ষণ করিয়া, যার পর নাই হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; এবং ধরাতলস্থ সমুদয় পদার্থকে অসার ভাবিয়া, সেই জগৎ কর্ত্তার গুণগান করিতে করিতে দিব্যসুখে অবগাহন করিয়া ছিলাম। কোন দিন অণুবী-ক্ষণের অদ্ভুত স্বচ্ছ মুকুর মধ্য দিয়া এক বিন্দু জলকণে এক নূতন পৃথিবী আবিষ্কৃত করিয়াছি; সহস্র সহস্র জন্তুগণকে তাহার ভিতরে প্রফুল্ল-মানসে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া বিস্ময় পরিপূর্ণ হইয়াছি; এবং কোন দিন বা হরিতশাদ্বলে, প্রস্ফুটিত চম্পক কুসুমে, ও নরদেহস্থ শোণিত-চক্রে চিত্ত সমাধান করিয়া, বিচিত্র নিগূঢ়তত্ত্ব সমূহের উপলব্ধি করিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত-হৃদয়ে ভক্তিরসে কণ্টকিত হইয়াছি। আর্য্য! বলিতে কি, কোন লৌকিক বিষয়ে আমার আর আস্থা নাই। আমি আর অজ্ঞানান্ধ তুচ্ছ বৃত্তিপরবশ লোকদিগের সহিত সহবাস করিব না। আমি সঙ্কল্প করিয়াছি যে, কোন এক নিভৃত স্থানে এক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কেবল জগদী-

শ্বরের আরাধনা করিব, বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা জনিত সুখ সম্ভোগে কালযাপন করিব, এবং পলিতকেশ পরিণতবুদ্ধি সাধুজন নির্দ্ধারিত তত্ত্ব সমূহের পর্য্যালোচনে দিনযামিনী অতিবাহন করিব। আমি বুঝিতে পারি না, কেন লোকে এরূপ দিব্য সুখে বিমুখ হইয়া অকিঞ্চিৎকর কর্ম্ম-সমূহে লিপ্ত থাকে, এবং জলবুদ্বুদ সদৃশ ইহ-লোকসংক্রান্ত সমৃদ্ধিতে আত্মসমর্পণ করিয়া, অসার সংসারে নিগড়বদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে প্রতারিত করে। সকলে কেন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা না করে। ইহাতে যত সুখ, বোধ হয় আর কিছুতেই সেরূপ নাই। মহাশয়! এরূপ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া আমি আত্মাকে আর প্রবঞ্চিত করিব না।

নিরর্থক ব্যবহার শাস্ত্রের আলোচনায় ফলই বা কি? ইহাতে পরমার্থ বৃদ্ধি হইবে না। ইহার চর্চ্চা করিলে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা হইবে না; এবং সমুদয় বিধান কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলেও দেশের বিন্দুমাত্র উপকারও সমাহিত হইবে না।

মানুষিক বিধিসমূহের সহিত নৈসর্গিক বিধি সমুদয়ের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ঐহিক এবং পারত্রিক কার্য্য সমুদয় যেরূপ পরস্পর ভিন্ন; ঐশিক নৈসর্গিক বিধি এবং মানুষিক কৃত্রিম বিধি সমুদয় সেইরূপ দুই বিভিন্ন পদার্থ। তবে, যে ব্যক্তি ঐহিক বিষয়ে লিপ্ত হইতে চাহে না, যাহার কেবল পরমার্থ চিন্তায় কালহরণ করিবার ইচ্ছা, তাহার, মানুষ কপোলকল্পিত নীরস নিয়মাবলিতে মন অর্পণ করিবার আবশ্যকতা কি? মকদ্দমা মামলা যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নয়, তাহাদের ওসব বিষয় জানিবার প্রয়োজন কি? ব্যবহারাজীব ব্যক্তিগণ ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করুক, যে তাহাদের উপকার হইবে। আমরা কেন এরূপ তুচ্ছ কাজে সময়ক্ষেপ করিব। ততক্ষণ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের দুই চারি টা কথার আন্দোলন করিলে, অনেক উপকারে আসিবে। আর যদিও স্বদেশের আইন সকলের স্থূলার্থ অবগত থাকিলে কথঞ্চিৎ উপকার হয়, ইংলণ্ডের বিধি সমূহের মর্ম্মগ্রহ করিলে লাভ কি, বুঝিতে পারিতেছি না; কারণ ইংরেজদের

বিধিব্যূহের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। কিন্তু আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ইহা স্বীকার করিতেছি, যে মহাশয় সে দিন যে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অনেক উপকার হইয়াছে। তাহাতে আমার অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইয়াছে, অনেক জ্ঞানশিক্ষা পাইয়াছি। আমি যতবার ইংরেজ মহাপুরুষদের রাজ্যরচনা বিষয়ে চিন্তা করি, ততবারই তাঁহাদের গুণানুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি মহাশয়ের মুখ হইতে উঁহাদের শাসন-প্রণালীর বিষয় শুনিয়া অবধি কত লোকের মূর্খতানিবন্ধন কুসংস্কার সকলের উচ্ছেদ করিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে,ওসব বিষয় সকলেরই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে জানা উচিত। আমি কোন কালেই ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায় হতাদর হইব না। কিন্তু ব্যবহার শাস্ত্রের গূঢ় কথা সকল শুনিতে আমার ইচ্ছা নাই।

গুরু।—বৎস! তোমার কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। কে তোমার মনে এরূপ কুসংস্কার সমূহ নিবিষ্ট করিয়া দিল? তোমার

সেরূপ আগ্রহ কোথায় গেল? তুমি সকল জানিয়া শুনিয়াও অবোধের মত কথা বলিলে কেন? কে তোমাকে বলিল, মানুষ বিধি সমূহ জানিলে কিছুমাত্র ফল নাই? তুমি কাহার নিকট শুনিলে যে নৈসর্গিক বিধি সমুদয় এবং মানুষিক বিধি পরস্পরা দুই বিভিন্ন পদার্থ? কে তোমাকে শিখাইয়া দিল, যে মানুষবিধান সমুদয়, নীরস এবং নিরর্থক? তুমি কিরূপে জানিলে যে ইংলণ্ডের আইন সকলের সহিত ভারতবর্ষের বিধিব্যূহের কোন সম্পর্ক নাই? তুমি কেন এরূপ অপ্রামাণিক কথা সকলকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছ? যত শীঘ্র পার তাহাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত কর।

আমি অবশ্যই স্বীকার করি, জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভূত হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে তুমি অনন্যব্যাসক্ত হইয়া ওরূপ মনোভিনিবেশ করিয়াছ, তাহাতে আমি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট নাই। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথ্বীকর্ত্তার স্বরচিত পদার্থ সকলের পর্য্যবেক্ষণ করা, জীবনের এক

সার কর্ম্ম, তাহার আর কোন সংশয় নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতিসাধন হইয়াছে, তাহা না হইলে কোনরূপে পৃথিবীর এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইত না; সকল লোক অন্ধতমসাবৃত থাকিত, এবং তাহা হইলে সমৃদ্ধ নগর এবং প্রেতনিবাস শ্মশান ভূমি এ সকল বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বিধানশাস্ত্রও বিজ্ঞানশাস্ত্রের এক প্রধান শাখা। বিধানশাস্ত্রের তত্ত্ব সমুদয় সমুচিত আন্দোলিত না হইলেও, ঐরূপ অনর্থের আশঙ্কা ছিল। বৎস! ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, বিধানসংহিতা না থাকিলে ভূতধাত্রীর কিছুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি হইত না। বর্ব্বর জাতি এবং সভ্য জাতি এ দুয়ের কিছুমাত্র ভেদ হইত না। মানুষবিধিব্যূহ না থাকিলে সমাজবন্ধন হইত না। সমাজবন্ধন না হইলে পরস্পরসাপেক্ষ প্রতিক্ষণ প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য সামগ্রীরও অসদ্ভাব হইত। সকলকেই আপন আপন উদর পূরণের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতে হইত; কাহারও অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সময় থাকিত না। কোথায় বা পদার্থবিদ্যা থাকিত, এবং

কোথায় বা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র থাকিত। ইহার ফলে, বিধানশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই এরূপ উচ্চপদবীতে আরূঢ় হইয়াছে। বিধান-শাস্ত্র কি? তাহা অবগত না থাকাতেই তোমার ঐ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। বিধানশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহ করিলে তুমি ঐ সকল কথা কখন মুখে আনিতে না, এবং ব্যবহার-সংহিতা নিরর্থক বলিয়া তোমার যে প্রতীতি হইয়াছে, তাহা এক ক্ষণের নিমিত্ত তোমার মনে আবির্ভূত হইত না।

নৈসর্গিক স্বত্বরক্ষা করাই বিধান সমূহের উদ্দেশ্য।

জগদীশ্বর যেমনি মানুষের সৃষ্টি করিলেন, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিরঙ্কুশ-ইচ্ছা এবং তত্ত্বনির্ণয়শক্তি প্রদান করিলেন; এবং পৃথিবীতে আসিয়া তাহারা যাহাতে আপনাদের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে, এরূপ কতকগুলি নিয়মও নিরূপিত করিয়া দিলেন। যথা—সকলে সৎপথে চলিবে; কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবে না; এবং যাহার যে কর্ত্তব্য, সে তাহা প্রতিপালন করিবে। এই তিনটী সনাতন ঐশিক নিয়মই মানুষ-

বিধান সকলের অধিষ্ঠান ভূত। কিন্তু এই সকল নিয়ম উদ্ভাবিত করা কিছু সহজ কথা নয়। মনোবৃত্তি সকল সম্মার্জ্জিত না হইলে তাহাদের উদ্ভাবনের আর অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু মানুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াই কিছু মনোবৃত্তি সকলের সম্মার্জ্জন করিতে পারে না। সুতরাং পৃথিবীর প্রথমে মানুষেরা ঐ চিরন্তন নিয়ম সকলের উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, এবং তন্নিবন্ধন নৈসর্গিক স্বত্ব সকলের রক্ষা সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। সকলেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বিধেয় হইয়া কার্য্য করিত। ইচ্ছা হইলেই অন্যের প্রাণসংহার করিত; ইচ্ছা হইলেই অন্যাহৃত ভক্ষ্য দ্রব্যের অপহরণ করিত, এবং ইচ্ছা হইলেই অন্যের বাসস্থান ভূমিখণ্ড অধিকৃত করিয়া লইত। এইরূপে কোন ব্যক্তিই নিরুপদ্রবে নৈসর্গিক স্বত্ব সকলের সম্ভোগ করিতে পারিত না। কালসহকারে মানুষগণ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং স্ব স্ব স্বত্ব রক্ষা করিবার মানসে আপনাদের মধ্য হইতেই এক কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিল; এবং তাঁহার সহিত এই নিয়ম সংস্থাপিত

করিল, যে তিনি তাহাদের মঙ্গলের উদ্দেশে বিধান প্রস্তুত করিবেন, এবং তাহারা তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিবে। বৎস! এই সমাজবন্ধনের মূল।

কর্ত্তৃপক্ষেরা এইরূপ ভার পাইয়া ক্রমে ক্রমে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নিয়মসমূহ উদ্ভাবিত করিয়া, সেই অনুসারে বিধান সমূহ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, নৈসর্গিক স্বত্ব-রক্ষা করাই বিধান সমূহের উদ্দেশ্য কি না, এবং বিধান সকল নিরর্থক কি না, এবং নৈসর্গিক বিধানই তাহার মূলীভূত কি না?

বৎস! পাপমতি দুরাচার মানুষবর্গের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া এক বিজন স্থানে বাস করিবে এরূপ কথা বলিলে কেন? তুমি কি জান না, যে মানুষ স্বভাবতঃ অতিশয় সমাজপ্রিয়? তুমি কি জান না, যে সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন করা, জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম? তুমি কি জান না যে পরিবারের মঙ্গলসাধন, সমাজোন্নতি ও দেশোন্নতিই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য? তুমি কি বুঝিতে পারি-

তেছ না, যে নির্জ্জনে থাকিয়া কোন রূপে সে সকল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নাই? ইহাও বোধ হয় তোমার উপলব্ধি হইয়াছে, যে বিধান সমূহই মনুষ্যসমাজকে নিয়মবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এবং বিধান সমূহই মনুষ্য সমাজের ঐরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং বিধানসমূহ সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে কোন মতে উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নাই। এই কথা-গুলি বুঝিয়া দেখ, তাহা হইলেই বিধিশাস্ত্রের চর্চ্চা করিলে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা হয় না এই যে তোমার কুসংস্কার আছে, তাহা একবারে অন্তর্হিত হইবে।

এ কথা সত্য বটে, যে বিধিশাস্ত্র প্রথমে বড় নীরস। কোন্ শাস্ত্র প্রথমে নীরস নয়? সকল শাস্ত্রেরই প্রবেশদ্বার দুর্গম এবং বিঘ্ন-পূর্ণ। একবার দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে পারি-লেই ভিতরে প্রশস্ত অট্টালিকা লক্ষিত হইবে। তখন দেখিতে পাইবে, যে সেই অভ্রংলিহ প্রাসাদটী মনোহর উদ্যানসুশোভিত; সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহবীজিত; সুস্নিগ্ধ রমণীয় প্রস্রবণ-

ভূষিত, এবং হৃদয়গ্রাহী অন্যান্য পদার্থ সমূহে অলংকৃত। সকল শাস্ত্রেরই বর্ণমালা শিখিতে কষ্ট হয়। এক বার তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে সকল কষ্ট অন্তর্হিত হইবে, এবং হৃদয় অমৃতহ্রদে অবগাহন করিবে। বোধ হয় আমি যে সকল কথা বলিয়াছি তাহাতেই তোমার উপলব্ধি হইয়াছে যে, কি ধনবান্ কি দরিদ্র কি মধ্যাবস্থ কি ব্যবসায়ী লোক সকলেরই বিধিশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করা উচিত। বৎস্য! ইহাও তোমার জানা আবশ্যক যে, এখন ইংলণ্ডস্থ অনেক আইন, ভারতবর্ষস্থ আইন সকলের অধিষ্ঠানভূত। কেবল দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কিছু কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে এই মাত্র।

শিষ্য।—আর্য্য! বিধানসমূহের আপনি যে রূপ প্রশংসা করিলেন, তাহাতে আমি সংশয় করি না, ইহা এক অদ্ভুত পদার্থ। মহাশয়ের কথানুসারে আমি দিনকত পদার্থবিদ্যার আলোচনায় বিরত হইব। অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিধিশাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর হইব। ইহাতেও যদি আমার ব্যবহার শাস্ত্রের উপযোগিতা স্পষ্ট প্রতীত না

হয়, তাহা হইলে আর কোন কালেও তাহার নাম করিব না। বিধানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহা শুনিয়াছি। এখন কি উপায় অবলম্বন করিয়া সেই উদ্দেশ্যের সাধন হয়, এবং 'বিধান কাহাকে বলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তি-দিগকে যে আদেশ করেন, তাহার নামই বিধি। বিধি দুই প্রকার। ঐশিক বিধি, এবং মানুষিক বিধি। ঐশিক বিধিসমূহ, ঈশ্বরের উদ্দেশে, আত্মরক্ষার নিমিত্তে, এবং প্রতিবেশিগণের সহিত, কিরূপে ব্যবহার করা উচিত, তাহারই অবধারণ করিয়া দেয়। মানুষিক বিধিজাত, আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ আচরণ করা আবশ্যক তাহারই নির্দ্দেশ করে। সুতরাং মানুষিক বিধান সমুদায়, ঐশিক বিধি সকলের কেবল এক অংশের উপর নির্ভর করে। আমরা পরের অনিষ্ট না করিয়া, যে কোন পাপকর্ম্ম করি না, মানুষিক বিধান সকল, তাহাতে কোন কথাই বলিবে না। কিন্তু যাহাতে পরের অপকার হয়,

এরূপ কোন কার্য্য করিবামাত্র মানুষবিধানপরম্পরা অমনি হস্তক্ষেপ করিবে, যাহাতে তাহার প্রতীকার হয়, এবং পুনর্ব্বার সেই কর্ম্ম যাহাতে বিহিত না হয়, এরূপ চেষ্টা করিবে।

মানুষবিধিপরম্পরা আবার দুই প্রধানভাগে বিভক্ত। জাতিব্যূহবিধান, এবং দেশবিধান। মানুষসকল সমাজস্থ হইয়া বাস করে, ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বটে। কিন্তু সকল মানুষই কিছু এক গ্রামে, এক নগরে, বা এক দেশে বাস করিতে পারে না। সুতরাং মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের সহিত পরস্পরের সৌহার্দ্দ রাখা আবশ্যক; অথবা পরস্পরের মধ্যে কোন এক নিয়ম সংস্থাপিত করা আবশ্যক; তাহা না করিলে, কোন মতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি চলে না। এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকেরা আপনাদের মধ্যে যে নিয়ম স্থাপিত করিয়াছে, তাহারই নাম জাতিব্যূহবিধান।

ঐশিক বিধি সমূহ এবং জাতিব্যূহবিধি সমুদয়,

আমাদের বিবেচ্য বিষয় নহে। আইস আমরা দেশবিধি সকলের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই।

কর্ত্তৃপক্ষেরা দেশবাসীদিগের লৌকিক আচরণ বিষয়ে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার নামই দেশ বিধি।

বৎস! দেশ বিধির পরিভাষা করিবার সময়ে, যতগুলি শব্দের ব্যবহার করিয়াছি, তাহার সকল গুলিই সার্থক, একটীও নিরর্থক নয়। কিন্তু সকল শব্দ গুলির উপযোগিতা প্রদর্শন করিবার আমার সময় নাই। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সেই সকলের সার্থকতা বুঝিতে পারিবে।

ইংলণ্ডের বিধি সকল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। পরম্পরবিধি এবং আদিষ্টবিধি। পরম্পরবিধিকে ইংরাজীতে "কমন্ ল" বলে; এবং আদিষ্টবিধিকে "ষ্ট্যাটিয়ুট্ ল" কহে। এখন এই দুয়ের ভেদ কি তাহা বুঝা আবশ্যক।

তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ১০৬৬ খ্রী অব্দে নরমানেরা ইংলণ্ড অধিকার করে। নরমান বংশ

সম্ভূত যশোধন প্রথম রিচার্ড নরপতি যে সময়ে সিংহাসনাধিরোহণ করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে স্যাক্সন্ দিনামার প্রভৃতি পূর্ব্বতন ইংলণ্ডবাসী-দের মধ্যে কতকগুলি আইন প্রচলিত ছিল। কিন্তু কিরূপে সে আইন সকল প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। এই নিমিত্ত তাহা-দিগকে অলিখিত বিধি কহে। পূর্ব্বতন নিবাসী-দিগের মধ্যে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, সেই সকলই বিধিরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই সকল যুক্তিসিদ্ধ স্মরণাতিগ প্রাচীন আচা-রের নামই পরম্পরবিধি। পরম্পরবিধি সকল কি, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারপতিদের মকদ্দমার রিপোর্টে অর্থাৎ ব্যবহার বিজ্ঞাপনীতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে। ইংরেজেরা পরম্পর বিধির বড় মাননা করে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, এবং দণ্ডসংহিতা বিষয়ক অনেক মকদ্দমার নিষ্পত্তি পরম্পরবিধি অনুসারে হয়।

তোমার মনে ইহা অঙ্কিত রাখা অতি আবশ্যক, যে পার্লেমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বিধি সকলকে কখন পর-ম্পরবিধি বলে না। পার্লেমেণ্টের অবধারিত

বিধি সমূহ আর পরম্পরবিধি দুই স্বতন্ত্র সামগ্রী। পার্লেমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বিধানসমূহ অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক।

পার্লেমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বিধি সকলকে আদিষ্ট-বিধি বা লিখিত বিধি বলে।

বৎস! তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রজাবর্গের স্বত্ব সকলের রক্ষা করাই, আইন সকলের উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল স্বত্বেরই আবার বিনাশ সম্ভাবনা। তোমার যে সকল স্বত্ব আছে, অন্য লোকে অনায়াসে তাহা বিনাশ করিতে পারে। তুমি যদি কাহাকেও কোন দ্রব্য বিক্রয় কর, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিল, তাহার নিকট হইতে, সেই দ্রব্যের উচিত মূল্য পাইবার, তোমার স্বত্ব আছে। কিন্তু ক্রেতা যদি তোমাকে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য না দেয়, তাহা হইলে, সে তোমার স্বত্বের বিনাশ করিল। তোমার নিরুপদ্রবে গৃহে বাস করিবার স্বত্ব আছে; যে ব্যক্তি নিরুপদ্রবে তোমাকে বাস করিতে দিবে না, সে তোমার স্বত্বের সংহার করিল। অতএব বিবেচনা

করিয়া দেখিলে, স্বত্বরক্ষা করা যেমন বিধিসমূহের উদ্দেশ্য, তেমনি স্বত্বঘাত হইলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা, তাহাদের তেমনি উদ্দেশ্য।

অতএব ভাবিয়া দেখ, ইংলণ্ডের আইন সমুদয় দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ দেশস্থ লোকদিগের কি কি স্বত্ব, তাহা বলিয়া দেয়; এবং অপর ভাগ, স্বত্বঘাত কি, তাহা নির্দ্দিষ্ট করে। কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশবাসীদিগের স্বত্ব সকল রক্ষিত হইবে; দুষ্ট লোকে অন্যের যথার্থ স্বত্ব অপহরণ করিলে কি রূপে সেই নষ্ট স্বত্বের উদ্ধার হইবে, এবং কি প্রকারেই বা মন্দ লোকে অন্যের স্বত্বঘাত করিতে না পারে; ইংলণ্ডের বিধিসমূহের দ্বিতীয় ভাগ, ইহাও নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, স্বত্ব নানা প্রকার।

সকল মানুষেরই আত্মরক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি স্বত্ব আছে। আপনার শরীর রক্ষা করা, এবং আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রতিপালন করা সকল লোকেরই অধিকার। আপন আপন পরি-

বার এবং পরিজনের উপরে সকল লোকের কিছু কিছু স্বত্ব আছে। মানুষগণ যে সকল পদার্থে বেষ্টিত, সেই সকল স্থাবর অস্থাবর পদার্থেও তাহাদের কতক গুলি স্বত্ব আছে। এবং সমাজস্থ বলিয়া অপরবিধ কোন কোন স্বত্ব আছে। যথাক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ব সকলের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি। আত্মস্বত্ব, গৃহপতিস্বত্ব, রিক্থস্বত্ব* এবং সমাজস্বত্ব।

স্বত্বঘাত সকলেরও সেইরূপ বিভাগ করা যাইতে পারে।

ইংলণ্ডের বিধিসমূহে স্বত্বঘাত দুই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি কাহারও নিকটে তোমার টাকা পাওনা থাকে, এবং সে যদি তোমার পাওনা টাকা না দেয়, তাহা হইলে সে তোমার স্বত্বঘাত করিল। কিন্তু এরূপ স্বত্বঘাত কেবল তোমাকেই স্পর্শে; তোমারই কেবল তাহাতে মন্দ হইল; অন্য কাহারও তাহাতে কোন হানি হইল না। এরূপ স্বত্বঘাতকে অপকার বলে। কিন্তু যদি

* সংস্কৃতে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তিকে রিক্থ বলে।

কেহ তোমার টাকা বা অন্য কোন দ্রব্য অপহরণ করে; তাহা হইলে কেবল তোমারই অপকার হইল তাহা নয়; সেরূপ করিলে দেশশুদ্ধ লোকের মন্দ করা হইল; কারণ এরূপ আচরণে সমাজস্থিতি একবারে উন্মূলিত হইবার সম্ভাবনা। এরূপ স্বত্বঘাতকে অপরাধ বলে।

যে সকল স্বত্বঘাত কেবল এক জনকে স্পর্শে; যে সকল স্বত্বঘাত করিলে এক জন ব্যতীত আর কাহারও ক্ষতি হইবে না; সেই সকল স্বত্বঘাতের নামই 'অপকার'। কিন্তু যে সকল স্বত্বঘাত করিলে কেবল এক জনের নয়, সকল লোকেরই মন্দ হইতে পারে, তাহাই অপরাধপদবাচ্য। তুমি যদি কাহারও প্রাণ সংহার কর, তাহা হইলে কেবল সংহৃত ব্যক্তিরই স্বত্ব নষ্ট করিলে, তাহা নয়; তুমি দেশস্থ সমস্ত লোকের স্বত্ব নষ্ট করিলে। অতএব এরূপ স্বত্বঘাতকে অপকার বলে না; ইহাকে অপরাধ বলে।

অপকার বিষয়ে এবং অপরাধ বিষয়ে আইন একরূপ নহে। দুয়ের ভিন্ন ভিন্ন আইন। অপকারের প্রতীকার হয়; এবং অপরাধের দণ্ড হয়।

এখন পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইংলণ্ডের বিধানসমুদয়, এইরূপে বিভক্ত হইতে পারে।

১। আত্মস্বত্ব।
২। গৃহপতিস্বত্ব।
৩। রিক্থস্বত্ব।
৪। সমাজস্বত্ব।
৫। অপকার।
৬। অপরাধ।

এই সকলের মধ্যে, ইংলণ্ডবাসীরা সমাজস্থ বলিয়া কি কি স্বত্ব ভোগ করে, তাহা বলিয়াছি। পার্লেমেণ্ট প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতেই সমাজস্বত্ব বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে।

এখন ক্রমে ক্রমে অন্য অন্য বিষয়ের অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব।

১। আত্মস্বত্ব।

ইংলণ্ডের বিধানসমুদয়কে ছয় অংশে বিভক্ত করিয়াছি। এক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব।

সর্ব্বপ্রথমে, আমাদের আত্মস্বত্ব কি কি,তাহারই নির্দ্দেশ করিব।

আত্মস্বত্ব দুই প্রকার। 'আত্মরক্ষা স্বত্ব' এবং 'আত্মস্বাতন্ত্র্য স্বত্ব'।

সকল মানুষেরই নিজস্ব ভোগ করিবার অধিকার আছে। জীবন; শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; স্বাস্থ্য; এবং খ্যাতি প্রতিপত্তি; এ সকল আমাদের নিজস্ব। আমরা নিরুপদ্রবে এ সকলের উপভোগ করিব; কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। সুখ স্বচ্ছন্দে এই সকল নিজস্বের উপভোগ করিবার অধিকারের নামই আত্মরক্ষা স্বত্ব।

ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে, গর্ব্বস্থ শিশু যে দিন মাতৃগর্ভে অঙ্গসঞ্চারণ করিতে শিখিয়াছে, সেই অবধি সে নিরুপদ্রবে আপনার জীবন ভোগ

করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কেহ গর্ভস্থ শিশুর বধ করিবার আশয়ে, কোন অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করে, অথবা গর্ভিণীকে কোন ঔষধ সেবন করায়; এবং গর্ভিণী জীবিত শিশু প্রসব করিলে পর, সেই শিশু সেইরূপ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ বা ঔষধ সেবন করাইয়াছিল বলিয়াই, প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি ঐরূপ গর্হিত আচরণ করিয়াছিল, সে আততায়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে, এবং অন্যের প্রাণসংহার করিলে যেরূপ দণ্ড হয়, তাহারও সেইরূপ দণ্ড হইবে।

ইংলণ্ডের বিধানসমূহ, আমাদের জীবন, এবং শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এ সকলের বড় গৌরব করে। বহুযত্নে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। এ সকলে তোমার যে স্বত্ব আছে, কোন মতে অন্য ব্যক্তিকে তাহার বিনাশ করিতে দিবে না। এমন কি, যদি কেহ তোমার প্রাণসংহার করিতে, অথবা তোমার শরীরস্থ কোন অবয়বের বিনাশ করিতে, উদ্যত হয়; এবং তুমি সেই দুষ্ট ব্যক্তির সংহার না করিলে কোন মতে আপনার

জীবনরক্ষা, বা অবয়বরক্ষা করিতে না পার; তাহা হইলে আত্মরক্ষামানসে সে দুষ্টাভিসন্ধির বধ করিলে তুমি আততায়ী বলিয়া পরিগণিত হইবে না; এবং তোমার দণ্ডও হইবে না। বিধান সমূহ তোমার ক্ষমা করিবে।

যত দিন না মৃত্যু হইবে, তত দিন ইংলণ্ড-বাসীরা নিরুপদ্রবে, জীবন প্রভৃতি নিজস্বের উপভোগ করিতে পারে। ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, মৃত্যু দুই প্রকার। স্বাভাবিক মৃত্যু, এবং সামাজিক মৃত্যু। রাজদ্রোহ প্রভৃতি অপরাধ করিলে, এবং আততায়ী হইলে, অর্থাৎ বিদ্বেষবধ প্রভৃতি কোন উৎকট অপরাধে অপরাধী হইলে, তাহার সামাজিক মৃত্যু হইল। সে ব্যক্তি সমাজে অকর্ম্মণ্য হইল। তাহার মরিয়া যাওয়া, এবং বাঁচিয়া থাকা, দুই সমান। ইংলণ্ডের বিধানসমূহ, সে ব্যক্তির মরণ হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করিবে।

জগদীশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে, জীবনদান করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই সেই

জীবনের বিনাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু কখন কখন প্রাণদণ্ড, বিধান অনুসারে আবশ্যক হইয়া উঠে। কোন ব্যক্তি যদি বিদ্বেষবধ প্রভৃতি কোন উৎকট অপরাধ করে, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড অতিশয় আবশ্যক। তাহার প্রাণদণ্ড না করিলে লোকস্থিতি একেবারে উন্মূলিত হয়; অতএব এরূপ স্থলে, আততায়ী ব্যক্তির প্রাণবধ বিধি-সম্মত। কিন্তু যদি আততায়ীর প্রাণবধ না করিয়া অন্য কোন প্রকারে কোন উৎকট অপরাধ নিরাকৃত হইতে পারে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিধিসমূহ ক্ষমাপক্ষ আশ্রয় করিবে।

কোন অপকর্ম্ম নিরাকরণের নিমিত্ত, ইংলণ্ডের বিধান সকল কর্ণচ্ছেদন নাসিকাচ্ছেদন প্রভৃতি, কখন কোন অবয়বের বিনাশ করে না। দুরাত্মা দুরাচার নরপতিরাই, এরূপ পাপাচরণ করিয়া অপরাধ নিবারণ করিবার প্রয়াস করে।

কোন ব্যক্তি অন্যকে প্রহার করিতে পারিবে না; অস্ত্রাঘাত বা শস্ত্রাঘাত করিতে পারিবে না;

এবং অন্য কোন প্রকারেও তাহার অপমান করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে কোন প্রকারে আহত করে, বা কোন রূপে অ-ন্যের অবমাননা করে, তাহা হইলে দুষ্ট ব্যক্তির, আইন অনুসারে দণ্ড হইবে।

কোন ব্যক্তি যাহাতে অন্যের স্বাস্থ্যহানি হয়, এরূপ কার্য্য করিতে পারিবে না।

যাহাতে অন্যের খ্যাতি প্রতিপত্তির বিনাশ হইতে পারে, কোন ব্যক্তিই এরূপ কোন কার্য্য করিতে পারিবে না।

যখন অপকার ও অপরাধের পর্য্যালোচনা করিব, সে সময়ে শেষোক্ত তিনটী বিষয় বিশেষ করিয়া বলিব।

ইংলণ্ডের বিধান সমুদয় 'আত্মরক্ষা-স্বত্ব' সমূহের যেরূপ গৌরব করে, আত্মস্বাতন্ত্র্যেরও সেইরূপ আদর করে।

যে কোন ব্যক্তি, যেখানে ইচ্ছা সেই খানে বাস করিতে পারিবে, এবং যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানে যাইতে পারিবে; কেহ তাহাতে হন্তা হইতে পারিবে না। আত্মসঞ্চরণ বিষয়ে ঐরূপ আত্ম-বশবর্ত্তিতাকে আত্মস্বাতন্ত্র্য বলে।

যদি বিধানসমূহ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ না করে, তাহা হইলে কি রাজা কি প্রজা, কেহই কোন এক জন নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিকেও অবরুদ্ধ করিতে পারিবেন না। যদি কর্ত্তৃপক্ষেরাও বল-পূর্ব্বক অন্যের অবরোধ করেন, তাহা হইলে অবরুদ্ধ ব্যক্তির উকীল, কারণ দেখাইয়া, প্রাড়্-বিবাকদিগের নিকটে প্রার্থনা করিবামাত্র, তৎ-ক্ষণাৎ দণ্ডনায়কের উপরে "হেবিয়স্ কর্‌পস্" নামে শাসনপত্র অর্থাৎ পরওয়ানা, বাহির হইবে। উক্ত শাসন পত্রদ্বারা বিচারপতিরা দণ্ডনায়ক-দিগকে এই আজ্ঞা করেন যে, তুমি অবিলম্বে উল্লিখিতনামধেয় অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে, "কুইন্স বেঞ্চ্ নামক বিচারগৃহে উপস্থিত করিবে।" অবরুদ্ধ ব্যক্তি বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, তাহার অব-রোধের ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয়।

'হেবিয়স্ কর্পস্' নামক শাসন পত্রখানি ইংরেজদের স্বাধীনতার দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ। যত দিন 'হেবিয়স্ কর্পস্' বিধান প্রচলিত থাকিবে, তত দিন কেহই তাহাদিগকে বিনা কারণে কারারুদ্ধ করিতে পারিবে না।

ইংলণ্ডের বিধি সমূহ আত্ম স্বাতন্ত্র্যের রক্ষা বিষয়ে এরূপ যত্ন করাতে, দেশের অনেক উপকার হইয়াছে। যদি কর্ত্তৃপক্ষেরা নিরঙ্কুশ-ইচ্ছা-পরবশ হইয়া, বিনা কারণে, কাহারও অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই কারারুদ্ধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিত না। ইংরেজেরা আত্মস্বাতন্ত্র্য ভিন্ন অন্য অন্য যে যে স্বত্বের অহঙ্কার করেন,সে সমুদয় একেবারে নামশেষ হইত। আত্মস্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া ঐ স্বত্ব সমুদয় বিধ্বংসিত হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে, বলপূর্ব্বক অন্যের প্রাণ সংহার করিলে, অথবা বলপূর্ব্বক অন্যের রিক্থ অপহরণ করিলে দেশের যেরূপ ক্ষতি হয়; আত্ম স্বাতন্ত্র্য সংহার করিলে, তাহার

সহস্র গুণ অধিক হয়। কর্ত্তৃপক্ষেরা দুষ্প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইয়া যদি অন্যের জীবন নাশ করেন, অথবা বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্যাদির অপহরণ করেন, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে চতুর্দ্দিগে দৌরাত্ম্য শব্দ আঘোষিত হইবে; সকলে সশস্ত্র এবং একবাক্য হইয়া দুরাত্মার উন্মূলন করিতে উদ্যুক্ত হইবে,এবং আপন আপন রক্ষার নিমিত্তে, সতর্ক থাকিবে। কিন্তু যদি দুরাত্মা কর্ত্তৃপক্ষেরা গোপনে গোপনে অন্যকে কারারুদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে কেহই সেই হতভাগ্য ব্যক্তির অবস্থা জানিতে পারিবে না; কারাগারে সে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত থাকিবে না; সুতরাং দেশস্থ লোকেরা তাহার কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না। দুরাত্মাদিগের পক্ষে,গোপনে গোপনে প্রজাবর্গের কারারোধ অপেক্ষা, অধিক উপযোগী যন্ত্র আর নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে, যখন রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদ্ সম্ভাবনা, তখন, এরূপ কারারোধও আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন কিছু দিনের জন্যে ‘হেবিয়স্ কর্পস্’ বিধান রহিত

হয়; এবং কর্ত্তৃপক্ষেরা যাহাদিগকে তন্ত্রনাশেচ্ছু বলিয়া সন্দেহ করেন, তাহাদিগকে বিচারালয়ে অর্পণ না করিয়া এবং কিছুমাত্র কারণ না দর্শাইয়াও কারারুদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু কেমন সময়ে 'হেবিয়স্ কর্‌পস্' বিধান অনুসারে কার্য্য হইবে না, রাজা তাহা স্থির করিতে পারেন না। পার্লেমেণ্ট তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়।

ইংলণ্ডের রাজা, দেশস্থ সকল ব্যক্তিকেই আজ্ঞা করিতে পারেন বটে যে, তাহারা তাঁহার অনুমতি না লইয়া দেশের বহির্গত হইতে পারিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তিই কাহাকেও দেশের বহির্গত হইতে আদেশ করিতে পারে না। এমন কি, পরম্পরবিধি অনুসারে অপরাধি ব্যক্তিরও নির্ব্বাসন হইত না।

'হেবিয়স্ কর্‌পস্' বিধান অনুসারে, কোন ব্যক্তি, ইংলণ্ডবাসী কাহাকেও, বন্দী রূপে দেশ-বহিষ্কৃত করিতে পারিবে না; অথবা এমন স্থানে পাঠাইতে পারিবে না, যেখানে পরম্পরবিধির ক্ষমতা নাই। এরূপ বন্দীকরণ অবৈধ। যে ব্যক্তি

এরূপ অবৈধ কার্য্যের আচরণ করিবে, সে কখন কোন রাজকর্ম্ম করিতে পারিবে না; বিধান সমুদয়ের অবজ্ঞা করিলে যেরূপ দণ্ড হয়, তাহারও সেইরূপ দণ্ড হইবে, এবং দেশাধিপ তাহার সে অপরাধে ক্ষমা করিবেন না।

আত্মস্বত্ব বলিবার সময়ে আমার ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, যে ইংলণ্ডবাসীরা আপনাদের রক্ষার নিমিত্তে গৃহে অস্ত্র শস্ত্র রাখিতে পারে, এবং আত্মরক্ষার্থ আপনার সঙ্গেও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যাইতে পারে।

২। গৃহপতিস্বত্ব।

আত্মস্বত্ব কি কি, তাহা বলিলাম। এক্ষণে ইংরেজেরা পরিবারমধ্যস্থ হইয়া কি কি স্বত্ব ভোগ করে, তাহার নির্দ্দেশ করিব।

অধিকাংশ লোক পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হয়। পাণিগ্রহ করিলে পর, ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, পতি ও পত্নী, কোন কোন স্বত্ব প্রাপ্ত হন।

বিবাহ করিলে সন্তান জন্মিতে পারে। সন্তান

উৎপন্ন হইলে, সন্তানের প্রতি পিতামাতার, এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের, কি কি কর্ত্তব্য ইংলণ্ডের বিধিসমূহে তাহা নির্দ্ধারিত আছে।

সন্তানেরা পূর্ণবয়স্ক না হইতে হইতে পিতামাতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে পারেন। পিতৃহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, ইংলণ্ডে রক্ষক নিযুক্ত হয়। রক্ষক ও রক্ষ্য ইহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি কি কর্ত্তব্য, ইংলণ্ডের বিধান সমূহে তাহাও নিরূপিত আছে।

মানুষ একাকী গৃহকার্য্য প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ভৃত্যবর্গের সহিত প্রভুগণের কিরূপ সম্বন্ধ, বিধিসকল তাহাও নির্ণীত করিয়াছে।

অতএব বৎস! গৃহপতিস্বত্ব বলিবার সময়ে উপরি উক্ত চারি বিষয়ের আন্দোলন করিতে হইবে। যথাক্রমে সমুদয় বলিতেছি।

পতিস্বত্ব ও পত্নীস্বত্ব।

বৎস! তুমি ইংরেজদের পরিণয় বিষয়ক কথা শুনিতে অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলে। সে বিষয়ক কথা বলিবার এই উপযুক্ত অবসর।

ইংলণ্ডে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।

যাহাদের সন্তানোৎপাদনের সামর্থ্য নাই, তাহারা পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইতে পারে না।

পুরুষেরা চতুর্দ্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে এবং অবলাগণ দ্বাদশবৎসর অতিক্রম করিলে, পরিণীত হইতে পারে। যদি বালক ও বালিকা যথাক্রমে চতুর্দ্দশ ও দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা ন্যূন বয়সে বিবাহ করে; সে বিবাহ অসম্পূর্ণ হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া ইচ্ছা করিলে, তাহারা সে পরিণয়সূত্র ছিন্ন করিয়া, পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে।

জড়বুদ্ধি এবং বাতুলপ্রভৃতি বিবেকহীন ব্যক্তিদিগের বিবাহের নিষেধ আছে।

অবলাগণ, পিতা পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদিগকে এবং পুরুষেরা দুহিতা দৌহিত্রী পৌত্রী প্রভৃতি অধস্তন অপত্যদিগকে বিবাহ করিলে সে বিবাহ অগ্রাহ্য হইবে।

কেহ, প্রথম-দ্বিতীয়-ও-তৃতীয়-পর্য্যায়স্থ সগন্ধ* ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে, সে বিবাহ সিদ্ধ নয়। কিন্তু চতুর্থপর্য্যায়স্থ সগন্ধ ব্যক্তির সহিত বিবাহ বিধিসম্মত। আমার ভগিনী আমাহইতে দ্বিতায়-পর্য্যায়স্থ; সুতরাং ইংলণ্ডের বিধি অনুসারে আমি আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারিনা। ভগিনীকন্যা অথবা ভ্রাতুষ্কন্যা তৃতীয় পর্য্যায়স্থ; সুতরাং তাহাদিগকেও আমি বিবাহ করিতে পারি না। কিন্তু আমার পুত্র, আমার ভাগিনেয়ীকে অথবা আমার ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে।

ইংলণ্ডে, পতিরা পত্নীদিগের এবং পত্নীরা পতিদিগের, সগন্ধ প্রথম-দ্বিতীয়-ও-তৃতীয়পর্য্যায়স্থ ব্যক্তিদিগকেও বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু

* এক বংশোৎপন্ন ব্যক্তিদিগকে সগন্ধ বলে।

ভর্ত্তার অথবা ভার্য্যার সগন্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত এ নিয়মের সম্পর্ক নাই। ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে তুমি তোমার পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারিবে না; কিন্তু তোমার ভ্রাতা তাহাকে বিবাহ করিতে পারে।

ইংলণ্ডে বিবাহ করিবার সময়ে পিতামাতার অনুমতি অপেক্ষা করে। কিন্তু কোন প্রাপ্তবয়স্ক দম্পতীর পিতামাতা যদি নিবারণ না করেন, তাহা হইলে তাহারা বিবাহ করিতে পারিবে।

কেহ বলপর্ব্বক কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না। উদ্বোঢ়া ও উদ্বাহ্যা ইহাদের অনুমতি না লইয়া পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করিলে সে বিবাহ অবৈধ।

তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে, ইংলণ্ডের বিধান সমুদয় পতি ও পত্নীর সত্তা এক বিবেচনা করে। জায়াপতীকে এক ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত করে। এই জন্যে কোন ব্যক্তি তাহার পত্নীকে কোন সামগ্রীর দান বিক্রয় করিতে পারে না। কারণ তাহার পত্নীকে দান

বিক্রয় করা ও আপনাকে দান বিক্রয় করা দুই সমান। কিন্তু পতি তাঁহার পত্নীর উপকৃতির নিমিত্ত, অন্যের নিকটে কোন সম্পত্তি ন্যাসস্বরূপ অর্থাৎ আমানৎ রাখিতে পারেন; এবং মৃত্যু সময়ে পতি তাঁহার পত্নীর নামে উইল করিয়া, তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা দান করিতে পারেন।

যত দিন পত্নী জীবিত থাকিবেন, ততদিন ভর্ত্তাকে তাঁহার ভরণ পোষণ করিতে হইবে। যদি পত্নী আপনার ভরণ পোষণের নিমিত্ত কাহারও নিকটে ঋণ করেন, তাহা হইলে ভর্ত্তাকে সে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। উত্তমর্ণ ভর্ত্তার নামে নালিশ করিয়া সে সমুদয় টাকা আদায় করিতে পারে। এমন কি বিবাহের পূর্ব্বেও যদি পত্নী কোন ঋণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ভর্ত্তাকে সেই ঋণ পরিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু তা বলিয়া, ইহা মনে করিও না, যে পত্নী কুলটা হইলেও পতিকে সেই হতভাগার ভরণ পোষণ করিতে হইবে।

দেওয়ানী মকদ্দমাতে পত্নী পতির পক্ষে, অ-

থবা তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। কিন্তু ফৌজদারী মকদ্দমাতে, অথবা পতির পরদারিকতা সপ্রমাণ করিবার সময়ে, পত্নী সাক্ষ্যদান করিলে সে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে।

যদি ভর্ত্তার সমক্ষে পত্নী কোন উৎকট অপরাধের আচরণ করেন, তাহা হইলে পত্নীর দণ্ড হইবে না, ভর্ত্তার দণ্ড হইবে। প্রাণবধ ও রাজদ্রোহ স্থলে এরূপ নহে। কিন্তু ভর্ত্তা যদি আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বিধান সমুদয় তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া পত্নীর দণ্ড করিবে।

পত্নী পতির অনুমতি না লইয়া কাহারও নামে নালিশ করিতে পারেন না। এবং অন্য কাহারও, কোন ব্যক্তির পত্নীর নামে নালিশ করিবার আবশ্যকতা হইলে, তিনি পতি ও পত্নী উভয়ের নামে অভিযোগ না করিলে, সে অভিযোগ সিদ্ধ নয়।

পতির অবর্ত্তমানে পত্নী যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন তিনি তাঁহার স্বামীর স্থাবর রিক্থের এক তৃতীয়াংশের অধিকারী। তিনি

নিরুপদ্রবে সেই এক তৃতীয়াংশের উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারিবেন।

ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, পতি ও পত্নী ভিন্ন ভিন্ন লোক নন; তাঁহারা দুই জনে এক ব্যক্তি। সুতরাং পতি বর্ত্তমান থাকিতে পত্নী নিজস্ব অস্থাবর সম্পত্তিরও দান বিক্রয় করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু পতির অনুমতি লইয়া তিনি তাঁহার স্থাবর রিক্‌থের দান বিক্রয় করিতে পারেন। পতি যেমন মৃত্যু সময়ে পত্নীর নামে উইল করিতে পারেন, পত্নী সেরূপ পারেন না।

যত দিন পত্নী বর্ত্তমান থাকিবেন, তত দিন পত্নীর স্থাবর রিক্‌থের তত্ত্বাবধারণ করিতে, ও তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে, পতির সামর্থ্য আছে। কিন্তু পতি তাঁহার পত্নীর নিজস্বের দান বিক্রয় করিতে পারেন না।

পত্নীর মৃত্যু হইলে, পত্নীর নিজস্ব স্থাবর সম্পত্তি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হইবে। পত্নীর মৃত্যু হইলে পতির আর তাঁহার সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই। কিন্তু যদি সেই পত্নীর

গর্ব্বে তাঁহার ঔরসজাত কোন পুত্র জন্মে, তাহা হইলে তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন তাঁহার সেই সম্পত্তি ভোগ করিবার শক্তি আছে।

পত্নীর অস্থাবর সম্পত্তিতে পতির একাধিপত্য; তিনি তাহাতে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

ইংলণ্ডে কেহ ইচ্ছা হইলেই পরিণয়সূত্র ছিন্ন করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে না।

পত্নী যদি, পতি পরদারিক, অতিশয় নৃশংস, এবং দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার কোন তত্ত্বাবধারণ করেন নাই ও তাঁহাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছেন, প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি "বিবাহতত্ত্বাবধায়ক" নামক বিচার গৃহের বিচারপতিদের নিকটে প্রার্থনা করিয়া, ও তাঁহাদের অনুমতি লইয়া তাঁহার পতির সহিত বিভিন্ন থাকিতে পারেন। তখন তাঁহার পতি তাঁহার পত্নীর সহিত সহবাস করিতে পারিবেন না, এবং তাঁহার পত্নীর নিজসম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ অথবা তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে

পারিবেন না। অবিবাহিতাবস্থায় পত্নীর, নিজ সম্পত্তির উপরে যেরূপ অধিকার ছিল, বিভিন্ন হইবার পর তাঁহার সেইরূপ হইবে।

পতিও উপরি উক্ত কারণ সকল দর্শাইয়া, উল্লিখিত বিচারপতিদের অনুমতি লইয়া পত্নী হইতে বিভিন্ন থাকিতে পারেন।

পতি ও পত্নী উল্লিখিত বিচারপতিদের অনুমতি লইয়া বিভিন্ন থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু যত দিন না তাঁহারা অন্যতরের ব্যভিচারদোষ সপ্রমাণ করিতে পারেন, ততদিন পরিণয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন না। ব্যভিচার দোষ সপ্রমাণ করিতে পারিলেই, তাঁহারা সে পরিণয়সূত্র ছিন্ন করিয়া পুনর্ব্বার আপন আপন ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারেন।

পতি বিভিন্ন হইলে অথবা পরিণয়চ্ছেদ করিলে পতি যত দিন সেই অবস্থায় জীবিত থাকিবেন, তত দিন তাঁহাকে তাঁহার ভরণপোষণ করিতে হইবে।

"বিবাহতত্ত্বাবধায়ক" নামক বিচারগৃহের বিচারপতিগণ পরিণয়চ্ছেদের আজ্ঞা করিলে, সম্ভ্রান্ত সমাজে তাহার আপীল হইতে পারে।

পিতা মাতা এবং সন্তানগণের কর্ত্তব্য নিরূপণ।

পতির ও পত্নীর কি কি স্বত্ব, তাহা শ্রবণ করিলে; এখন পিতামাতার সন্তানের প্রতি, এবং সন্তানগণের পিতামাতার প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি।

ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে সন্তান দুই প্রকার। ঔরস এবং জারজ। ধর্ম্মপত্নীগর্ব্ভজাত সন্তানদিগকে ঔরসসন্তান; এবং উপপত্নী গর্ব্ভজাত সন্তানদিগকে জারজসন্তান বলে।

প্রথমে ঔরসসন্তানের প্রতি পিতামাতার কি কর্ত্তব্য, তাহারই নির্দ্দেশ করিতেছি।

পিতামাতা স্বভাবতঃ সন্তানগণের প্রতি স্নেহপ্রবণ। জগদীশ্বর জনকজননীর চিত্তক্ষেত্রে কি এক অননুমেয় পদার্থ সমাহিত করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে তাঁহারা অনন্ত যাতনা ভোগ করিবেন,

অসঙ্খ্য কষ্ট সহ্য করিবেন, তথাপি একক্ষণের নিমিত্তও সন্তানবর্গের মঙ্গলের উদ্দেশে ঔদাস্য অবলম্বন করিবেন না। কিসে তাহারা সুখে থাকিবে, তাঁহারা অহোরাত্র কেবল এই চিন্তা করেন। সন্তানগণের মুখচন্দ্র স্মিতবিকসিত দেখিলে তাঁহাদের আহ্লাদের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া আনন্দে গদ্গদ হন, এবং প্রীতিতরঙ্গিত-হৃদয়ে জগদীশ্বরের সাধুবাদ করিতে করিতে অমৃতহ্রদে অবগাহন করেন। কিন্তু যদি একবার তাহাদিগকে দুঃখাভিভূত দেখেন, তাহা হইলে দুর্ব্বিষহ অরুন্তুদ যাতনাগণ অমনি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে; এবং শত শত সূচীবিদ্ধ ও জ্বলন্ত অঙ্গারদগ্ধ হইলেও যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে না হয়, তাঁহারা তাহার সহস্রগুণ অধিক যাতনা সহ্য করেন। কাহাকেও তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হয় না, তাঁহারা আপনাপনি পুত্র কন্যার ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সযত্ন হন। কিন্তু এরূপ পাষাণহৃদয় লোকও সময়ে সময়ে লক্ষিত হয়, যাহারা, স্নেহাস্পদ নিঃসহায় অপত্যগণ, অনাহারে

প্রাণত্যাগ করিল, কি সম্যক্‌রূপে রক্ষিত না হইয়া নামশেষ হইল, তাহা একবার ফিরিয়াও দেখে না। এই সকল নরাধম পাপিষ্ঠ লোকদের শাসন করিবার নিমিত্তই ইংলণ্ডের বিধান সকল, সন্তানগণের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে।

পিতা মাতা আপন ইচ্ছায় সন্তানদিগকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগকে সন্তানগণের ভরণপোষণ করিতেই হইবে। যদি কেহ সন্তানসমূহের ভরণপোষণ না করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, তাঁহার দণ্ড হইবে, তাঁহার সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী রুদ্ধ হইবে, এবং তাঁহাকে কারা বাস করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, পিতামাতাকে সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু এবিষয়ে বিধানসকলকে বড় হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। তাঁহারা স্বভাবতঃ ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে এরূপ সযত্ন, যে তাঁহারা যাহাতে বাড়া-

বাড়ি না করেন, বিধান সকল, তাহারি চেষ্টা পায়।

যদি কেহ সন্তানগণের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পিতামাতা সন্তানবর্গের রক্ষার্থ সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে প্রহার করিলে, অথবা কোন প্রকারে তাহাকে আক্রমণ করিলে তাঁহাদের সে দোষ, দোষ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

পিতামাতার সন্তানগণের প্রতি আর একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। যাহাতে সন্তানগণের বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্‌রূপে সম্মার্জ্জিত হয়, যাহাতে তাহারা সম্যক্‌রূপে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা করে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সে চেষ্টা করা উচিত। পিতা মাতা আমাদিগকে জীবনদান করিয়া আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু এই উপ[illegible] করিয়াই যদি তাঁহারা ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সে উপকার, উপকারই নহে। বিদ্যাশিক্ষা না করাইলে আমরা লোকসমাজের অমঙ্গল সম্পাদন করিব, তাঁহাদের অপকার করিব, এবং আপনাদের অনিষ্টসাধন

করিয়া দুস্তর নরকভোগ করিব। তাঁহারা আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা না দিলে, কেবল আমরাই কিল্বিষভাগী হইব তাহা নহে, তাঁহাদিগকেও অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব সন্তানগণকে মূর্খ রাখা তাঁহাদের কোন মতে উচিত নহে। কিন্তু তুমি আপন সন্তানকে বিদ্যা শিক্ষা না করাইয়া আপনি পাপভাগী হও বা না হও, ইংলণ্ডের বিধান সকল ইহাতে কোন কথা বলিবে না। কেবল দরিদ্রগণের সন্তানেরা যাহাতে অকর্ম্মণ্য না হয়, এরূপ এক উপায় করিয়া দিয়াছে।

সন্তানেরা যতদিন না একবিংশ বর্ষ অতিক্রম করে, তত দিন পিতার, সন্তানের উপর, এবং তাহাদের নিজস্ব রিক্‌থের উপর, সম্পূর্ণ অধিকার। কিন্তু তাহা বলিয়া, সন্তান দুর্ব্বি[illegible] হইলে বা অন্য কোন গর্হিত কর্ম্ম করিলে, তিনি তাহার প্রাণ সংহার করিতে পারিবেন না; কিম্বা তাহাকে অসহ্য কষ্ট দিতে পারিবেন না, এবং সন্তানগণের নিজস্ব রিক্‌থ নষ্ট করিতে পারিবেন না। পিতাকে

তাঁহার সন্তানের নিজসম্পত্তির জবাবদিহি করিতে হইবে।

সন্তান যাহাতে বিশৃঙ্খল না হয়, যাহাতে সে আচার শিক্ষা করে, বিনয় শিক্ষা করে, এবং বিদ্যা শিক্ষা করে, পিতা এরূপ চেষ্টা করিতে পারিবেন; এবং সেই জন্যে তাহার যথোচিত শাসনও করিতে পারিবেন।

সন্তানেরা একুশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পিতার অনুমতি না লইয়া কোন মতে বিবাহ করিতে পারে না।

পিতা বর্ত্তমানে মাতার সন্তানের উপর কোন ক্ষমতা নাই। পিতার মৃত্যু হইলে সন্তান যত দিন না এক বিংশ বর্ষ প্রাপ্ত হয়, তত দিন পিতার সন্তানের উপর যেরূপ ক্ষমতা ছিল, তাঁহারও সেইরূপ থাকিবে।

সন্তানগণ একবিংশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়।

পিতামাতার সন্তানের প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা শুনিলে। এখন সন্তানের পিতামাতার প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা শুন।

যাঁহাদের প্রসাদে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; যাঁহারা যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা জ্ঞান না করিয়া আমাদের লালন পালন করিয়াছেন; যাঁহারা দুর্বিষহ কষ্ট ভোগ করিয়া আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন; এবং যাঁহাদের প্রসাদে আমরা বসুন্ধরায় অবস্থিত হইয়া আনন্দসন্দোহবিমোহিত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনক্ষেপ করিতেছি; আমাদের বাল্য কালে যদি আমরা তাঁহাদের আজ্ঞাবশবর্ত্তী না থাকি, পরিণতবয়সে তাঁহাদিগের ভক্তি ও মাননা না করি, এবং তাঁহাদের বৃদ্ধকালে তাঁহাদের পরিচর্য্যা ও শুশ্রূষা না করি; তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইবে না; আমাদের কৃতঘ্নের কাজ করা হইবে! সেরূপ করিলে আমাদিগকে ইহ লোকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, সকলের অবজ্ঞেয় হইয়া থাকিতে হইবে, এবং পরলোকে অনন্তনিরয়গামী হইতে হইবে।

ইংলণ্ডে "দরিদ্রবিধান" নামে যে সকল আইন প্রচলিত হইয়াছে, তদনুসারে, যে সকল সন্তানের সামর্থ্য আছে, তাহাদিগকে, তাহাদের,

বৃদ্ধ, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, দুর্ব্বল, এবং সামর্থ্যহীন পিতা মাতার ভরণ পোষণ করিতে হইবে।

*

ঔরসসন্তানবিষয়ে যাহা কিছু বলিবার বলিয়াছি এখন জারজসন্তানের কথা বলিব।

অবিবাহিত জনক জননীর সন্তানদিগকেই জারজ সন্তান বলে। ইংলণ্ডে প্রথমে সন্তান জন্মিলে, জনকজননী পরে বিবাহিত হইলেও সে সন্তান ঔরস সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে না। স্কট্‌লণ্ডে এরূপ নহে। দম্পতী পরে বিবাহিত হইলে বিবাহ-পূর্ব্বজাত সন্তানদিগকে ঔরস সন্তান বলিয়া পরিগণিত করে; এবং সেই সন্তান ঔরস সন্তানের সমুদয় স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরূপ করিলে পরিণয় গ্রন্থির, আর গৌরব থাকে না। সেই জন্যে ইংলণ্ডে এরূপ প্রথা প্রচলিত নাই।

ইংলণ্ডের বিধান সকল, জারজ সন্তানদিগকে মাতাশূন্য এবং পিতাশূন্য মনে করে। তাহারা যেন শূন্য হইতে পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই। ঔরস সন্তানদিগের লালন পালন প্রভৃতি

করা পিতামাতার কর্ত্তব্য ; এবং পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করাও ঔরস সন্তানের কর্ত্তব্য। কিন্তু জারজ সন্তানগণের পিতামাতার উপর কোন অধিকার নাই, এবং পিতামাতারও তাহাদের উপরে কোন অধিকার নাই।

জারজ সন্তান সকল পিতা মাতার ধনের উত্তরাধিকারী নহে। তাহারা স্বয়ং যাহা উপার্জ্জন করিবে কেবল তাহাতেই তাহারা অধিকারী, আর কাহারও ধনে তাহাদের কোন অধিকার নাই। জারজ সন্তানেরা যদি নিঃসন্তান হইয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করে, তাহা হইলে দেশের রাজা ভিন্ন অন্য কেহ সে ধনে অধিকারী নহে।

পিতামাতর যে উপাধি জারজ সন্তানগণের উপাধি সেরূপ নহে। অন্য লোকে তাহাদিগে যে উপাধি দ্বারা আহ্বান করে, সেই তাহাদের উপাধি।

ইংলণ্ডের বিধান সকল জারজদিগকে একবারে নিরাশ্রয় করে নাই। অন্ততঃ ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত মাতাদিগকে জারজ সন্তানদিগের লালন পালন করিতে হইবে। এবং সে জারজসন্তানের

পিতা কে? তাহা যদি কোন রূপে নিশ্চয় জানা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও তাহাদের প্রতিপাল-নার্থে কিছু কিছু আনুকূল্য করিতে হইবে।

ইচ্ছা হইলেই পার্লেমেণ্ট ঔরস সন্তানদিগের যে যে স্বত্ব, জারজদিগকেও সেই সেই স্বত্ব দিতে পারে।

রক্ষক ও রক্ষ্য।

পুত্র একবিংশতিবর্ষ প্রাপ্ত না হইতে হইতেই পিতা লোকান্তর গমন করিতে পারেন। এরূপ স্থলে পিতা সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন। তিনি যদি রক্ষক নিযুক্ত করিয়া যাইতে না পারেন, তাহা হইলে দেশের কর্ত্তৃপক্ষেরা রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিবেন। পিতাপুত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, রক্ষ্য যত দিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তত দিন রক্ষক দিগের সহিত তাহাদের সেইরূপ সম্বন্ধ।

রক্ষ্যেরা যতদিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তাহারা তত দিন নিজসম্পত্তির দান বিক্রয় করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

রক্ষ্যেরা একবিংশতি বর্ষ বয়সের সময় প্রাপ্ত-বয়স্ক হয়। সে সময়ে তাহারা নিজ নিজ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে পারে।

প্রভু ও ভৃত্য।

ইংলণ্ডে ক্রীতদাস নাই। আমরা যাহাকে গোলাম বলি, তাহা ইংলণ্ড দেশে নাই। অন্য দেশস্থ ক্রীতদাস যদি একবার ইংলণ্ডে পদার্পণ করিতে পারে; তাহা হইলে সে অমনি দাসত্ব শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইবে। যে ক্ষণ অবধি সে ইংলণ্ডের ভূমি স্পর্শ করিয়াছে, সেই অবধি কেহ তাহার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না; বলপূর্ব্বক তাহার রিক্‌থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা যেরূপে পারেন, তাহার রক্ষা করিবেন।

ইংলণ্ডে ভৃত্য তিন প্রকার। গৃহপরিচারক, যন্ত্র-বা-কৃষিভৃত্য, এবং উপদেশ্য।

ইংলণ্ডে সকল সামগ্রী মহার্ঘ। ভৃত্যও সেই-

রূপ মহার্ঘ। অধিক বেতন না দিলে কেহ ভৃত্যত্ব স্বীকার করে না।

কেহ আপন স্বেচ্ছায় ভৃত্যত্ব গ্রহণ না করিলে, কোন ব্যক্তি তাহাকে বলপূর্ব্বক ভৃত্য করিতে পারে না। পরিচারকেরা বৎসর বৎসর এত টাকা বেতন লইব, এই পণে, অন্যের নিকটে নিযুক্ত হয়। পরিচারকেরা গৃহকর্ম্ম করে। পরিচারক ইচ্ছা হইলেই প্রভুর কর্ম্ম ছাড়িতে পারে না; এবং প্রভু ইচ্ছা হইলেই পরিচারককে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন না। প্রভু পরিচারককে ছাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা হইলে, তাহাকে একমাস পূর্ব্বে তাহার সংবাদ দিতে হইবে; অথবা এক-মাসের অগ্রিম বেতন দিতে হইবে; এবং পরি-চারক প্রভুর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিলে এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে জানাইতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার ভৃত্য দিগকে কৃষিভৃত্য বা যন্ত্র-ভৃত্য বলে। তাহাদিগকে গৃহ কর্ম্ম করিতে হয় না। তাহাদিগকে হয় কৃষিকর্ম্ম করিতে হয়, নয়

বস্ত্রবয়নযন্ত্র, প্রভৃতি ইংলণ্ডে যে বহুবিধ যন্ত্র আছে, তাহাদের কার্য্য করিতে হয়। ইহারাও, প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহে, প্রতিমাসে বা প্রতি বৎসরে এত টাকা বেতন লইব, এই পণে নিযুক্ত হয়। যদি নিযুক্ত করিবার সময়ে কোন স্পষ্ট কথা না থাকে, তাহা হইলে, এক বৎসর তাহাদিগকে বেতন দিতে হইবে।

তৃতীয় প্রকার ভৃত্যের নাম উপদেশ্য। ইহারা কোন ব্যবসা শিখিবার নিমিত্ত অন্যের নিকটে কিছু কালের জন্যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। প্রভুদিগকে ইহাদের প্রতিপালন করিতে হয়, এবং যথাসাধ্য শিক্ষা প্রদান করিতে হয়।

যাহারা কোন আফীসে কেরাণী হয়, বা অন্য কোন স্থানে বেতন গ্রহণ করিয়া কোন কার্য্য করে, তাহারাও ভৃত্য। সামান্য পরিচারকদিগের ন্যায়, ইহাদের প্রভু, একমাসের বেতন দিয়া বা একমাস পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া, ইহা দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন না।

যত দিন প্রভু ভৃত্যকে কর্ম্মচ্যুত না করেন, এবং যত দিন ভৃত্য প্রভুর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে,

ততদিন প্রভুকে ভৃত্যের প্রতিপালন করিতে হইবে; এবং ভৃত্যকে প্রভুর আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। যদি ভৃত্য প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করে, তাহা হইলে তিনি তাহার যথোচিত শাসন করিতে পারিবেন। যদি ভৃত্য প্রভুর বিশ্বাসঘাতকতা, বা তাঁহার কোন দ্রব্য অপহরণ করে, তাহাহইলে সে আততায়ীরূপে পরিগণিত হইবে।

প্রভুগণ ভৃত্যদিগের, এবং ভৃত্যেরা প্রভুদের, শরীর বা রিক্‌থরক্ষার্থ, যদি কোন অবৈধ কার্য্যের আচরণ করে, তাহা হইলে, তাহারা দোষী বলিয়া গণ্য হইবে না। যদি কেহ ভৃত্যকে প্রহার করে, বা তাহার অঙ্গচ্ছেদ করে, তাহা হইলে প্রভু সে দুষ্ট ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে পারেন।

যদি ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞাপরবশ হইয়া অথবা প্রভুর কার্য্য করিতে করিতে প্রভুর উপকারার্থে কোন অবৈধ কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রভুদিগকে তাহার জবাবদিহি করিতে হইবে।

৩। রিক্‌থস্বত্ব।

এক্ষণে রিক্‌থস্বত্বের পর্য্যালোচন করিব।

রিক্‌থ দুই প্রকার। স্থাবর ও জঙ্গম।

যে সকল অচেতন পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না; যে স্থানে অবস্থিত আছে, চিরকাল সেইখানেই থাকে, তাহাদিগকে স্থাবর রিক্‌থ বলে। যথা, ভূমি, জলাশয়, অরণ্য, গৃহ, খনি, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার রিক্‌থের নাম জঙ্গম রিক্‌থ। যে সকল চেতন ও অচেতন পদার্থকে, যে খানে লইয়া যাও, সেই খানেই যায়, তাহাদিগকে জঙ্গমরিক্‌থ বলে; যথা, কুক্কুর, বস্ত্র, টাকা ইত্যাদি।

স্থাবর ও জঙ্গম রিক্‌থে যাঁহাদের অধিকার আছে, সেই সকল ধনস্বামীরা ইচ্ছা হইলেই, আপন আপন সম্পত্তি অন্যলোককে দান করিতে পারেন, এবং বিক্রয়ও করিতে পারেন। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশু এবং বাতুল প্রভৃতি কতকগুলি লোক

ভিন্ন, সকলেই মৃত্যু সময়ে উইল করিয়া, আপন আপন ক্ষমতানুসারে, রিক্থ সমূহ অন্য ব্যক্তিকে প্রদান করিতেপারে।

রিক্থ বিষয়ক সমুদয় কথা উপলব্ধি করা বহু-আয়াস-সাধ্য। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমার সে সব বিষয় জানিবার আবশ্যকতা নাই। কিরূপে স্থাবর ও জঙ্গম রিক্থের উত্তরাধিকার নির্ণয় হয়, তাহা বলিয়াই আমি এবিষয় হইতে ক্ষান্ত হইব।

প্রথমে, স্থাবররিক্থের উত্তরাধিকার লইয়া আন্দোলন করিব। তাহার পরে জঙ্গম রিক্থের উত্তরাধিকার-নিরূপণ করিব।

স্থাবর দায়াধিকার নির্ণয়।

ধনস্বামী চরমলেখশূন্য হইয়া লোকান্তর গমন করিলে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্থাবর রিকথের উত্তরাধিকারী হইবে, এক্ষণে তাহা নিরূপণ করিতেছি।

মৃতব্যক্তির স্থাবর রিক্থের উত্তরাধিকার বিষয়ে নিয়ম প্রচলিত আছে। সেই আট

নিয়মানুসারে স্থাবরদায়ের উত্তরাধিকারের ক্রম-নির্ণয় হইয়া থাকে। সেই আটটী নিয়ম কি কি তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

যে ব্যক্তি স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করিয়াছে, অন্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া সম্পাত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকেই আমরা রিক্থস্বামী বা ধনস্বামী বলিব।

১ম নিয়ম। ধনস্বামীর অধস্তন অপত্যগণ, তাঁহার স্থাবর রিক্থ প্রাপ্ত হইবে।

২। পুত্রসন্তান থাকিতে কন্যা সন্তানেরা কথঞ্চ উত্তরাধিকারী হইবে না।

৩। কোনব্যক্তির একাধিক পুত্র সন্তান থাকিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই তাঁহার উত্তরাধিকারী। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠদের পৈতৃকরিক্থে অধিকার নাই। কিন্তু কোন নিষ্পুত্র ব্যক্তির একাধিক কন্যা থাকিলে, কন্যাগণ তাহাদের পৈতৃক রিক্-

থের সমাংশভাগী। তাহারা সমান অংশে সেই ধন আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবে।

মনেকর, কোন একজন ধনস্বামীর, উয়িলিয়ম্ এবং জন নামে দুই পুত্র, এবং সুসানা ও ক্যাথারাইন্ নামে দুই কন্যা আছে। এস্থলে তৃতীয় নিয়মানুসারে কনিষ্ঠ জন্ তাঁহার পিতার স্থাবর রিক্‌থের একাংশও প্রাপ্ত হইবেন না। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে, তাঁহার ভগিনীরা তাঁহার অগ্রজ হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা পিতার ধনে অধিকারী নহেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা উয়িলিয়ম্ সেই সমুদয় ধন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যদি উয়িলিয়ম্ নিঃসন্তান হইয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় নিয়মানুসারে জন সেই রিক্‌থের উত্তরাধিকারী। ভগিনীগণ এখনও সেই পৈতৃক ধনে অধিকারী নহেন। যদি জন আবার নিঃসন্তান হইয়া নামশেষ হয়, তাহা হইলে তৃতীয় নিয়মানুসারে ভগিনীগণ, সমান অংশে সেই পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে।

৪। মৃতব্যক্তির অধস্তন অপত্যেরা তাঁহার

প্রতিরূপকস্বরূপ হইবে; অর্থাৎ তাঁহার অপত্যেরা তৎস্থানীয় হইবে।

উল্লিখিত উদাহরণে যদি উয়িলিয়মের একটী পুত্র থাকিত, তাহা হইলে সেই পুত্র তাহার পিতৃস্থানীয় বলিয়া উল্লিখিত সমুদয় ধনের অধিকারী হইত। তাহার পিতৃব্য জন, অথবা তাহার পিতৃস্বসা সুসানা এবং ক্যাথারাইন্, সেই ধন অধিকার করিতে পারিতেন না। যদি আবার, উয়িলিয়মের একটী পুত্র, এবং একটী কন্যা থাকিত, তাহা হইলে তাহার ভ্রাতার অবর্ত্তমানে সেই কন্যা সমুদয় পৈতামহিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন। তাহার পিতৃব্য অথবা পিতৃস্বসারা তাহা, পাইতেন না।

৫। ধনস্বামীর অধস্তন অপত্যগণ, নিঃশেষিত হইলে, তাঁহার ঊর্দ্ধতন, আসন্নতর, পিতা পিতামহ প্রভৃতি প্রভবেরা, যথাক্রমে তাঁহার স্থাবর রিক্‌থ প্রাপ্ত হইবে।

৬। সর্ব্বাগ্রে ধনস্বামীর পিতা, এবং পিতামহ প্রভৃতি পিতৃক পুরুষজাতিস্থ পুংপ্রভবেরাও

তাঁহাদের সন্তানেরা, তাহার পরে নারীজাতিস্থ পিতৃক অপুম্প্রভবেরা ও তাঁহাদের সন্তানেরা; তাহার পরে মাতা, এবং মাতামহ প্রভৃতি মাতৃক পুম্প্রভবেরা ও তাঁহাদের সন্তানেরা; এবং তাহার পরে মাতৃক অপুম্প্রভবেরা, ধনস্বামীর উত্তরাধিকারী হইবেন।

৭। ('যাহাদের পিতা ভিন্ন, কিন্তু মাতা এক; অথবা মাতা ভিন্ন কিন্তু পিতা এক; যাহাদের পুম্প্রভব অথবা অপুম্প্রভব ভিন্ন, কিন্তু অপুম্প্রভব অথবা পুম্প্রভব এক, এরূপ একব্যক্তিসম্বন্ধ দায়াদদিগকেই অর্দ্ধশোণিতভাগী দায়দ কহে। আমার বৈমাত্র ভ্রাতা আমার অর্দ্ধশোণিতভাগী দায়াদ। আমার পিতামহের মৃত্যু হইলে, আমার পিতামহী যদি পুনর্ব্বার বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই বিবাহোৎপন্ন সন্তানেরা আমার অর্দ্ধশোণিতভাগী দায়াদ হইবে। আমার সোদর ভ্রাতা আমার সর্ব্বশোণিতভাগী দায়াদ।')

সাধারণ প্রভব পুরুষজাতিস্থ হইলে, অর্দ্ধশোণিতভাগী দায়াদের সমানপর্য্যায়স্থ সর্ব্বশোণিত-

ভাগী দায়াদগণ অথবা তাঁহাদের সন্তান পরম্পরা বর্ত্তমান না থাকিলে, অর্দ্ধশোণিতভাগী দায়াদই ধনস্বামীর উত্তরাধিকারী হইবে; এবং সাধারণ প্রভব নারীজাতিস্থ হইলে, তাঁহার পরেই অর্দ্ধ-শোণিতভাগী দায়াদের, মৃতব্যক্তির স্থাবররিক্‌থে অধিকার স্পর্শিবে।

৮। অষ্টম নিয়ম এই যে, পিতৃক অপুম্প্রভব-দিগের পরিগণনাস্থলে, সর্ব্বপ্রথমে বিপ্রকৃষ্টতর পিতৃক পুম্প্রভবের মাতার গণনা করিতে হইবে; এবং মাতৃক অপুম্প্রভবদিগের গণনার সময়, সর্ব্বাগ্রে মাতৃক বিপ্রকৃষ্টতর পুম্প্রভবের মাতাকে পরিগণিত করিতে হইবে।

জঙ্গম রিক্‌থ বিষয়ে এসকল নিয়ম খাটিবেক না।

জঙ্গমদায়াধিকার নির্ণয়।

ধনস্বামী মৃত্যুসময়ে উইল অর্থাৎ চরমলেখ করিয়া যাইতে না পারিলে, কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত, একজন তত্ত্বাব-

ধায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি, মৃতব্যক্তির অধমর্ণ-দিগের নিকট হইতে তাঁহার ঋণ আদায় করেন, ধনস্বামীর উত্তমর্ণগণের ঋণ পরিষ্কার করেন; ধনস্বামী আপনার উইলে যদি কাহাকেও তাঁহার কোন সম্পত্তি দিয়া যাইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাকে দান করেন, এবং মৃতব্যক্তির সম্পত্তির অবশি-ষ্টাংশ তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন।

যে কয়েকটী নিয়ম অনুসারে স্থাবররিকথের উত্তরাধিকার নির্ণয় হইয়া থাকে; জঙ্গমরিক্‌থের উত্তরাধিকার সময়ে, সে নিয়মগুলি খাটে না। কিরূপে জঙ্গমরিক্‌থের বিভাগ হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি।

চরমলেখশূন্য মৃত ধনস্বামীর জঙ্গমরিক্‌থের একতৃতীয়াংশ তাঁহার বিধবা পত্নী প্রাপ্ত হইবে। অবশিষ্টাংশ তাঁহার পুত্র কন্যা প্রভৃতি সন্তানগণ, অথবা তাহাদের প্রতিরূপকেরা, সমান অংশে ভাগ করিয়া লইবে। যদি সন্তান সন্ততি, অথবা

তাহাদের প্রতিরূপকেরা বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে, বিধবা পত্নী অর্দ্ধাংশ, এবং আসন্নতর দায়াদেরা ও তাঁহাদের প্রতিরূপকেরা অর্দ্ধাংশ, পাইবেন। যদি বিধবা পত্নী জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে ধনস্বামীর সন্তানেরা তাঁহার সমুদয় জঙ্গম রিক্‌থের উত্তরাধিকারী হইবে। পত্নী অথবা সন্তান কেহই না থাকিলে, আসন্নতর দায়াদেরা ও তাঁহাদের প্রতিরূপকেরা সমাংশে তাহা অধিকৃত করিবে।

দায়াদগণের আসন্নতরত্ব গণনা স্থলে, সর্ব্বাগ্রে সন্তানগণ ও তাহাদের প্রতিরূপক দিগকে ধরিতে হইবে; তাহার পরে জননী; ক জন তাহার পরে ভ্রাতা ও ভগিনী; তাহার পরে পিতামহ ও পিতামহী; তাহার পরে পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্কন্যা; এবং তৎপরে পিতৃব্যপুত্র প্রভৃতিকে, উত্তরাধিকারিরূপে পরিগণিত করিতে হইবে।

যদি কোন ধনস্বামী মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার স্থাবর রিক্‌থের উত্তরাধিকারী ভিন্ন অন্য কোন সন্তানকে

কোন সম্পত্তি দিয়া যাইয়া থাকেন, এবং তাহা যদি, অন্যান্য প্রত্যেক সন্তান তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জঙ্গমরিক্থের যে ভাগ পাইবে, তাহার সমান হয়, তাহা হইলে সে সন্তান তাঁহার জঙ্গমরিক্থের আর ভাগ পাইবে না। কিন্তু তাহা যদি অন্যান্য সন্তানের ভাগ অপেক্ষা ন্যূন হয়, তাহা হইলে, আর যত পাইলে অন্যান্য সন্তানের প্রত্যেক ভাগের সমান হইবে, সেই সন্তান তাহার পিতার জঙ্গমরিক্থের তত অংশ প্রাপ্ত হইবে।

মনে কর কোন ধনস্বামীর ক, খ, ও গ নামে তিন ভ্রাতা আছে; এবং ভ্রাতাগণের অপেক্ষা তাঁহার অন্য আসন্নতর দায়াদ নাই। এস্থলে তাঁহার ভ্রাতা সকলই তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী; তাঁহারা সমান অংশে ধনস্বামীর জঙ্গমরিক্থ ভাগ করিয়া লইবেন। কিন্তু যদি ইহার মধ্যে একজন, (মনে কর ক) বিষয় পাইবার পূর্ব্বে, তিন পুত্র রাখিয়া, এবং আর একজন (খ) দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ধনস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা প্রত্যেকে

তাঁহার ভ্রাতার সমান ভাগ পাইবে না; অর্থাৎ মৃতব্যক্তির জঙ্গমরিক্‌থ ছয় ভাগে বিভক্ত হইবে না; ভ্রাতুষ্পুত্রদের আপন আপন পিতা বর্ত্ত-মান থাকিলে, তাঁহারা সেই সম্পত্তির যে যে অংশ পাইতেন, তাহারাও তাহাই পাইবে, অধিক আর পাইবে না। এস্থলেও ধনস্বামীর জঙ্গমরিক্‌থ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। ক র তিন পুত্র এক ভাগ, খ র দুই পুত্র এক ভাগ, এবং গ অপর ভাগ অধিকার করিবে।

বৎস! রিক্‌থ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে স্বত্বঘাতের কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিব।

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

তৃতীয় ভাগ।

অপকার, অপরাধ;

ও

ভারত বর্ষ।

১। অপকার।

আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দেশবাসী-দিগের স্বত্বরক্ষা করা দেশবিধির যেমন উদ্দেশ্য, দুষ্টলোকে অন্যের স্বত্বঘাত করিলে সেই নষ্ট-স্বত্বের উদ্ধার করা, তাহার তেমনি উদ্দেশ্য। ইংরেজদিগের স্বত্ব কি কি, তাহা শুনিয়াছ। এক্ষণে সেই স্বত্ব সমূহের নাশ হইলে, কিরূপে তাহার উদ্ধার হয়, তাহা শ্রবণ কর।

আমি বলিয়াছি, স্বত্বঘাত দুই প্রকার। অপকার ও অপরাধ। আমি ইহাও বলিয়াছি যে, অপকারের প্রতীকার হয়, এবং অপরাধের দণ্ড হয়।

অপরাধসমূহ কয় শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং কোন কোন অপরাধের কি কি দণ্ড হয়, তাহা পরে বলিব। এখন কেবল অপকার সকলের পর্য্যালোচনে প্রবৃত্ত হইব।

যে সকল স্বত্বঘাত কেবল এক ব্যক্তিকে স্পর্শে, যে সকল স্বত্বঘাত করিলে কেবল এক ব্যক্তিরই মন্দ করা হয়, দেশস্থ সমস্ত লোকের অনিষ্ট করা হয় না, তাহাকেই অপকার বলে। অপকৃত ব্যক্তি অনিষ্টকারীর নামে অভিযোগ করিয়া, সে অপকারের প্রতীকার করিতে পারে। অপকৃত ব্যক্তি বিচারালয়ে নালিশ করিয়া, সেই সমুদায় স্বত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হয়। যদি সেই নষ্টস্বত্ব সকল ফিরিয়া পাইবার উপায় না থাকে; যদি সেই স্বত্বসমুদয় একেবারে সংহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপকৃত ব্যক্তির তাহাতে যে ক্ষতি হইল, বিচারালয়সমূহ, অনিষ্টকারক দ্বারা সে ক্ষতি পূরণ করাইয়া

দিবেন। মনে কর কোন ব্যক্তি তোমার নিজস্ব ভূমি হইতে তোমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। তুমি বিচারপতিদের নিকটে, সেই বহিষ্কারীর নামে নালিশ করিয়া সেই ভূমিখণ্ড পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যদি কেহ, তুমি যে গৃহে বাস কর, সেই বাসগৃহটী একেবারে সমূলে ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা হইলে কোনরূপে তোমার পূর্ব্ব গৃহটী ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই। তুমি কেবল অনিষ্টকারীর নামে অভিযোগ করিয়া, ক্ষতিকারক দ্বারা আপনার ক্ষতি পূরণ করিতে পার।

অপকার সকলের প্রতীকার করিবার নিমিত্ত, বিচারালয় সমুদয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনেক অপকার আছে, মকদ্দমা করিয়া যাহা নিবারণ করিলে অনেক বিলম্ব হয়, অনর্থক অনেক ব্যয় হয়, অনেক অসুবিধা হয়। এরূপ স্থলে দেশের বিধান সমুদয়, অপকৃত ব্যক্তিসকলকে এই ক্ষমতা দিয়াছে যে, তাহারা অনিষ্টকারীর নামে বিচারালয়ে নালিশ না করিয়াও, স্বয়ং আপনাদের নষ্টস্বত্ব সকলকে উদ্ধৃত করিলেও করিতে পারে।

কিরূপ স্থলে অপকৃত ব্যক্তি স্বয়ং আপনার

স্বত্বঘাতকের প্রতীকার করিতে পারে, প্রথমে তাহারই নির্দ্দেশ করিব।

আত্মরক্ষা—। যদি কেহ ইংলণ্ডস্থ কোন ব্যক্তিকে, অথবা স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি তাহার পরিবারস্থ অন্য কাহাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে আক্রান্তব্যক্তি, যে রূপে পারে, সে আক্রমণের নিবারণ করিতে পারে; এমন কি ইহাতে যদি আক্রমণকারীর মৃত্যুও হয়, তাহা হইলেও আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোন দোষ স্পর্শিবে না। এস্থলে অপকৃত ব্যক্তি বিচারালয়ে নালিশ না করিয়া, আপনি আপনার অপকারের প্রতীকার করিল।

পুনর্গ্রহণ—। যদি কেহ কোন ব্যক্তির জঙ্গম-রিক্থ অপহরণ করে, তাহা হইলে অপকৃত ব্যক্তি, তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিলেই সেই সমুদয় রিক্থ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অপকৃত ব্যক্তি আপনার অপহৃত দ্রব্য সমূহের অধিকার করিতে গিয়া দাঙ্গা হেঙ্গাম করিতে পারিবে না। মনে কর তোমার অশ্ব অপহৃত হইয়াছে। যদি তুমি সেই অপহৃত অশ্বকে হাটে, মাঠে,

অথবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে, দেখিতে পাও তুমি তৎক্ষণাৎ সেই অশ্বকে আপনার বলিয়া অধিকার করিতে পার। কিন্তু যদি কোনমতে জানিতে পার যে, সেই অশ্ব অমুক ব্যক্তির অশ্ব-শালায়, বদ্ধ আছে; সে স্থলে তুমি স্বয়ং সেই অশ্বশালার দ্বার ভগ্ন করিয়া, আপনার অশ্ব গ্রহণ করিতে পার না; কারণ সেরূপ করিলে দাঙ্গা হেঙ্গাম করিতে হইবে। এস্থলে তোমাকে বিচার পুরুষদিগের সহায়তা প্রর্থনা করিতে হইবে।

পুনরধিকার—। সেই রূপ, যদি কেহ তোমাকে তোমার স্থাবররিক্‌থ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তুমি স্বয়ং শান্তি ভঙ্গ না করিয়া, সেই স্থাবর রিক্‌থের পুনর্ব্বার অধিকার গ্রহণ করিতে পার।

কণ্টকোৎসারণ—। যাহা কিছু অবৈধরূপে তোমার বিরক্তি উৎপাদন করে, অথবা তোমার কোন ক্ষতি সম্পাদন করে, তাহার নামই কণ্টক। তাহা তুমি স্বয়ং, অপসারিত করিতে পার। যদি কেহ আমার গবাক্ষের নিকটে এরূপে এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করে যে, তদ্দারা আমার গৃহে আলোক প্রবিষ্ট হইতে পারেনা, আমি স্বয়ং, শান্তিভঙ্গ না

স্বত্ব ও সমাজস্বত্ব। স্বত্বঘাত সকলকেও সেই অনুসারে বিভক্ত করা বিধেয়। ইহার মধ্যে সমাজস্বত্বঘাতকে অপরাধ বলে, এবং আত্মস্বত্ব-ঘাত, গৃহপতিস্বত্বঘাত ও রিক্‌থস্বত্বঘাতকে, অপকার বলে। সমাজস্বত্বঘাতের কথা পরে বলিব; এখন কেবল, আত্মস্বত্ব, গৃহপতিস্বত্ব ও রিক্‌থস্বত্ব বিষয়ক অপকার সকলের নিরূপণ করিতেছি।

১। আত্মস্বত্বঘাত—। আমি পূর্ব্বে আত্মস্বত্ব সমুদয়কে দুই প্রধান ভাগে নিবেশিত করিয়াছি। আত্মরক্ষাস্বত্ব ও আত্মস্বাতন্ত্র্যস্বত্ব। আত্মরক্ষা-স্বত্ব, আবার চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। জীবনরক্ষা, অবয়বরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও খ্যাতি-রক্ষা। যথাক্রমে সেই সমুদয়ের পর্য্যালোচন করিব।

জীবনবিষয়ক অপকার—। দুষ্ট লোকে অন্যের প্রাণসংহার করিতেপারে। কিন্তু অন্যের জীবন নষ্ট হইলে, কেবল সংক্রান্ত ব্যক্তিরই স্বত্বধ্বংশ হইল, তাহা নহে, দেশস্থ সমস্ত লোকের স্বত্বঘাতহইল। অতএব এরূপ বিদ্বেষবধ, অপরাধ, বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অপরাধের অবধারণ সময়ে

বিদ্বেষবধের ও উল্লেখ করিব। এখন বিদ্বেষবধের বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

অবয়ববিষয়ক অপকার—। যদি কেহ, তোমার অঙ্গচ্ছেদ করিবে, তোমাকে প্রহার করিবে, এই ভয় দেখায়, এবং তাহাতে অত্যন্ত ভয়াতুর হইয়া যদি তুমি কোন কার্য্য করিতে না পার; তাহা হইলে যে ব্যক্তি তোমাকে ঐরূপ ভয় দেখাইল, সে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে অপকার করিল। যদি কেহ তোমাকে আক্রমণ করে, প্রহার করে, অথবা তোমাকে অন্য কোন প্রকারে আহত করে, তাহা হইলে এরূপ আচরণকারী তোমার অবয়ব বিষয়ে অপকার করিল। তুমি অপকারীর নামে নালিশ করিয়া, ঐরূপ অপকার করাতে তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে পার।

স্বাস্থ্যবিষয়ক অপকার—। যদি কেহ, ইংলণ্ডবাসী কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি করে, সে দণ্ডনীয় হইবে। মনে কর ক নামে একজন, খ নামে আর একজনকে এক অতি অপকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিল। তাহা আহার করিয়া খয়ের

স্বাস্থ্য নষ্ট হইল। সেরূপ স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়াতে খয়ের যে ক্ষতি হইল, কর নামে নালিশ করিয়া খ তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারে। যদি ক খয়ের গৃহের নিকটে কোন দুর্গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করে, এবং সেই দুর্গন্ধ দ্রব্যের পূতিগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া খয়ের গৃহ পার্শ্বস্থ বায়ুরাশি দূষিত করে, ও তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহা হইলে, ক খয়ের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে। যদি কোন চিকিৎসক অবহেলা করিয়া, অথবা অনভিজ্ঞতাহেতু ক নামে কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি করেন, ক চিকিৎসকের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে।

খ্যাতিবিষয়ক অপকার—। যদি ক বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া খর মিথ্যাপবাদ করিয়া বেড়ায়; অথবা লেখদ্বারা, চিত্রদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে, খর মিথ্যা-কলঙ্ক প্রকাশ করে; এবং খর যদি বাস্তবিক তাহাতে কোন হানি হয়, ও যদি তাহাতে খর সকল লোকের নিকটে ঘৃণাস্পদ হইবার সম্ভাবনা থাকে; তাহা হইলে খ কয়ের নামে ক্ষতিপূরণের জন্যে নালিশ করিতে পারে। যদি

ক, একজন চিকিৎসককে কিংবৈদ্য অর্থাৎ বৈদ্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ; একজন ব্যবহারাজীবকে কূটকার অর্থাৎ প্রবঞ্চক; ও একজন পণ্যাজীবকে (সওদাগরকে) ঋণশোধনাক্ষম অর্থাৎ দেউলিয়া, বলিয়া তাহাদের কলঙ্ক রটাইয়া দেয়, তাহা হইলে অপকৃত ব্যক্তিগণ কর নামে ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে। কিন্তু ক যদি আবার, তাহারা বাস্তবিক সেই সেই অপগুণযুক্ত, ইহা প্রমাণ করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে, ক দোষমুক্ত হইবে। যদি কেহ লেখদ্বারা, চিত্রদ্বারা তোমার মিথ্যাপবাদ করে, তাহা হইলে তাহা যেমন অপকাররূপে পরিগণিত হয়, তেমনি অপরাধরূপেও নিরূপিত হয়। মৌখিক কুৎসা কখন অপরাধরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। ক খকে পরদারিক বলিয়া নিন্দা করিলে কর দণ্ড হইবে না।

আত্মস্বাতন্ত্র্য বিষয়ে অপকার—। যদি ক অন্যায় করিয়া খকে বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে খ কর নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে।

২। গৃহপতি স্বত্বঘাত—। যদি ক, বলে ছলে বা কৌশলে খর পত্নীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তাঁহার সতীত্ব নাশ করে, বা অন্য কোন প্রকারে তাঁর অবমাননা করে, তাহা হইলে ক খর নামে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত নালিশ করিতে পারে।

পিতা সন্তানগণের প্রভুস্বরূপ, অতএব যদি ক খয়ের কন্যাকে সন্মার্গ ভ্রষ্ট করায়, অথবা ক খয়ের কোন সন্তানকে প্রহার করে, বা অন্য কোন প্রকারে তাহার প্রতি অসদাচরণ করে, তাহা হইলে, খয়ের "ক আমার মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে" এই বলিয়া কর নামে নালিশ করিবার সামর্থ্য আছে। সেরূপ মর্য্যাদা ব্যতিক্রম হেতু খয়ের যে হানি হইয়াছে, ককে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

যদি ক খয়ের রক্ষ্যকে অপহরণ করে, বা অন্য কোন প্রকারে তাহার ধর্ষণ করে, তাহা হইলে খ কয়ের নামে মর্য্যাদা ব্যতিক্রমের নালিশ করিয়া ক্ষতিপরণ করিয়া লইতে পারে।

যদি ক খয়ের বেতনগ্রাহী ভৃত্যাকে আপন

কর্ম্মে নিযুক্ত করে, বা লোভ দেখাইয়া প্রভুর কর্ম্ম পরিত্যাগ করায়; অথবা ভৃত্যকে প্রহার করে, বা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে খ কয়ের নামে নালিশ করিয়া আপনার ক্ষতি-পূরণ করিয়া লইতে পারে।

৩। রিক্থস্বত্বঘাত—। রিক্থস্বত্ব দুই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছি। স্থাবর রিক্থস্বত্ব ও জঙ্গম-রিক্থস্বত্ব। রিক্থস্বত্বঘাতও দুই প্রকার; স্থাবররিক্থ-স্বত্বঘাত, এবং জঙ্গমরিক্থ-স্বত্বঘাত। যথাক্রমে তাহাদের নিরূপণ করিতেছি।

স্থাবররিক্থ-স্বত্বঘাত॥ ভুক্তিচ্যুতি—। যদি ক খকে তাহার নিজস্ব ভূমিখণ্ড প্রভৃতি স্থাবররিক্থ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আপনি তাহা অধিকার করিয়া লয়, তাহা হইলে, খ বিচারপতিদের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া, এবং শান্তিভঙ্গ না করিয়া, হয় স্বয়ং সেই ভূমিখণ্ড পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া লইবে, নয় অপকারীর নামে নালিশ করিয়া তাহা পুনর্ব্বার অধিকার করিয়া লইবে।

মর্য্যাদা ব্যতিক্রম—। যদি ক অথবা তাহার

পশু সমুদয় খয়ের বিনানুমতিতে, খয়ের ভূমিতে প্রবেশ করে, অথবা খয়ের অন্য কোন স্থাবর-রিক্‌থ বিষয়ে কোন অপকার করে, তাহা হইলে ক খয়ের নামে নালিশ করিয়া ক্ষতিকারক দ্বারা আপনার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারে।

কণ্টক—। কণ্টক কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি যদি ক কোন রূপে খকে বিরক্ত করে, অথবা খয়ের অন্য কোন অনিষ্ট করে, তাহা হইলে খ ইচ্ছা হইলে স্বয়ং সেই বিরক্তজনক দ্রব্যকে অপসারিত করিতে পারে, অথবা বিচারালয়ে অনিষ্টকারীর নামে ক্ষতি পূরণার্থে নালিশ করিতে পারে। যদি ক খয়ের গৃহের নিকটে শূকর অথবা অন্য কোন ইতর জন্তু রক্ষিত করে, এবং যদি তাহাদের দুর্গন্ধে গৃহে তিষ্ঠানা না যায়, তাহা হইলে খ হয় স্বয়ং সেই অনিষ্টজনক জন্তুগণকে তাড়াইয়া দিতে পারে; নয় বিচারপতিদিগের নিকটে আবেদন করিয়া, সেই সকল ইতর জন্তুকে দূর করিয়া দিয়া খ দ্বারা আপনার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারে।

অপচয়—। মনে কর ক, খর নিকট হইতে,

খয়ের এক খণ্ড ভূমি বৎসর কয়েকের নিমিত্ত ভাড়া করিয়া লইয়াছে। যদি ক, সেই ভূমিস্থ কোন সুশোভন বৃক্ষ পাতিত করে, অথবা ভূমিস্থ কোন গৃহের কোনরূপে নাশ করে, তাহা হইলে খ কর নামে ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে।

ব্যবকলন—। মনে কর, খয়ের প্রতি কয়ের কোন কর্ত্তব্য আছে; এবং মনে কর খয়ের নিকটে খাজনা পাওনা আছে; এস্থলে যদি ক কর্ত্তব্য প্রতিপালন না করে, অথবা প্রাপ্য খাজনা না দেয়, তাহা হইলে খ কয়ের নামে নালিশ করিতে পারে।

বাধা—। যদি ক খকে তাহার স্থাবর রিক্থ সংশ্লিষ্ট স্বত্বসমূহের নিষ্কণ্টকে ভোগ বিষয়ে কোন বাধা দেয়, তাহা হইলে খ কয়ের নামে ক্ষতিপূরণার্থে নালিশ করিতে পারে। মনে কর খয়ের একটী বাজার আছে। যদি ক তাহার নিকটে আর একটী বাজার বসাইয়া, খয়ের বাজার ভাঙিয়া আনে, তাহা হইলে খর তাহাতে যে ক্ষতি হইল, খ কর নামে নালিশ করিয়া তাহা পূরিত

করিতে পারে। মনে কর কয়ের ভূমির উপর দিয়া খয়ের ভূমিতে যাইবার এক পথ আছে। ক যদি সেই পথ বন্ধ করে, তাহা হইলে খয়ের বড় অসুবিধা হয়। এস্থলে খ কয়ের নামে নালিশ করিয়া পুনর্ব্বার সেই পথে যাইতে পাইবে।

জঙ্গমরিক্‌থ স্বত্বঘাত ।। অবৈধ গ্রহণ—। যদি কেহ অন্যের কোন দ্রব্য অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপকৃত ব্যক্তি অনিষ্ট-কারীর নামে অভিযোগ করিয়া, সেই দ্রব্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে; এবং সেই রূপগ্রহণ করাতে তাহার যে ক্ষতি হইয়াছিল, ক্ষতিকারকদ্বারা তাহা পুরিত করিয়া লইবে।

অবৈধ রোধ—। মনে কর ক খয়ের নিকট হইতে একটী অশ্ব দিন কতকের জন্য ভাড়া করিয়া লইল। এস্থলে অশ্বগ্রহণ বিধিসম্মত; কিন্তু নির্দ্ধা-রিত সময় অতিবাহিত হইলেও যদি ক খকে তাহার অশ্ব প্রত্যর্পণ না করে, আপনার নিকটে রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে সেরূপ রোধ অবৈধ। খ কয়ের নামে অভিযোগ করিয়া, সেই অশ্ব

ফিরিয়া পাইবে, এবং সেরূপ অবৈধ রোধ করাতে খয়ের যে ক্ষতি হইয়াছিল, ক তাহাও পূরিত করিয়া দিবে।

যদি ক কোন কর্ম্ম করিবে বলিয়া, খয়ের নিকটে মুখে প্রতিজ্ঞা করে, অথবা লেখা পড়া করিয়া দেয়, এবং পরে যদি ক সেই কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে খ কয়ের নামে নালিশ করিয়া সেই অঙ্গীকার পালন করাইয়া লইবে; আর যদি সেই অঙ্গীকার পালন করাইবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে ককে খয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে দিতে হইবে।

এস্থলে আমার ইহাও বক্তব্য যে স্থাবর রিক্‌থ বিষয়ে ও জঙ্গমরিক্‌থ বিষয়ে কেহ কোন অপকার করিলে, অপকৃত ব্যক্তিকে যথাক্রমে কুড়ি ও ছয় বৎসরের মধ্যে অপকারীর নামে অভিযোগ করিতে হইবে।

কোন্ কোন্ স্থলে বিচারালয়ে নালিশ করিয়া আপনার নষ্ট স্বত্বের উদ্ধার হয়, তাহা শ্রবণ করিলে, এক্ষণে অপরাধের নির্ণয় করিব।

৬। অপরাধ।

যে কোন স্বত্বঘাত, দেশবিধি সমূহের প্রতিকূলে বিহিত হইয়া, দেশস্থ সমুদয় লোকের অনিষ্ট সম্পাদন করে, তাহার নামই অপরাধ। অপরাধ সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজদ্রোহ, আততায়িতা, ও উপাপরাধ। কোন্ কোন্ অপরাধ কোন্ কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা ক্রমে নিরূপণ করিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে রাজদ্রোহ কাহাকে বলে তাহার নির্ণয় করিব।

রাজদ্রোহ—। যদি কেহ বিদ্বেষবশবর্ত্তী হইয়া দেশস্থ রাজাকে, রাজমহিষীকে, অথবা জ্যেষ্ঠ-রাজকুমারকে, বধ করে, বধ করিবার চেষ্টা করে, অস্ত্রাহত করে, কারারুদ্ধ করে, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে লঙ্ঘন করিবার প্রয়াস পায়; আর যদি কেহ কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত সঙ্গ্রাম করে, ইংলণ্ডস্থ শত্রুবর্গের সহায়তা করে, অথবা দেশের তন্ত্রস্থিতি উন্মূলিত করিবার উপক্রম করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবে; এবং তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

বিদ্বেষবধ—। কেহ দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া অন্যের প্রাণ সংহার করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

প্রমাদ-বধ—। বিদ্বেষশূন্য, আকস্মিক, অনিচ্ছাকৃত, নৃহত্যার নাম প্রমাদ-বধ। প্রমাদ-বধের অবস্থা ভেদে দণ্ডের তারতম্য হয়। যদি প্রমাদ-ঘাতক প্রমাণ করিতে পারে যে, সে দ্বেষ-পরবশ হইয়া হত ব্যক্তির প্রাণসংহার করে নাই, অকস্মাৎ ক্রোধদীপ্ত হইয়া, মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করিবামাত্র তাহার প্রাণ নাশ হইয়াছে, তাহা হইলে প্রমাদ-ঘাতকের কোনমতে প্রাণদণ্ড হইবে না। স্থল বিশেষে দণ্ডের ন্যূনাধিক্য হয়।

আত্মহত্যা—। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তাহার সমুদয় রিক্‌থ রাজভাণ্ডারসাৎ হয়।

বধোদ্যম—। যদি কোন ব্যক্তি, গুলিকাক্ষেপ দ্বারা, বিষ দ্বারা, অথবা অস্ত্রাঘাত দ্বারা, কোন মানুষের প্রাণবিনাশ করিবার উপক্রম করে, তাহা হইলে অপরাধী আততায়ীরূপে গৃহীত হইবে, এবং তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহার প্রাণদণ্ড হয় না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অন্যবধোদ্যত ব্যক্তি তৈল দ্বারা ভার্জ্জিত হইত।

কেহ, অঙ্গহীন বা অঙ্গবিকৃত করিবার মানসে কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রাঘাত করিলে; তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলিকাক্ষেপ, অথবা কোন আশু-দাহ্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে; বিচারপতিরা ইচ্ছা হইলে সেই দোষী ব্যক্তির প্রতি কারাবাস ও কঠোর পরিশ্রমের অনুমতি করিতে পারেন, অথবা তাহাকে কিছুকালের জন্যে আপরাধিক দাসত্ব অর্থাৎ জঘন্য ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করিতে আজ্ঞা করিতে পারেন।

বলাৎকারাভিগম—। বলাৎকার পূর্ব্বক কাহা-রও সতীত্ব নষ্ট করিলে, পূর্ব্বে এই নরাধমের প্রাণদণ্ড হইত, এখন তাহাকে আপরাধিক দাসত্ব ভোগ করিতে হয়।

প্রসভহরণ অর্থাৎ ডাকাইতি—। যদি কেহ বলপূর্ব্বক, অথবা বলাৎকারে ভয় দেখাইয়া, অন্যের কোন দ্রব্য অপহরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে হয় কারাবাস ও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, নতুবা জঘন্য ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে।

নক্তং গৃহভেদ অর্থাৎ সিঁধচুরি—। যদি কেহ

রাত্রি নয়টা হইতে প্রাতঃকাল ছয়টা পর্য্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিবার মানসে কাহারও গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত করে, গৃহভিত্তি ভেদ করে; অথবা যদি কেহ কোন-রূপে কাহারও গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, গৃহস্থ দ্রব্য সামগ্রী আত্মসাৎ করে ও গৃহভেদ করিয়া বহির্গত হয়, তাহা হইলে সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে কারাবাস করিতে হইবে, কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এবং জঘন্য ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে।

দিবা গৃহভেদ—। দিনের বেলায় ঐরূপ অপরাধে অপরাধী হইলে, হয় আপরাধিক দাসত্ব, নয় কঠোর পরিশ্রম ও কারাবাস করিতে হইবে।

কূটলেখ—। যদি কেহ ব্যাঙ্কনোট্, চেক্, উইল, সই মোহর প্রভৃতি জাল করে, অথবা প্রতারণ-মানসে বিধান সংক্রান্ত কোন প্রকৃত লেখ্যের কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করে, তাহারও ঐরূপ দণ্ড হইবে।

কূটলেখ-চালন-চেষ্টা—। জাল কাগজ পত্র-কে জাল জানিয়াও, যে ব্যক্তি তাহা প্রকৃত বলিয়া

প্রচলিত করিবার চেষ্টা পায়, সে ঐরূপ দণ্ডভোগ করিবে।

বহুবিবাহ—। পতি অথবা পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে, যদি কেহ পুনর্ব্বার বিবাহ করে, বিচারপতিরা তাহাকেও উক্তরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিতে পারেন।

সমুদ্রচৌর্য্য অর্থাৎ বম্বেটিয়াগিরি—। সমুদ্রস্থ অর্ণবপোত ধৃত করিয়া, তাহা হইতে দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ করার নামই সমুদ্রচৌর্য্য। বলাৎকার পূর্ব্বক এই গর্হিত কর্ম্ম আচরণ করিলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু বলাৎকার পূর্ব্বক এরূপ ঘৃণাস্পদ কর্ম্ম না করিলে, অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবে না, তাহাতে কঠোর পরিশ্রম ও কারাবাস অথবা আপরাধিক দাসত্বদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অগ্নি-দান—। কেহ অন্যের ঘরে, জাহাজে, অথবা তৃণরাশিতে, অগ্নিপ্রদান করিলে, তাহার প্রতি বিচারপতিরা আপরাধিক দাসত্ব ও কারাবাস এ দুয়ের অন্যতর দণ্ডের অনুমতি করিতে পারেন।

কূটমুদ্রা-নির্ম্মিতি—। তোমাকে বলিয়াছি, যে টঙ্কশালা নির্ম্মাণ করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা কেবল রাজারই অধিকার। যদি রাজা ভিন্ন আর কেহ মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া প্রচারিত করে, তাহার আপ-রাধিক দাসত্ব অথবা কঠোর পরিশ্রম ও কারাবাস দণ্ড হইবে।

স্তেয়, অর্থাৎ চুরি—। কেহ অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিলে, তাহাকে কঠোর পরিশ্রম ও কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এই অপ-রাধের অবস্থা ভেদে দণ্ডের তারতম্য হয়।

লোপ্ত্র-গ্রহ—। ‘এই দ্রব্য গুলি অপহৃত দ্রব্য’, ইহা জানিয়াও যে তাহা গ্রহণ করে, তাহা-রও উক্তরূপ দণ্ড হইবে।

নিহ্নবাপহার, অর্থাৎ তহবিল ভাঙা—। যদি কয়ের নিকটে খয়ের তহবিল থাকে, এবং ক তাহা আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে ক ঐরূপ দণ্ড গ্রহণ করিবে।

যদি কেহ দাঙ্গা হেঙ্গাম করে, এবং তাহাতে ব-লাৎকার প্রযুক্ত করে,তাহারও ঐরূপ দণ্ড হইবে।

কারাগৃহ হইতে পলায়ন—। দণ্ড ঐরূপ।

কারারুদ্ধ ব্যক্তির পলায়ন বিষয়ে সহায়তা করণও আততায়িতা শ্রেণীভুক্ত।

আমি যে যে অপরাধের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ভিন্নও অনেক অপরাধ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আমি কেবল এই শ্রেণীগত প্রধান প্রধান অপরাধের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি।

এক্ষণে কোন্ কোন্ অপরাধ উপাপরাধ শ্রেণীর অন্তর্ভূত, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মৃষা-ভাষণ—। যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ গ্রহণ করে, তাহাকে আপরাধিক দাসত্ব ও কঠোর পরিশ্রম-সহিত-কারাবাস, এই দুয়ের অন্যতর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ছল—। প্রতারণা করিয়া অন্যের টাকা বা দ্রব্য লইলে, ঐরূপ দণ্ড হয়।

অভিদ্রোহ—। অন্যায় পূর্ব্বক অন্যকে আক্রমণ করিলে, অপরাধী ব্যক্তির হয় অর্থদণ্ড, নয় কারাবাস দণ্ড হয়। এস্থলে বিচারপতিরা অপরাধীর প্রতি, কারাগারে কঠোর পরিশ্রমের আজ্ঞা করিতে পারেন, নাও পারেন।

ষড়্‌যন্ত্র—। কোন অবৈধ কর্ম্মের, অথবা অবৈধ উপায়ে, কোন বৈধ কর্ম্মের, আচরণ করিবার নিমিত্ত দুই অথবা বহুলোকে সমবেত হইলে, তাহাদেরও ঐরূপ দণ্ড হইবে।

কূটমুদ্রা-চালনচেষ্টা—। দণ্ড কারাবাস ও কঠোর পরিশ্রম।

লেখ-কলঙ্ক-প্রচারণ—। যদি কেহ লেখদ্বারা, চিত্রদ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে,অন্য কাহার-ও মিথ্যাপবাদ করে, তাহার প্রতি হয় কারাবাসের, নয় অর্থদণ্ডের, নতুবা কারাবাস-ও-অর্থদণ্ডের অনুমতি হইবে।

কেহ দ্যূতক্রীড়া করিলে, দ্রব্যের উচিত শুল্ক প্রদান না করিলে, এবং কূটতুলার ব্যবহার করিলে, সে ব্যক্তিও উপাপরাধকর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবং অবস্থাভেদে তাহাকে হয় অর্থদণ্ড দিতে হইবে, নয় কারাভোগ করিতে হইবে, নতুবা আপরাধিক দাসত্ব দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

আততায়িতাশ্রেণীভুক্ত কোন অপরাধ বিহিত করিবার উপক্রম করিলেও তাহা উপাপরাধ

বলিয়া পরিগণিত হইবে। এ সকল স্থলে প্রায় দুই বৎসরকাল কারাবাসের অনুমতি হয়। কিন্তু বিচারপতিরা অবস্থাভেদে দণ্ডের ন্যূনাধিক্য করিতে পারেন।

ইংলণ্ডে এখন নির্ব্বাসন দণ্ড রহিত হইয়াছে।

স্মরণ করিয়া দেখ, তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে অভিদ্রোহ ও লেখ-কলঙ্ক স্থলে, অপকৃত ব্যক্তি হয় অপরাধীর নামে ফৌজদারি আদালতে নালিশ করিতে পারে, নয় দেওয়ানী আদালতে অপরাধীর নামে ক্ষতিপূরণার্থে নালিশ করিতে পারে।

যদি দুই অথবা বহুলোক একত্রে কোন অপরাধ করে,তাহাদের সকলকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

যাহারা কোন অপরাধ বিহিত হইবার পূর্ব্বে, বিহিত হইবার সময়ে, অথবা বিহিত হইবার পরে, অপরাধী ব্যক্তিদিগের কোনরূপে সহায়তা করে, তাহারাও দণ্ডভাগী হইবে।

অপরাধী ব্যক্তির বিচার হইবার সময়ে বার জন অপক্ষপাতী প্রতিবেশীকে জুরীরূপে উপস্থিত থাকিতেই হইবে।

এস্থলে তোমার স্মরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে বিচারপতিরা অপরাধীর প্রতি দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলে পর রাজা মনে করিলেই তাহাকে দণ্ডমুক্ত করিতে পারেন।

বৎস! আজি আর একটী কথা বলিয়াই আমাদের কথোপকথন শেষ করিব।

ইংলণ্ডে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা সকলের তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত চারিটী সর্ব্বপ্রধান বিচারগৃহ আছে। "কোর্ট অব্ এক্স্‌চেকর," "কোর্ট অব্ কমন্ প্লিস্" "কোর্ট অব্ কুইন্স্ বেঞ্চ্" এবং "কোর্ট অব্ চ্যান্‌সরি"।

"কোর্ট অব্ চ্যানসরি" কেবল 'একুযুটী' অর্থাৎ ন্যায় বিষয়ক মকদ্দমাতে হস্তক্ষেপ করে। এই ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতিকে "লর্ডচ্যান্স-লর কহে। তাঁহার বার্ষিক বেতন, এক লক্ষ টাকা। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ড চ্যান্সলরের পদ অপেক্ষা অধিক গৌরবযুক্ত উচ্চ পদ আর নাই। প্রধান বিচারপতির সহায়তা করিবার নিমিত্ত, আর ছয় জন সহকারী নিযুক্ত আছেন।

একজনকে 'মাষ্টর অব্ রোল্স,' তিন জনকে 'ভাইস্ চ্যান্সলর' এবং অপর দুই জনের প্রত্যেককে 'লর্ড জষ্টিস্ কহে'।

প্রথমোক্ত দুই বিচারালয় এবং কোর্ট অব্-কুইন্স্ বেঞ্চের এক ভাগ কেবল দেওয়ানী মকদ্দমার নিষ্পত্তি করে। কুইন্স বেঞ্চের অপর ভাগ সমুদয় ফৌজদারী মকদ্দমার তত্ত্বাবধারণ করে। কোর্ট অব্ একেস্‌চেকর বিচার গৃহে সমুদয় রাজস্ব ঘটিত মকদ্দমা ও অন্যান্য দেওয়ানী মকদ্দমা হয়। কোর্ট অব্ কমন্‌প্লিস্ বিচারালয়ে রাজস্বঘটিত ভিন্ন সমুদয় দেওয়ানী মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। এবং কোর্ট অব্ কমন্ প্লিস্ নামক ধর্ম্মাধিকরণের ও দেওয়ানী ভাগে স্থাবররিক্থ বিষয়ক মকদ্দমা ভিন্ন দেওয়ানী মকদ্দমা সমুহের নির্ণয় হয়।

কোর্ট অব্ চ্যান্সরি ভিন্ন প্রত্যেক বিচারগৃহে পাঁচ পাঁচ জন বিচারপতি আছেন। "কুইন্স বেঞ্চ" এর প্রধান বিচারপতি আশি হাজার টাকা, এবং অপর দুই বিচারগৃহের বিচারপতিরা প্রত্যেকে সত্তর হাজার টাকা বার্ষিক বেতন পান।

প্রত্যেক সহকারী বিচারপতির বর্ষিক বেতন, পঞ্চাশ হাজার টাকা।

অপরাধ বিষয়ে আর যাহা জানা আবশ্যক ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী বুঝাইয়া দিবার সময়ে তাহা বলিয়াছি।

বৎস! তুমি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে। আমি সংশয় করি না, বিধান সংহিতা শুনিবার সময়ে, স্থানে স্থানে তোমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তোমার মুখভঙ্গী দেখিয়া আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছ।

ভারতবর্ষ।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ নিরূপণ।

শিষ্য—। আর্য্য! আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি না জানিয়া শুনিয়াই বিধানশাস্ত্রের প্রতি ওরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলাম। বিধান-শাস্ত্র যে এরূপ সুন্দর সামগ্রী

তাহা আমার বোধ ছিল না। উহাতে যে এত বুদ্ধি কৌশল প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আমি মনে করি নাই। ব্যবহার সংহিতার প্রতি আমার যে বিদ্বেষ ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি অন্য অন্য শাস্ত্রের যেরূপ চর্চ্চা করিব, বিধান-শাস্ত্রের ও তাহা অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। ইংলণ্ডের বিধান-সংহিতা যে এক চমৎকার পদার্থ, তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! ইংরেজেরা যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, তাহার একশেষ না করিয়া কখন ক্ষান্ত হয় না। যে দিগে নয়ন বিক্ষেপ করি, সেই দিগেই উহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহাস, পরাক্রমের নিদর্শন প্রাপ্ত হই। আমার এখন বোধ হইতেছে, যে আমাদের বড় ভাগ্য যে অন্য কোন দুর্দ্দান্ত জাতি ভারতবর্ষের জয় না করিয়া, ইংরেজেরা ভারতভূমির অধিকার করিয়াছে। ইহা আমি অবশ্য স্বীকার করি, যে ইংরেজরাজ্যে অনেক অত্যাচার হয়। ভারত-বর্ষবাসীদের যে পরিমাণে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হওয়া উচিত, এখনও তা হয় নাই। আমাদের বাসস্থান জন্মভূমি ইংলণ্ডবিজিত হইয়া পাদনিষ্পিষ্ট

হইতেছে, আমরা আজি পর্য্যন্ত ইহা ভুলিতে পারি নাই। আমরা স্বাধীন নহি, কোথা হইতে কতকগুলি শ্বেতকায় পুরুষ আসিয়া, আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, আমাদের উপরে প্রভুত্ব করিতেছে, স্বর্ণময় ভারতভূমির অধিপতি হইয়াছে এই অরুন্তুদ ভাবনা সময়ে সময়ে আমাদিগকে অতিশয় যাতনা দেয়। কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে যাহারা পাপিষ্ঠমোগলবংশের সমূলে উন্মূলন করিয়াছে, যাহারা দুষ্প্রবৃত্তিপ্রেরিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের কবল হইতে ভারতবর্ষ বিমুক্ত করিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের কত উপকার হইয়াছে। মুসলমানদের রাজত্ব সময়ে কাহারও ধন প্রাণ মান রক্ষা হইত না, ইহা কাহার অবিদিত আছে। তাহারা দেবভোগ্য ভারতভূমিতে একেবারে ছার ক্ষার করিয়াছে, ইহাকে না জানেন। ধন প্রাণ মান রক্ষার নিমিত্তে সর্ব্বদা সকলকে সশঙ্ক থাকিতে হইত। ইংরেজরাজ্যে যে সেরূপ নাই, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইতেছি। আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজদের সাধুবাদ করিতেছি।

আর্য্য! আমার বাচালতায় মহাশয় বিরক্ত হইবেন না। আমি ইংরেজদের সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া কোন মতে বাক্‌রোধ করিতে পারিলাম না। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী প্রভৃতি সমুদয় বিষয় বুঝাইয়া দিয়া আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি কোন কালে তাহা বিস্মৃত হইব না। আর্য্য! ইংরেজেরা কিরূপে ভারতভূমিতে আধিপত্য স্থাপনের সূত্রপাত করেন, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ শাসন করেন, ইহা জানিতে আমার অতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে। যদি অবকাশ থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক মহাশয় তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু—। তুমি যে বিষয় জানিতে উৎসুক হইয়াছ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত সহজ কথা নয়। সংক্ষেপে ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী বলিতে যত সময় লাগিয়াছে, যদি তত সময় আবার এবিষয়ে ব্যাপৃত করা যায়, তাহা হইলেও সমুদয় কথা বলা হইবে না। যাহা হউক, তুমি যাহা জানিতে এরূপ কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছ, সেবিষয়ের স্থূল স্থূল কথা বুঝাইয়া দিতে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগমন করা যায়, ইয়ুরোপদেশীয় লোকেরা ইহা প্রথমে অবগত ছিলেন না। আফ্রিকা মহাখণ্ডের দক্ষিণ উত্তমাশা অন্তরীপ স্পর্শ করিয়া জলপথে ভারতবর্ষে আসা যায়, পোর্টুগাল দেশীয় লোকেরা সর্ব্বাগ্রে ইহা আবিষ্কৃত করেন। পোর্টুগাল দেশীয় বিখ্যাত নৌবিদ্যাবিশারদ ভাস্‌কোডিগামা এবং তাঁহার সহচরেরা ১৪৯৮ খৃ অব্দের মে মাসে, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থিত ক্যালিকট্‌ নগরে পদার্পণ করেন। নানা বিবাদ বিসম্বাদের পর পোর্টুগাল-দেশবাসী লোকেরা ভারতবর্ষে আসন গ্রহণ করিলে ওলন্দাজেরা এখানে উপস্থিত হন। পোর্টুগাল দেশস্থ লোকেরা এবং ওলন্দাজেরা আপনাদের বাণিজ্য বিস্তার করিতেছে, মহাসমৃদ্ধিশালী হইতেছে, দেশ বিদেশে আপনাদের কীর্ত্তি প্রখ্যাপিত করিতেছে, ইহা দেখিয়া ইংরেজেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগেরও বাণিজ্য-আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

১৫৯৯ খৃঃ অব্দে কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া, ছয় লক্ষ আশী হাজার টাকা সংগ্রহ করিল; এবং স্বদেশস্থ কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকটে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার প্রত্যাশায় আবেদন করিল। সে সময়ে মহারাণী এলিজেবেথ্ সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। আবেদন পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া মহারাণী কি করিবেন, প্রথমে ইহা স্থির করিতে পারেন নাই। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ১৬০০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এই সকল বাণিজ্যলিপ্সুদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। ইহারা পনর বৎসর কাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রাপ্ত হইল। সনন্দপ্রার্থীরা আপনাদের অভিলষিত সিদ্ধ দেখিয়া, চারি খানি পিনেস্ নামে ক্ষুদ্র তরী বাণিজ্যদ্রব্যে পূর্ণ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিল। এই সমবেত লোকেরাই ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে খ্যাত হইয়াছে।

মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে সৌরাষ্ট্র নগর এক অতি সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। যে সকল মুসলমান

যাত্রী মেক্কা যাইবার ইচ্ছা করিত, তাহারা সৌরাষ্ট্র নগরে উপস্থিত হইয়া সেই খানে জাহাজে আরূঢ় হইত। এই নিমিত্ত সৌরাষ্ট্র নগর অতিশয় প্রসিদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজেরা সর্ব্ব প্রথমে সৌরাষ্ট্র নগরে বাণিজ্য গৃহ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহাদিগকে অনেক দিন তিষ্ঠিতে হয় নাই। পোর্টুগালদেশীয় লোকেরা তাঁহাদের অতিশয় বিপক্ষ হইয়া উঠিল। দুই পক্ষে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে এত দূর হইয়া উঠিল, যে অবশেষে ইংরেজদিগকে সৌরাষ্ট্র নগর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

১৬৪০ খৃঃ অব্দে কর্ণাটদেশীয় এক জন হিন্দু রাজা, এখন যেখানে মান্দ্রাজ নগর অবস্থিত, সেই স্থান ক্রয় করিতে অনুমতি দেন। প্রথমে ইংরেজেরা যখন সেখানে "ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ" নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তথায় লোক জনের প্রায় বাস ছিল না। কেবল ছয় মৎস্যজীবী, এবং এক জন ফরাশী পাদ্রি, সেখানে বাস করিতেন। কিন্তু বৎসর

কয়েকের মধ্যে মান্দ্রাজ নগরের অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপারের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে, দ্বিতীয় চার্লস্ নামে ইংলণ্ডের নরপতি স্পেনের রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি স্পেনের রাজার নিকট হইতে বম্বে নগর এবং তৎসন্নিহিত ভূমি সমুদয় যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। স্বহস্তে রাখিতে গেলে অনেক ব্যয় হয় দেখিয়া, তিনি তাঁহার যৌতুক ভূমি সমুদয় ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে অবস্থাপিত করিলেন।

এদিগে, লক্ষ্মীর আবাসভূমি সমৃদ্ধিপূর্ণ বঙ্গদেশ একবারে উপেক্ষিত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে ওলন্দাজেরা, পোর্টুগিজেরা, এবং ইংরেজেরা হুগলি নগরে এবং তৎসন্নিহিত স্থান সমুদয়ে আপন আপন বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজদিগকে অধিক দিন নিরুপদ্রবে হুগলিতে বাস করিতে হয় নাই। তাঁহারা মোগলদিগের এক খানি নৌকা রুদ্ধ করিয়া, হুগলির

কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা এরূপ ক্রুদ্ধ হওয়াতে সেখানে অবস্থিতি করা তাঁহাদের আর শ্রেয়স্কর হইয়া উঠিল না। তাঁহারা হুগলি পরিত্যাগ করিয়া সুতানটীতে উপস্থিত হইলেন।

ইংরেজেরা কখন নিরীহ হইয়া থাকিতে পারেন না। সকলের সঙ্গে তাঁহাদের কলহ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এত দূর হইয়া উঠিল, যে ভারতবর্ষের অধিপতি মোগলবংশীয় দুর্দ্দান্ত অরঙজীব বাদশাহ ইংরেজদিগের বিরক্তিকর আচরণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন; এবং ইংরেজদিগকে আপনার অধিকার হইতে দূর করিয়া দিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ইংরেজ বণিকেরা এই দুর্ব্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, তাঁহার পদানত হইয়া পড়িল, এবং দীন ও বিনয় বচনে ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার অবস্থিতি করিতে প্রার্থনা করিল। ইংরেজদের দুঃসময়ে হিন্দুরা তাঁহাদের অতিশয় সাহায্য করিয়াছিল। যাহাতে বাদশাহের ক্রোধ শান্তি হয়,

তাঁহারা সে বিষয়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। বাদশাহ, ইংরেজ-দের বিনয়বাক্যে শান্ত হইয়া, বার্ষিক কর নির্দ্ধারিত করিয়া, সুতানটীর যে স্থানে ইংরেজদের কুঠী অবস্থিত ছিল, সেই স্থান টুকু, ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে, তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। ইংরেজেরা এই অবসর পাইয়া, সেই খানে 'ফোর্ট উইলিয়ম্' নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিল; এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার পর তৎসন্নিবর্ত্তী স্থান সমুদয় ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। এখন সেই স্থান সকল কলিকাতা নামে খ্যাত হইয়াছে। কলিকাতার মত কোন স্থানই দেড় শতাব্দীর মধ্যে এরূপ ধনপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। কলিকাতাকে এখন সকলে "প্রাসাদ নগর" বলে।

এই রূপে "ফোর্ট উইলিয়ম," "ফোর্ট সেণ্ট জর্জ" এবং বম্বে, এই সকল স্থানে ইংরেজেরা অবস্থিতি করে। প্রথমে এই তিন স্থান পরস্পর বিভিন্ন ও নিরপেক্ষ হইয়া আপন আপন কর্ম্ম করিত। এখন এই তিন স্থান ভারতবর্ষস্থ তিন

প্রেসিডেন্সির তিন প্রধান নগর হইয়া উঠি-য়াছে।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করাই প্রথমে ইংরেজদের অভিপ্রেত ছিল। দেশজয় করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। দেশজয় করা দূরে থাক, ইংরেজেরা আপনা-দিগের ধন প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। বর্গীর হেঙ্গাম হইতে কলিকাতা রক্ষিত করিবার আশয়ে তাঁহারা মহারাষ্ট্র খাত খনন করেন।

কিন্তু মানুষের মন সর্ব্বদা একরূপ নহে। যেমন অবস্থাভেদ হয়, মনেরও সেইরূপ পরিবর্ত্ত হয়। ক্রমে ক্রমে ইংরেজেরা যেমনি বাণিজ্যবিষয়ে সিদ্ধ-কাম হইতে লাগিলেন, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষাও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ইংরেজেরা একেবারেই ভারতবর্ষের চক্রবর্ত্তি-পদে অধিরোহণ করেন নাই। অনেক তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, অনেক শোণিতনদী প্রবাহিত করিতে হইয়াছে, অনেক ধন উৎসর্গ

করিতে হইয়াছে, তবে ইঁহারা ভারতবর্ষের অধী-শ্বর হইয়াছেন। জগদীশ্বরের দুর্ব্বোধ অভি-প্রায়ের ভিতর প্রবেশ করা কাহার সাধ্য! যে ইংরেজেরা প্রবল প্রতাপশালী মোগল অধিপতির মুখপ্রেক্ষী হইয়া কালযাপন করিত; যে ইংরে-জেরা নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিয়াও মোগলরাজের প্রসাদ প্রাপ্ত হইত না, এখন সেই ইংরেজেরাই সেই মোগলরাজেরই সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছে; তাঁহার বংশধরদিগকে পদতলস্থ করিয়াছে, কৃপণবেশে নির্ব্বাসিত করি-য়াছে, এবং আপনারা রাজ্যেশ্বর হইয়া তাহাদের করুণ স্বরকেও কর্ণকুহরে স্থান দান করিতেছে না। এখন ব্রিটানিয়া দেবীর কৃতকৃত্য তনয়েরা ভারত-বর্ষস্থ সমুদয় বিপক্ষ পক্ষ বিনাশ করিয়া, হিমালয় অবধি কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত, সমুদয় ভারতবর্ষে নিষ্ক-ণ্টকে রাজ্যভোগ করিতেছে। ভারতবর্ষে এখন আর এমন কোন রাজাই নাই, যে ইহাদের তুল্য প্রতিদ্বন্দী হইয়া ইহাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

আমি তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে ফরাশীরাও ইংরেজদের ন্যায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার নিমিত্তে এক কোম্পানী সংস্থাপিত করিয়াছিল; এবং ভারতভূমিতে আধিপত্য স্থাপনের নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছিল। কিন্তু ফরাশীরা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ফরাশীরা এবং পোর্টুগিজেরা এখনও ভারতবর্ষস্থ কোন কোন স্থান অধিকার করেন। দিনামারদিগের এখন ভারতবর্ষে একটী স্থানও নাই।

*

১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২৩এ জুন তারিখে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব্ সাহেব, মুরশিদাবাদের দুরাত্মা নবাব সেরাজদ্দৌলাকে, পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলা দেশ করতলস্থ করেন। ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের সেই প্রথম সূত্রপাত।

বৎস! ইংরেজেরা ভারতবর্ষে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া দিব। কিন্তু এবিষয় শুনিবার

পূর্ব্বে সমুদয় ভারতবর্ষ কি প্রকারে বিভক্ত হই-য়াছে, তাহা এক বার স্মরণ করিয়া দেখ, তাহা না হইলে সমুদয় কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিবে না।।

সমুদয় ভারতবর্ষ কিছু ইংরেজদের অধিকৃত নহে। ভারতবর্ষে এখনও কতকগুলি স্বদেশী স্বাধীন রাজা আছেন। কতকগুলি স্থান ফরাশী-দের এবং কতকগুলি পোর্টুগিজদের অধিকারে আছে। কতকগুলি স্থান করদ এবং মিত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত, এবং অপর সমুদয় স্থান ইংরেজদের অধিকৃত। প্রথমোক্ত রাজ্য সমূহ আমাদের বিবেচ্য বিষয় নহে।

ভারতবর্ষের যে সমুদয় স্থান ইংরেজদের অধিকারে আছে,তাহা তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত, এক এক ভাগকে এক এক প্রেসিডেন্সি কহে। বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, এবং বম্বাই প্রেসিডেন্সি। বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির আরো দুই অবান্তর ভেদ আছে; আগ্রা প্রেসিডেন্সি এবং পঞ্জাব প্রেসিডেন্সি।

অযোধ্যা, বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। কিন্তু বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির অন্য অন্য স্থানে যে সকল আইন প্রচলিত, অযোধ্যায় সেরূপ নহে। এজন্য অযোধ্যাকে "বেবন্দোবস্তি দেশ" বলে। পঞ্জাব দেশও অনেক অযোধ্যার মত; কিন্তু এ দুয়ের কিছু ভেদ আছে। ভারতবর্ষের অন্য অন্য কোন কোন স্থানও অযোধ্যার মত "বেবন্দোবস্তি" আছে।

এক্ষণে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য কিরূপ, তাহা শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে "কোম্পানীর" হস্তে ভারতবর্ষশাসনের ভার ছিল। এখন মহারাণী সেই ভারগ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কার্য্য সমূহের তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে "ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল" অর্থাৎ 'ভারতসভা' বলে; এবং এই সভার সভাপতিকে "সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট্ ফর্ ইণ্ডিয়া" কহে। এই সভার পনর জন সভ্য। অধিকাংশ সভ্যদিগকে এরূপ হইতে হইবে যে, তাঁহারা অন্যূন দশ বৎসর

কাল ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কিরূপে শাসিত হওয়া উচিত, তাহা পার্লেমেণ্ট স্থির করেন, এবং এই সভা তদনুসারে কার্য্য করেন। ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে, এই সভার অধিকাংশ সভ্যেরা যাহা স্থির করেন, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। সভাপতিকে পার্লেমেণ্টে, ভারতবর্ষ সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক শাসিত হইতেছে কি না ইহার, জবাবদিহি করিতে হয়। "ভারতসভার" আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হন। মহারাণী সেই প্রধান শাসনকর্ত্তাকে নিযুক্ত করেন। সেই শাসনকর্ত্তাকে 'গবর্ণর জেনেরল্' কহে।

গবর্ণর জেনেরল্ বাহাদুরের সহায়তা করিবার নিমিত্ত এক সভা আছে, তাহাকে "গবর্ণর জেনেরলের সভা" বলে। এই সভার সভ্যরূপে ভারতবর্ষের সেনাপতি শুদ্ধ ছয় জন অমাত্য নিযুক্ত হইবেন। যাঁহারা অন্ততঃ দশ বৎসর কাল ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহই এই সভার সভ্য হইবে না। কিন্তু সেনাপতির প্রতি এ নিয়ম খাটিবেক না।

গবর্ণর জেনেরল্ বাহাদুর এবং তাঁহার অমাত্যেরা সমবেত হইয়া যে সভা হয়, তাহাকে "গবর্ণর জেনেরল্ ইন্ কাউন্সিল্" বলে। সন্ধি বিগ্রহাদি সমুদয় বিষয় এই সভার অনুমতি ভিন্ন কখন সম্পাদিত হয় না। এই সভার সমুদয় সভ্যেরা বেতনভোগী। গবর্ণর জেনেরেল্ বাহাদুর ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা তাঁহার অমাত্যদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন; এবং যেখানে ইচ্ছা সেই খানে তাঁহাদিগকে সভা করিতে বলিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের আইন সমুদয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক অভিনব সমাজ সংস্থাপিত হইবে, স্থির হইয়াছে। গবর্ণর জেনেরল্ বাহাদুর এই সমাজের সভাপতি হইবেন; এবং তাঁহার অমাত্যেরা ইহার সামাজিকরূপে পরিগণিত হইবেন। অন্যূন ছয় জন এবং অনূর্দ্ধ বার জন, এই সমাজের সামাজিক নিযুক্ত হইবেন। এই সমাজের অর্দ্ধেক সামাজিক পদ গবর্ণর জেনেরল্ বাহাদুর, চিহ্নিত কর্ম্মচারী ভিন্ন যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করিতে পারিবেন। কি ভারতবর্ষবাসী,

কি ইংরেজ, কি অন্য জাতি, সকল ব্যক্তিই এখন এই সমাজে সামাজিক আশন গ্রহণ করিতে পারিবেন। সামাজিকেরা কেবল দুই বৎসর কাল আপনাদের সামাজিকপদ রাখিতে পারিবেন। এই সামাজিকেরা যাহা আইন বলিয়া নির্দ্ধারিত করিবেন, তাহাই দেশের প্রচলিত আইন হইবে। কিন্তু এই সমাজ যাহা আইন হইবে বলিয়া স্থির করিবেন, গবর্ণর জেনেরল্ বাহাদুর তাহাতে সম্মতি না দিলে তাহা আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

অত্যন্ত আবশ্যক হইলে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, কাহারও অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ং কোন কোন আইন করিতে পারিবেন।

মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির, শাসন করিবার নিমিত্ত, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের অধীনে, এক এক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগকে "গবর্ণর্" বলে। শাসনকার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের এক এক সভা আছে। ভারতবর্ষের সেনাপতি শুদ্ধ

তিন জন অমাত্য এই সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সকলেই বেতনভোগী।

বাঙ্গালা আগ্রা এবং বম্বে প্রেসিডেন্সির শাসন-ভার "লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর" নামে এক এক জন শাসনকর্ত্তার উপর অর্পিত আছে।

উপরি উক্ত গবর্ণর এবং লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর-দিগের অধিকার মধ্যে আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্তও এক এক ব্যবস্থাসমাজ স্থাপিত হইবে।

গবর্ণরদিগের অধিকার মধ্যে যে ব্যবস্থাপক সমাজ স্থাপিত হইবে, তাহাতে অন্যূন চারি জন এবং অনূর্দ্ধ্ব আট জন, সামাজিক নিযুক্ত হইবে।

লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরদিগের অধিকারের মধ্যে যে যে ব্যবস্থাপক সমাজ সংস্থাপিত হইবে, তা-হাতে কত জন সামাজিক হইবে, তাহা এখন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু ইহা স্থির হইয়াছে যে, লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সেই সমাজের এক

তৃতীয়াংশ সামাজিক পদ চিহ্নিত কর্ম্মচারী ভিন্ন যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন।

বম্বে এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ব্যবস্থাপক সমাজ, এবং লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরদিগের ব্যবস্থাপক সমাজ, এ দুয়ের কিছু ভেদ আছে।

পূর্ব্বোক্ত সমুদয় ব্যবস্থাপক সমাজে যাহা আইন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, গবর্ণর জেনেরল্ বাহাদুর তাহাতে সম্মতি না দিলে, তাহা আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

গবর্ণর জেনেরল্ বাহাদুর, গবর্ণর, এবং লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরেরা পাঁচ বৎসর কাল আপনাদের শাসনকর্ত্তৃপদ রাখিতে পারেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরদিগকে পাঁচ বৎসর অপেক্ষাও অধিক সময়, ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা রূপে থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

গবর্ণর এবং লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ভিন্নও অ-

নেক রাজকর্ম্মচারী আছে; তাহাদিগের কথা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

ভারতবর্ষের রাজকর্ম্মচারীরা দুই প্রধান অংশে বিভক্ত। চিহ্নিত, এবং অচিহ্নিত। যাহারা ইংলণ্ডে নির্দ্ধারিত পরীক্ষা প্রদান করিয়া ভারতবর্ষে রাজকর্ম্ম করিতে আগমন করিয়াছে,তাহারাই 'চিহ্নিত' কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্বাবধি এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, যাহারা চিহ্নিত কর্ম্মচারীরূপে পরিগণিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে লেখাপড়া করিয়া দিতে হইবে যে, তাহারা সমুদয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, আপনাদের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিবে, এবং ভারতবর্ষবাসীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। 'চিহ্নিত' কর্ম্মচারীই রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হয়।

এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে পূর্ব্বে কেবল চিহ্নিত কর্ম্মচারীরাই যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন, তাহার মধ্যে কতক গুলি কর্ম্মে, (গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এবং "সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট্ ফর্ ইণ্ডিয়া" ইহাঁদের উচিত বোধ হইলে) অচিহ্নিত কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইতে পারিবে।

'চিহ্নিত' কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কতকগুলি 'ম্যাজিষ্টেট্' এই নাম গ্রহণ করিয়া, ফৌজদারী মকদ্দমা সমূহের তত্ত্বাবধারণ করেন। কতকগুলি কালেক্টর নাম ধারণ করিয়া রাজস্ব আদায় করেন। কতকগুলি, কমিস্যনর পদে নিযুক্ত হইয়া রাজকর ঘটিত ও অন্যান্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এবং জজ্ নামধারী কতকগুলি কর্ম্মচারীর উপর দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মকদ্দমা সমূহের তত্ত্বাবধারণের ভার আছে। সদরআমীন, এবং প্রিন্‌সিপাল সদরআমীন, প্রভৃতি নিম্নতর বিচারপতিদের নিকট হইতে জজের নিকটে আপীল হয়। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত, ভারতবর্ষের মধ্যে শেষ আপীলস্থান।

প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক এক সদর আদালত আছে। পঞ্জাবে এবং অযোধ্যায় সদর আদালত নাই।

সদর আদালত দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে সমুদয় দেওয়ানী আপিলী মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এবং অপর ভাগে ফৌজদারী মকদ্দমা সমূহের বিচার হয়। দশ হাজার অপেক্ষা অধিক

টাকার মকদ্দমা হইলে তাহার আবার বিলাত আপীল হয়।

কলিকাতা, মান্দ্রাজ, এবং বম্বে, এই তিন নগরে, ইংলণ্ড দেশের আইন প্রচলিত; এবং এই তিন নগরে 'সুপ্রীমকোর্ট' নামে এক এক ধর্ম্মাধিকরণ আছে। ইংলণ্ডেশ্বরী এই বিচারালয় সমূহের বিচারপতিদিগকে নিযুক্ত করেন। এক্ষণে সুপ্রীমকোর্ট এবং সদর আদালত ভিন্ন ভিন্ন না থাকিয়া, এক হইয়া যাইবে।

বৎস! ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী বিষয়ে অতি সংক্ষেপে অবসরোচিত দুই চারিটী কথা বলিলাম। এখন ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী এবং ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী এ দুই তুলনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে উভয়ের দোষ গুণ বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য।—আর্য্য! আমি কেবল ঐ বিষয়ই চিন্তা করিতেছি। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী এবং ভারতবর্ষপ্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী, এই দুই তুলনা

করিয়া দেখিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত শাসন-প্রণালী, ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী অপেক্ষা সহস্রগুণ উৎকৃষ্ট। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী একবার স্মরণ করিলে, অননুভূত-পূর্ব্ব বিস্ময়রসে হৃদয় উচ্ছলিত হয়; এবং আদর ও গৌরব হৃদয়কে বিলোড়িত করে। এরূপ চমৎকার তন্ত্রস্থিতিই ইহাদিগকে এরূপ বীর্য্যবান্, এরূপ স্বাধীন, এবং এরূপ প্রতাপশালী করিয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তন্ত্রসংস্থা না থাকিলে ইহারা কখনই সসাগরা ধরণীতে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত না। কিন্তু হায়! তাহারাও মানুষ, আমরাও মানুষ। কেন কেবল তাহারাই এরূপ তেজস্বী হইয়াছে, ধরাতলস্থ সমুদয় জাতিকে করতলস্থ করিয়াছে, সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের জয়পতাকা উড্ডীন করিতেছে, এবং স্বদেশে শান্তিস্থাপন করিয়া সুখসম্ভোগে কালাতিবাহন করিতেছে। আমরা কেন না তাহাদের অনুসরণ করি। মহাশয়! আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষের অবস্থা অতি জঘন্য বলিয়াই, ঐ সকল মহাপুরুষেরা এখানে ইংলণ্ডের

ন্যায় তন্ত্রস্থিতি প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না। কেনই বা ভারতবর্ষের অবস্থা এত মন্দ। আমাদের দেশের লোকদের কি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইতেছে না। তাঁহাদের মনে কি ঘৃণার লেশমাত্র নাই। তাঁহারা কেন না সাধুজনক্ষুণ্ণ এরূপ সহজ পথ অবলম্বন করিয়া মুক্তকণ্ঠে ইংরেজদের সাধুবাদ করিতে করিতে সুখধামে যাইতে চেষ্টা করেন না? আর্য্য! জগদীশ্বর যদি আমাকে বাঁচাইয়া রাখেন, আমি কায়মনোবাক্যে ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিব, এবং আমার সহচরদিগকে আমার সার্থ করিব।

হে সমোষ্ক সুহৃদ্বর্গ! যে যেখানে থাক, আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশনই কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নহে। স্বার্থনিষ্পাদনপরতাই কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ধন-পিশিত-গ্রাস-গৃধ্রতাই কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিরবচ্ছিন্ন সুখও কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আত্মোৎকর্ষবিধান, পরিবারের মঙ্গল, সমাজোন্নতি ও দেশোন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। তবে কেন

তোমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ। বয়স্যবর্গ! তোমাদের উপর কিরূপ ভার অর্পিত আছে, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। ঝঞ্ঝাবাতের পৃষ্ঠারোহণ করিয়া নভোমণ্ডল হইতে, নক্ষত্র উৎপাটিত করিতে হইবে—তোমাদিগকে ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবন করিতে হইবে। তোমরা যদি মনোবৃত্তি সকলকে সম্মার্জ্জিত না কর, তোমরা যদি শরীর সবল করিতে চেষ্টা না পাও, তাহা হইলে কোন মতে হিন্দুবংশের নাম রাখিতে পারিবে না। তোমরা সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ কর নাই—তোমরা আর্য্যবংশসম্ভূত। সেই কালের প্রারম্ভে, ইংলণ্ডের ত কথাই নাই, যখন মিশরদেশীয় বৃহৎকায় অভ্রংকষ স্তম্ভ সকল, নীলনদের প্রতি অবনত মুখ হইয়া হাস্য করে নাই—যখন অধুনাতন সভ্যমণ্ডলীর আদর্শ স্বরূপ গ্রীশ দেশ সূতিকাগৃহে ছিল,—যখন সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হানিবল-পবিত্রীকৃত কার্থেজ, বাল্য ক্রীড়া করিত—যখন দিগ্বিজয়ী রোমও মাতৃগর্ভে ছিল, তাহার পূর্ব্বেও আমাদের ভারতভূমি সৌভাগ্যশালী হইয়াছে, একাধিপত্য করিয়াছে, বর্ব্বর-

দিগের অঙ্কুশ স্বরূপ হইয়াছে, মহাজনদিগের মন জ্ঞানালোকদীপ্ত করিয়াছে, শিল্পবিদ্যার প্রচার করিয়াছে, আকাশের গ্রহনিরূপণ করিয়াছে, এবং লক্ষ লক্ষ যোজনোপরিস্থিত চন্দ্র সূর্যেরও গ্রহণ গণনা করিয়াছে। কিন্তু হায়! "তে হি নো দিবসা গতাঃ"* একবার নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখ, সেই ভারতভূমির কিরূপ দুর্দশা হইয়াছে। আমাদের পিতামহেরা যে সকল পারসীকদিগকে পাদাহত করিতেন, এবং যাহারা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিত, তাঁহাদের ঘৃণাস্পদ সেই সকল বিজাতীয়েরাও স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, আপনাদের দেশকে প্রথম গণ্য করিয়াছে, যখন কিনা সর্ব্বমূল ভারতবর্ষীয়েরা কঙ্কালশেষ ও ধূলিধূসরিত হইয়া, বর্ব্বরদিগের পাদলেহন করিতেছে, এবং আপনাদের দেশকে উৎসন্নীকৃত দেখিয়াও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে।

---

* আমাদের সে সকল দিন গিয়াছে।

হা অয়ি বসুন্ধরে! তোমার প্রিয়তম তনয়াকে বিধবা ও নামশেষা দেখিয়া, তোমার কি কিছু কষ্ট হইতেছে না? একবার স্মরণ করিয়া দেখ, তোমার দৌহিত্রদের পূর্ব্বেই বা কিরূপ সমৃদ্ধি ও আধিপত্য ছিল, এখনই বা কিরূপ হইয়াছে। এককালে কালিদাস, ভবভূতি; আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য; বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য; গৌতমদেব, দ্বৈপায়ন; যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র; অর্জ্জুন, কর্ণ; বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত; চাণক্য, কামন্দক প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়, মহাবীর, মহোদয়গণ, তোমার এই তনয়ার গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করিয়া, মহা মহা অবদান সম্পাদিত করিয়া, এই পুণ্যভূমি ভারতভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এককালে এই দেশ হইতেই সভ্যতাকিরণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল; এককালে দিগিদগন্তস্থিত অসুরকায় পুরুষেরা, আমাদের নিকট হইতেই রাজনীতি শিক্ষা করিত, যুদ্ধবিদ্যা অভ্যাস করিত, এবং সামাজিক আচার ব্যবহার সকলের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত। এখন আর তাহার বিন্দু বিসর্গও নাই। "মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া, এবং প্রমাদশয্যায়

শয়ান হইয়া, ইহারা কেবল অন্যের গলগ্রহ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে”। এখন উহারা অধ্যবসায়কে বিস্মরণ করিয়াছে, এবং আজন্মপরিচিত, বালসুহৃদ্ অসীম সাহসের নামও করে না। এখন কেবল তাহারা বাগাড়ম্বরপরায়ণ হইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। উঃ! ঐ সকল স্মরণ করিলে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। পূর্ব্বতন অবস্থা, এবং ইদানীন্তন অবস্থা স্মরণ করিলে কোন্ পাষাণ-হৃদয়ের হৃদয় না বিদীর্ণ হয়!

হা জননি! কেন তুমি এরূপ ফলবতী, এরূপ মধুরাকৃতি হইয়াছিলে? কেন তুমি এত সমৃদ্ধি এবং এত ঐশ্বর্য্যের প্রসূতি হইয়াছিলে? তাই জন্যেই ত পদে পদে তোমার এত বিপত্তি ঘটে। তাই জন্যেই ত বিদেশস্থ নরপতিরা লোলজিহ্ব হইয়া, গৃধ্রের ন্যায়, ব্যাঘ্রের ন্যায়, তোমার আমিষ ভক্ষণে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে। তুমি যদি সেই স্থানের মত, যেখানে প্রচণ্ডসূর্য্যকিরণোত্তাপিত, উৎকট-ঘূর্ণা-বাত্যোত্থিত বালুকারাশি, অনবরত চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে,

সেই আফ্রিকাদেশস্থ সাহারা মরুভূমির ন্যায়, ফলহীন, জলহীন, এবং তৃণশূন্য হইতে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই স্মিতবিকসিত আননে তোমার নিকটে আসিয়া, তোমার প্রশ্রয় পাইয়া, তোমার সর্ব্বনাশ করিত না। যদি তুমি লাপ্‌লাণ্ড দেশের ন্যায় চিরদিন তুষাররাশিপরিবৃত থাকিতে, তাহা হইলেও কেহই তোমার সমীপবর্ত্তী হইত না। তাহা হইলে তোমার সন্তানদিগকে কোনকালেই স্বাতন্ত্র্যসুখে জলাঞ্জলি দিতে হইত না। এখন ভাগ্য করিয়া মান, যে এখন যাঁহারা তোমার উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্বশ্রুত শাসন-প্রণালী-সুখীকৃত ব্রিট্যানিয়া দেবীর বংশোদ্ভব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাপাত্মাদের মত, তাঁহারা তোমার সহিত ব্যবহার করিবেন না। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন বলিয়া, আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব কেন? কেন আমরা আমাদের আলস্যপূর্ণ ভ্রাতৃগণের ন্যায় মিছা কথায় কালক্ষেপ করিব।

অগ্রসর হও। মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর।

পশ্চাৎ আর দৃষ্টিক্ষেপ করিও না। সমুদ্র উদ্বেল হইয়া পৃথিবীকে উদরস্থই বা করুক,—প্রলয়পর্জ্জন্য সকল একত্রীকৃত হইয়া, ঘোরতর সিংহনাদই বা করুক—পৃথ্বীতলস্থ গন্ধকখনিসমূহ উদ্‌ঘাটিত হইয়া ভূতধাত্রীকে দগ্ধাবশেষই বা করুক—পৃথিবী কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া সৌরজগৎকে ছিন্ন ভিন্নই বা করুক, তথাপি কোন মতে স্খলিতপাদ হইও না। আপনার লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হও। বৃথা-অরণ্যরোদনে ফল কি? "তে নির্যান্তু ময়া সহৈক-মনসো যেষামভীষ্টং যশঃ"*। এস আমরা অনন্য-ব্যাসক্ত হইয়া, এবং মিথ্যামাহাত্ম্য-গর্ব্বিত না হইয়া, আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তি উৎকর্ষিত করি, শরীর সবল করি, মন উন্নত করি, তাহা হইলেই আমাদের দেশ সকল দেশের শিরোরত্ন হইবে, তাহা হইলেই আমাদের দেশে ঐরূপ শাসন-প্রণালী প্রচলিত হইবে, তাহা হইলেই আমরা ঐরূপ রাজ্যস্থিতি নিবন্ধন অবিচ্ছিন্ন সুখ

---

* যাহাদের কীর্ত্তিলাভের বাসনা থাকে, তাহারা আমার সহিত বহির্গত হউক।

ভোগ করিয়া ইংরেজ মহাজনদিগের গুণোৎ-কীর্ত্তন করিতে করিতে আপনাদের মাহাত্ম্য বিস্তার করিব ; এবং তাহা হইলেই আমরা ইংরেজদের প্রসাদে স্বাধীনতার কিরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ তাহা অনুভব করিতে পারিব।

সম্পূর্ণ।